বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : কার্তিক, ১৩৬৫

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—ক্ষীরোদচন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭ ভীম ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-চিত্র
খালেদ চৌধুরী

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

ছয় টাকা পঞ্চাশ ন. প.

উৎসর্গ

বটুদা, প্রবোধদা, শ্রীপরিমল গোস্বামী, প্র. না. বি., স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ রায়, পরশুরাম, স্বর্গীয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ব্যঙ্গরস-রসিক পাঠক-পাঠিকাগণের উদ্দেশ্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাসহ

এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

১২-৯-৫৮

ভাগলপুর।

বনফুল

নিবেদন

আমার সমস্ত ব্যঙ্গ-কবিতাগুলি এই গ্রন্থে একত্রিত করিবার প্রয়াস পাইলাম। ইতিপূর্বে 'বনফুলের কবিতা', 'করকমলেষু', 'অঙ্গারপর্ণী' নামক গ্রন্থগুলিতে এবং সাময়িক পত্রিকার পাতায় এগুলি পৃথক পৃথক ভাবে নিবদ্ধ ছিল। আমার প্রয়াস সম্ভবত সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, কিছু কিছু কবিতা এখনও এদিকে-ওদিকে রহিয়া গেল মনে হইতেছে। বঙ্গসাহিত্যের বিশাল অরণ্যে কোথায় যে তাহারা আত্মগোপন করিয়া রহিল খুঁজিয়া পাইলাম না। যদি কাহারও নজরে পড়ে, জানাইলে পরবর্তী সংস্করণে ছাপিব, যদি অবশ্য পরবর্তী সংস্করণ হয়। কবিতাগুলি প্রকাশের তারিখ অনুসারেও সাজাইতে পারি নাই।

ব্যঙ্গরসের সিদ্ধ-শিল্পী বন্ধুবর শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয় এ পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিবেন বলিয়াছেন। কি লিখিবেন জানি না, ভয়ে ভয়ে আছি। তবে তিনি যে আমার কবিতা লইয়া মাথা ঘামাইবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ইহাতেই আমি চরিতার্থ হইয়াছি।

মিষ্টান্নের দোকানে এই তিক্তরসের পশরা সাজাইবার ভার লইয়া স্নেহাস্পদ শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যে দুর্লভ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে বাহবা দিতেছি।

বনফুল

বনফুলের ব্যঙ্গকবিতা

প্রবণতাভেদে সাহিত্যিকদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে ; একদলের যুগের সহিত বেশ বনিবনাও হয়, অপর দলের তেমনটি হয় না। প্রথমোক্ত দলের রুচি, প্রবণতা, দৃষ্টি সমস্তই যুগানুকূল, অন্যদলের যুগপ্রতিকূল। ফলে একদল যুগের সঙ্গে বনিবনাও করিয়া লয়, অন্যদল কেবলি প্রতিবাদ করিয়া মরে। এই শেষোক্ত দলের মনোবৃত্তি হইতেই ব্যঙ্গ-রচনার জন্ম। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীভেদের সহিত শক্তি বা জনপ্রিয়তার কার্যকারণ সম্বন্ধ নাই। অতিশয় শক্তিমান পুরুষ যুগানুকূল হইতে পারে আবার তাহার যুগপ্রতিকূল হইতেও বাধা নাই। জনপ্রিয়তা সম্বন্ধেও একথা সত্য। যুগপ্রতিকূল হইলেই যে জনপ্রিয়তা হইতে বঞ্চিত হইবে এমন নয়। ও অনেকটা ভাগ্যের কথা। স্থূলকথা এই যে যুগানুকূলতা বা যুগ-প্রতিকূলতা লেখকের দৃষ্টিভেদের সঙ্গে জড়িত, ওর সঙ্গে শক্তির বা জনপ্রিয়তার সম্বন্ধ নিতান্তই আকস্মিক।

পৃথিবীতে যত উচ্চশ্রেণীর ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক জন্মিয়াছেন সকলেই অল্পবিস্তর যুগপ্রতিকূল, যুগানুকূল লেখক কদাচিৎ ব্যঙ্গ-রচনায় কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

বায়রনের স্বকালের সহিত বনিয়া ওঠে নাই। ভলতেয়ার স্বকালের প্রতিবাদ করিয়াই জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু দুজনেই শক্তিমান, দুজনেই স্বকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।

সুইফ্‌ট আর-একটি দৃষ্টান্ত। জনপ্রিয়তায় তিনি পূর্বোক্তগণের সমকক্ষ না হইলেও শক্তিতেও এতটুকু ন্যূন নন।

ব্যঙ্গ-রচনার মূলে আছে সংসারকে সংশোধন করিবার আকাঙ্ক্ষা। যুগের সহিত, সংসারের সহিত যাহার বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে তাহার তো এ আকাঙ্ক্ষা হইবার কথা নয়। ব্যঙ্গরচনা moral-শক্তি-সম্ভূত, ব্যঙ্গসাহিত্যিক moralist ; creative লেখকের সহিত এখানে তাহার মূলগত প্রভেদ। নিছক সৃষ্টির আনন্দ চালিত করে creative লেখককে আর কর্তব্যবুদ্ধি চালিত করে ব্যঙ্গলেখককে। হয়তো কর্তব্যের মধ্যেও আনন্দ আছে, কিন্তু সেখানে আনন্দটা গৌণ, তাহার দীপ্তি তেমন সতেজ নয়। প্রবণতার বিচারে Satirist-এর স্থান সাহিত্যিক সমাজে তেমন নয় যেমন সমাজ-সংস্কারকদের সঙ্গে। বস্তুতঃ অধিকাংশ প্রধান Satirist বাস্তবক্ষেত্রে অর্থাৎ সাহিত্যেতর জীবনে সমাজ-সংস্কারকও বটে।

আমাদের দেশে ঈশ্বরগুপ্ত উচ্চদরের ব্যঙ্গ-কবি। তিনি ছিলেন যুগপ্রতিকূল। নব্যযুগকে তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতিকে সুযোগ পাইলেই ছোবল মারিতেন। অবশ্য তৎকালে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন আবার শক্তিও তাঁহার অল্প নয়। কিন্তু হইলে কি হয়, যুগের সঙ্গে যে তাঁহার বনিয়া ওঠে নাই। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় কর্মজীবনে ছিলেন সমাজ-সংস্কারক, কর্মজীবনের অন্তে কর্মসাধনের উপায় হিসাবে তিনি যে সাহিত্যের কলম হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন তাহা বেশ তীক্ষ্ণ করিয়া কাটা, আর কালিটা চোখের জলের সঙ্গে রক্ত মিশাইয়া তৈয়ারি। তিনি ছিলেন যুগপ্রতিবাদী।

আবার কখনো কখনো দেখা যায় যে কোন কোন লেখকের মনের একটা অংশ যুগানুকূল ; সেখানে সে creative লেখক আর অপর অংশটা যুগপ্রতিকূল ; সেখানে সে Satirist। ও দুটো কোঠা অনেক সময়ে একই মনে আলাদা দেখা যায়। বিচিত্র এই

মানুষের মন। বনফুল এই শেষোক্ত শ্রেণীর লেখক। যুগপৎ তিনি যুগানুকূল ও যুগপ্রতিকূল, তাই একাধারে তিনি creative লেখক ও Satirist। এখানে আমরা তাঁহার ব্যঙ্গরচনার কিছু পরিচয় দিতে উদ্যত।

॥ ২ ॥

বর্তমান বাঙালী লেখকগণের প্রথম শ্রেণীর প্রথম দিকে বনফুলের স্থান। তাঁহার রচনার অজস্রতা ও বৈচিত্র্য দুই-ই বিস্ময়কর। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, নাটক—কী না তিনি লিখিয়াছেন! কী না তিনি চমৎকার লিখিয়াছেন। ইহার পরের বইখানা কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইবে বনফুল সম্বন্ধে কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। এমনি তাঁহার অভিনবত্ব। Here is God's plenty। প্রবীণ লেখকগণ প্রায় সকলেই শক্তির সীমায় আসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা এখনো উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিবেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু তাঁহাদের ক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনা আর নাই। পুরাতন বৃক্ষে মধুফল ফলিতে পারে। কিন্তু বনফুল সম্বন্ধে অন্য কথা। তাঁহার সাহিত্যের নন্দন কাননে নিত্যনূতন বৃক্ষ দেখা দিতেছে। সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে এখনো তিনি পরীক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। ইহা নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি—ইহাই প্রতিভা।

বনফুল কবিতা ও ছোট গল্প লিখিয়া সাহিত্যজীবন শুরু করেন। কবিতার মধ্যে মধুর রস ও ব্যঙ্গ রস দুই-ই আছে। আর গল্পগুলি এক্ষণে বনফুলের গল্প নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তারপর তিনি সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে, উপন্যাস, নাটকে, প্রবন্ধে পদার্পণ করেন। কিন্তু এটুকু বলায় কিছুই বলা হইল না, কারণ বিভিন্ন রচনার ক্ষেত্রে তিনি নূতন নূতন টেকনিক আশ্রয় করিয়া চলিয়াছেন—এবং এখনো

নূতন নূতন টেকনিক সন্ধান ও পরীক্ষা করিতেছেন। এমন অনুসন্ধিৎসা ও পরীক্ষা অল্প লেখকের ক্ষেত্রে দেখা যায়। কিন্তু এসব ব্যাপারে বিস্তারিত পরিচয় দিতে গেলে একখানা গ্রন্থ লিখিতে হয়—বর্তমান প্রবন্ধের সে উদ্দেশ্য নয়। বনফুলের ব্যঙ্গ-কবিতার কিছু পরিচয় দান, অর্থাৎ গ্রন্থারম্ভের পূর্বে সূত্রধারের কর্তব্য—ইহাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

॥ ৩ ॥

এযাবৎ কাল লিখিত বনফুলের যাবতীয় ব্যঙ্গ-কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এ সব কবিতার অধিকাংশই সুপরিচিত ও জনপ্রিয়—এগুলি দিয়াই পাঠকের সঙ্গে বনফুলের প্রথম পরিচয়। এখন বনফুলের প্রথম পরিচয়ের সেই চিহ্নগুলি একত্র পাইয়া প্রবীণ পাঠক পুরাতন স্মৃতিকে আবার নূতন করিয়া পাইবেন আর নূতন পাঠক এমন অভাবিত সম্পদ লাভ করিবেন যাহা এই দুর্মূল্যের বাজারে মস্ত সৌভাগ্য বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

বাংলার নূতন রসায়ন-বিদ্যার পরিচয় দান উপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।" বনফুলের ব্যঙ্গ-কবিতার মূলেও ঐ প্রিন্সিপল। সংসার ও জীবনে যে-সব গরমিল আছে, paradox আছে, সেগুলিকে তিনি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া মিশাইয়া দেন, অমনি হাসির বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণের চমকে ও আওয়াজে সকলে শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া নিজ নিজ অসঙ্গতির সন্ধান করে, অসঙ্গতিগুলিকে সংশোধন করিতে, পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে। ইহাই satire-এর উদ্দেশ্য ও সার্থকতা। এই জন্যই তাহাকে moral force বলিয়াছি। আর এখানেই

বনফুলের সঙ্গে যুগের অবনিবনাও। বিভূতি বাঁড়ুজ্জে প্রেমের ব্যর্থতায় প্রেমিকের সহিত মিলিত হইয়া অশ্রুপাত করিবেন, বলিবেন, ভাই, এমন মাঝে মাঝে ঘটে, কিন্তু দুঃখ করিয়া লাভ নাই, তলাইয়া দেখো আকাশ কেমন নির্মল, পৃথিবী কেমন সুন্দর, সান্ত্বনা পাইবে। আর বনফুল বলিবেন—

"সে কহিল স্ত্রীর মোর বয়স চল্লিশ!
১৯০৯ সনে
সে মোর বাবার সনে
করেছিল এনট্রান্স পাশ।
বিয়ে করে শেষে দেখি আরে সর্বনাশ।"

কিন্তু এমন অপূরণীয় ক্ষতিও সান্ত্বনাহীন নয়।

"কিছুক্ষণ পরে গবু কহিল আবার,
এখন কেবল ভাই সান্ত্বনা আমার
এই দেখ্—বলিয়া সে একখানা রুমাল খুলিয়া
সম্মুখেতে ধরিল তুলিয়া,
এবং কহিল পুন এমব্রয়ডারি ভালো করে,
ওইতেই আছি ভরপুর।
দেখিলাম, রুমালেতে আঁকা এক কুব্জ ময়ুর।"

মানুষ মাত্রেরই symbol ঐ কুব্জ ময়ুর। ময়ুর সুন্দর—কিন্তু ঐ কুব্জতা তাহাকে হাস্যকর করিয়াছে। মানুষ বুদ্ধিমান, ভাবাবেগের আতিশয্য তাহাকে হাস্যকর করিয়াছে। সান্ত্বনা এই যে প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব ক্ষেত্রে হাস্যকর—সকলেই যেখানে কুব্জ, সেখানে কে কাহার দোষ ধরিবে। একটি উদাহরণ গ্রহণ করিয়া যুগানুকূল ও যুগপ্রতিকূল দুই শ্রেণীর লেখকের মনোভাব বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিলাম। দুজনেই মানুষের বন্ধু, কেবল দুই ভিন্ন রূপ। একজন বলেন, দুঃখে অভিভূত

হইও না, দুঃখের কোলে কোলে আনন্দ আছে ; আর একজন বলেন, দুঃখে ভয় কি—ও তো সকলের ভাগ্যেই অপরিহার্য—ওটা জীবনের ধর্ম। সাহিত্যে দুটি পথই সার্থকতার পথ,—প্রকৃতি অনুসারে সাহিত্যিকগণ ভিন্ন পথ গ্রহণ করে। বনফুল ব্যঙ্গের পথ বাছিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ইহাও তাঁহার সাকুল্য মনোধর্ম নয় আগেই বলিয়াছি, পরে যথাসময়ে কেহ তাহার ব্যাখ্যা করিবেন আশায় রহিলাম।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা

	বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

বনফুলের ব্যঙ্গকবিতা

ভাদুড়ী

যদিও কবিতা লিখি, ব্যবসা আমার
ঠিকাদারি; আমি ঠিকাদার।
বিবাহ হইল যবে,
মন্ত্র, বাদ্য, শঙ্খ-ঘণ্টা-রবে,
বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী,
নিদ্রাহীন কত রাত্রি,
গোলমাল, গালমন্দ,
ভাঙা জোড়া কত ছন্দ,
কত যশ, অপযশ,
ব্যবসার কিছু loss,
তারি মাঝে কিছু রস
পাইলাম :—আমি ঠিকাদার
বুঝিলাম সার,
ফুরনেতে ঢুকিয়াছি, নূতন ব্যাপার!

আমার যা-কিছু আছে হইবে তাহার,
তাহার সর্বস্বে মোর হবে অধিকার !

২

কভু চড়া কভু মন্দা,
কভু দ্রুত মধুছন্দা,
দাম্পত্য-বাণিজ্য ক্রমে
ওঠে জমে জমে !
চরমে উঠিল যবে, ব্যঞ্জন ডাইল
হইল লবণ-দগ্ধ। দাম্পত্য 'ফাইল'
উলটাইয়া দেখিলাম, সর্বস্বের এক কিস্তি মোর
হয় নি প্রিয়ারে দেওয়া। করি রব ঘোর
প্রিয়া-পাশে আসি
কহিনু সম্ভাষি,
"এসো প্রিয়ে, এইবার বিম্ব-ওষ্ঠে মারি এক ঘুঁষি !"
কি আশ্চর্য, প্রেয়সী উঠিল মহা রুষি !
ফুরন মাফিক
সোহাগ লয়েছে যদি, ঘুঁষিটাও নিক !
আমার যা-কিছু আছে—সর্বস্ব আমার,
প্রাপ্য যে তার !
অথচ কহিল প্রিয়া কম-কণ্ঠে কাঁপাইয়া পাড়া,
"এই কি ব্যাভার তোর—ওরে লক্ষ্মীছাড়া !"

৩

অতি ক্রোধে বাহিরিনু পথে,
হনহনি পদযুগ-রথে।

দূরেতে দেখিনু
আসিতেছে ও পাড়ার তিনু।
ছোকরা সে
থাকে নানা বেশে !
চুল, গোঁফ, দাড়ি ও সময়,
এ চারিটি বস্তু লয়ে নানা সমন্বয়
করা বারম্বার
স্বভাব তাহার !
বলিলাম তারে আমি সকল খুলিয়া
সে কহিল,-
"যেই বিম্ব-ওষ্ঠ তিনি রেখেছেন রাঙাইয়া
পান-দোক্তা দিয়া,
যেথা নিত্য চিত্তহরা কত না মাধুরী
(যাহা দেখি কাহিল ভাতুড়ী—ও পাড়ার তরুণ ভাতুড়ী !)
যেই বিম্ব-ওষ্ঠতলে ফোটে রাশি রাশি,
কত রাগ অনুরাগ সোহাগের হাসি,
সহজ সরস,
সেই বিম্ব-ওষ্ঠে তিনি চান তব—ঘুঁষি নহে—গোঁফের পরশ।
হোক সে কোমল কড়া, প্রজাপতি-ছাঁটা,
কামানো বা কাটা,
প্রিয়াদের ঝোঁক খালি গোঁফেরই উপর—"
বলি সে চলিয়া গেল ! ভীষণ দুপর
কিরণ-মুদ্গর হানে, মোর টাক মাথা,
সাথে নাই ছাতা !
ফিরিলাম গৃহে ; দেখিলাম ফুরন-ব্যাপার
বোঝে না প্রেয়সী মোর। তাই আরবার

রেঁধেছে নূতন করি (ছিল না ফুরন),
সুখেতে করিনু দোঁহে উদর পূরণ !

৪

সেই হতে অয়ি প্রিয়ে, মোর কাব্যটিকে !
গড়েছি তোমারে ঘিরে—ছিল নাক 'ঠিকে' !
ফুরন ছিল না এতে, তবু এটা ঠিক,
তোমারি সর্বাঙ্গ পানে চেয়ে অনিমিখ,
(জানিত ভাদুড়ী—ও পাড়ার তরুণ ভাদুড়ী,
নাহি যার জুড়ি)
করে গেছি কাব্য চর্চা
করি বহুবিধ খর্চা !
প্রিয়া মোর, সখী মোর, তোমা পানে চেয়ে
চিত্ত মোর উঠিয়াছে নিত্য গান গেয়ে !
প্রেমতীর্থ ভরেছি উৎসবে
বেণু-বীণা-রবে !
তব রূপ-যমুনার তীরে
খুঁজিয়াছি রাধিকারে ফিরে ফিরে ফিরে ;
আকুল উন্মুখ-প্রাণ
গাহিয়াছি গান—
"মোর নেশা হয় যদি লাল,
আর সবুজ রঙের মন যদি পাই
গোলাপী রঙের গাল।"
পেকেছে তোমার কান, দন্ত ব্যথিয়াছে,
খোস্, ছুলি সকলেই বাসা বাঁধিয়াছে
শ্রীঅঙ্গে তোমার। মোর ছন্দ তবু

হয় নাই ম্লান কভু।
দেহের দুর্দশা তব
করিয়াছে কলরব
আঁখির সম্মুখে মোর,
তবু সখি, গাহিয়াছি হয়ে ভাবে ভোর—
"হয়ে যায় যদি কল্পনা মম
সাঁঝের সোনালি সাগরের সম
খুলে দিতে পারি মনের তরণী
তুলে দিতে পারি পাল !"
তোমার অম্বল হল ! তদুপরি
মহাঘটা করি
আসিল ভাদুড়ী (ও পাড়ার তরুণ ভাদুড়ী)
করি নানা বাহাদুরি
জোটালো 'হোমিওপ্যাথি' !
মহাবৃদ্ধি হল তাতে ব্যাধি,
বাড়িল যন্ত্রণা পেটে পিঠে,
'সোডা' খেয়ে গেল শেষে মিটে !
জানে তিনু,
কী আবেগে গেয়েছিনু—
"ঘন কালো তার আঁখিতারা যদি
চাহনি-চমক হানে,
অভিমানে ভরা ভুরু দুটি যদি
ঝটিকা ঘনায়ে আনে।"
চির রুগ্ন হলে তুমি—অস্থিচর্মসার !
বসন্ত শরৎ শীত এল বার বার
নানারূপ রসাবেশে !

আবার গানেতে গেনু ভেসে :

"সোহাগের সেই তুমুল তুফানে,
ভাসিতে ভাসিতে মল্লার গানে,
ডুবে যাব আমি, ডুবে যাবে তরী
ডুবে যাবে ইহকাল !
সবুজ রঙের মন যদি পাই
গোলাপী রঙের গাল।"

ক্রমে ক্রমে শুনিনু 'রিউমার',
পেটে তব হয়েছে 'টিউমার' !
এবারও ভাদুড়ী (ও পাড়ার তরুণ ভাদুড়ী)
হানিতে চাহিয়াছিল 'হোমিও' হাতুড়ি !
আমল না দিয়া তারে আনিনু 'সার্জন' !
সে আসি হাজার টাকা করি উপার্জন
পেটেতে বসাল ছুরি—একদা প্রভাতকালে আসি,
তবু থামে নাই মোর বাঁশি
তোমারে ঘিরিয়া
গাহিনু নূতন গান প্রিয়া :

"মন-মৌ-বন সফল করিয়া
এস গো সাকী,
পুরান কুসুমে নূতন বরন
দাও গো আঁকি !"

সহসা পাশের ঘরে তোমার গোঙানি
হারাইল বাণী !
ছুটে গিয়ে দেখি
হায় এ কি !
চলে গেছ মোরে ফাঁকি দিয়া,

হে আমার প্রিয়া।
ও পাড়ার তরুণ ভাদুড়ী একাকী বসিয়া আছে
অতি কাছে !
ফুরন মাফিক সখী, চলেছিনু যবে,
রাগ করেছিলে তবে !
ফুরন ভাঙিয়া যবে অফুরন্ত সুরে
ডাক দিনু, তাও গেলে দূরে।
এ যে কী ব্যাপার
বুঝি নাকো আমি ঠিকাদার।
শ্মশানে যাবার কালে দেখি
একি !
কি ঘোর চাতুরী,
সরেছে ভাদুড়ী !

অবিনাশ

১

অবিনাশ মৌলিক
লৌকিক
নাম তার,
আসলে সে মানব-আত্মার
শোভন বিকাশ।
—এম. এ. পাশ !
দর্শন-শাস্ত্রেরে করিয়া ধর্ষণ
সপ্তাহেতে তিন দিন করেন বর্ষণ

বক্তৃতা মুষলধারে !
ছাত্রদল কাতারে কাতারে
সেই ধারাপাত
মুখস্থ করিয়া সারা রাত
নানা ভাবে হইয়াছে কাবু,
মুগুর ভাঁজিছে কেহ,—কেহ খায় সাবু !
অবিনাশ, প্রফেসর কলেজের।
বহুবিধ 'নলেজের'
তীব্র তাড়নায়
হায়,
কখনো 'নেকটাই' পরে, কখনো খদ্দর,
অথচ ভদ্দর !
নয় সে সংসারী, এখনও কুমার ;
প্রণয়-চুমার
কেতাবি বর্ণনা ছাড়া অন্য জ্ঞান মোটে নাই,
ভাগ্যে তার জোটে নাই
রোগা বা নধর কোনো অধর পরশ।
তবুও যে লোকটা সরস,
কারণ তাহার,
সুলতা নাম্নী নাকি কোনো মহিলার
হয়েছিল সঙ্গ লাভ,
কিন্তু যেই হল love
বাহির হইল তথ্য—
সুলতা যে বাগদত্ত !
হবু-স্বামী কী এক মিস্টার,
বিলাত-প্রবাসী এক আধা-ব্যারিস্টার !

অবিনাশ দূষিল না আপনার ভাগ্যে
কেবল কহিল হেসে—যাক্ গে !
সেই হতে রসজ্ঞান তার
অলঙ্কার ।

২

একদা এ অবিনাশ,
শেষ করি প্রাতরাশ,
'পত্রিকা' প্রভৃতি নানা দৈনিক লইয়া,
সাংবাদিক রোমন্থনে মশগুল হইয়া
ছিলেন যখন
ঠিক আসিল তখন
পত্র একখানি ।
তার বাণী
সাংঘাতিক ;
অবিনাশ মৌলিক
চক্ষুকে বিশ্বাস করা অনুচিত কি না
ভাবিতেছিলেন ; কিন্তু মনোবীণা
অকস্মাৎ তুলিল যে তুমুল ঝঙ্কার
বারম্বার !
নেবুতলা লেন,
সেথাকার স্নেহলতা সেন
লিখেছেন,
"হে দেবতা, আশাপথ-চেয়ে তব, চিত্ত যে উতলা,
তুমি মম পরানপুতলা
বহু জনমের !

তোমারে চিনেছি আমি—সয়েছিও ঢের !
সখা, এইবার
এ জনমে পুনর্বার
তোমা সাথে বিবাহ আমার
নাহি হলে,
হয় জলে—নয় স্থলে,
তেয়াগি পরান
রাখিব এ প্রেমের সম্মান !"
প্রফেসর অবিনাশ রহিলেন যদ্যপিও কুঁচকাইয়া ভুরু,
হৃদয়ের মাঝে কিন্তু হল তাঁর শুরু
দুরু দুরু !
ভাবিলেনও গর্বভরে,
"সুলতার স্বয়ম্বরে
হয়েছিল মর্মচ্ছেদ,
স্নেহলতা আজি মোর মিটাল সে খেদ !
কিন্তু কেন ?"—এই বলি মুছিলেন কপালের স্বেদ !
তার পর বহুক্ষণ বহু ধীরে ধীরে,
সিগারেট ধূম দিয়ে ঘিরে,
মনোরম চিন্তাটিরে
নানা রূপে দিলেন প্রশ্রয় !
বিবেক আসিয়া তাঁরে কয়—
"বাড়াবাড়ি ভাল নয় !
স্নেহলতা সুলতারই জাতি
আবার খাইবে শেষে লাথি !"

৩

এবং তখুনি
বিবেক বকুনি
বাধ্যই করিল যেন তাঁরে।
তুলিয়া কলমটারে
অবিলম্বে লিখিয়া দিলেন,
"স্নেহলতা সেন,
খবরদার
চিঠিপত্র আর
লিখো না আমায়,
লেখ যদি বাধ্য হব তোমার বাবায়
জানাতে সে কথা।"
কিন্তু বড় ব্যথা
পাইলেন অবিনাশ পণ্ডিতপ্রবর।
এবং দুদিন পরে খবর জবর
পেপারে হইল ছাপা,
রহিল না চাপা!
নেবুতলা লেন,
সেথাকার হারাধন সেন—
আত্মহত্যা করেছেন
কন্যা তাঁর!
পুরাতন মামুলি প্রথার
পুনরভিনয় করি,
পড়েছেন সরি
বে-দরদী দুনিয়ার কবল হইতে হায়
এক ঝটকায়!

৪

শুনি এ বারতা
অবিনাশ কী যে হল বলিতে পার তা ?
যা হবার হল তাই,
ছাইদানে জমা হল ছাই
চতুর্দিকে কুণ্ডলিল সিগারেট-ধূম,
তার মাঝে উপবিষ্ট অবিনাশ—গুম্ !
অনুতাপ-তাপে
(সিদ্ধ ভাপে
মাংসের মতন)
অবিনাশ মন
হল বিগলিত।
হারাধন সেন তাঁর পূর্ব-পরিচিত !
কতবার গৃহে তাঁর
শুনেছে সে বেহালা, সেতার,
সে স্নেহলতার !
করিয়া চা পান
মূর্ত করি তুলিয়াছে রাশিয়া, জাপান,
চায়ের টেবিল পরে
শুধু বাক্যভরে !
হারাধন, নিরীহ সে, বুঝিত না অতশত কিছু,
শুধু করে মাথা নীচু
গুম্ফ গুছাইত,
আর সায় দিত।
হায় সে বেচারা,

কন্যাশোকে বিনা-দোষে কেঁদে কেঁদে সারা !
"কী করে তাঁহার কাছে দেখাইব মুখ,"
এই ভেবে অবিনাশ মূক !
(আহা যেন আহত শামুক !)

৫

তার পর বহুদিন গেছে কেটে !
ছিল যারা বেঁটে
হয়েছে তাহারা লম্বা বয়স বাড়িয়া।
অবিনাশ কলেজ ছাড়িয়া
প্রথমত রেখেছিল টিকি।
(গভীর শোকই কি
গুচ্ছ গুচ্ছ কেশরূপে,
মূর্ধাপরে চুপে চুপে,
ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত উচ্ছ্বাসের মতো
ধরেছিল অত
মোটা ঘন কালো দেহ ?
—সে কথা বলিতে নারে কেহ)
কিছুদিন টিকি লয়ে হল হৈ-চৈ !
কোশাকুশি, ধূপধুনা, বাতাসা ও খৈ,
স্তূপে স্তূপে
হাজির হইল যেন সে টিকির মোসায়েব-রূপে !
কত না নিরীহ ফুল হাসিতে হাসিতে
চড়িল সে টিকির ফাঁসিতে !

টিকিওলা বহু পুরোহিত
অবিনাশে দলে পেয়ে হারাল সম্বিৎ !
সবে তারে ঘিরে,
দীর্ণ করি বিংশ শতাব্দীরে,
চীৎকার করিল শুরু নানাবিধ সুরে
অবিনাশ-পুরে,
বর্ষার দাদুরী যথা ঘোলা জল পেয়ে
ওঠে গান গেয়ে !
কিন্তু শেষে চমকিল অবিনাশ-পিলে,
যবে সবে মিলে
কহিল আসিয়া তারে "দাদা,
দাও কিছু চাঁদা !"
একবার দিয়া তাও পেল না নিস্তার।
নিত্য নব আবির্ভাব চাঁদার খাতার
ধর্ম্ম জগতের
প্রার্থী নগদের !
দেখি হুলুস্থুল
অবিনাশ চুপে চুপে টিকিটিরে করিল নির্ম্মূল
বিচলিত হিয়া,
অন্য কোন্ পন্থা দিয়া,
স্নেহলতা শোকাবেগ করিবে নির্বাণ,
ভাবিতে ভাবিতে, মনে হল—গান !
কণ্ঠ তার করিয়া সজল,
নির্ঘাত সে গাহিত গজল,
কিন্তু কী দুর্দৈব—ইস্
সহসা হইল তার 'ল্যারিন্‌জাইটিস্' !

কোথা গান ?   কণ্ঠবাঁশি
ছাড়িছে কেবল কাশি
বেসুরা—বেতালা,
কান ঝালা-পালা !
দিল শিশ—
মিটিল না আকুলতা—কণ্ঠ তার করে নিশপিশ
অস্ফুট আবেগভরে।
অকাতরে
করিল সে অর্থব্যয় চিকিৎসার তরে ;
কিন্তু হায়—সকলি বৃথায়।
প্রাণ যবে করে গাই-গাই,
কণ্ঠ শুধু করে সাঁই-সাঁই !
শেষে অবরুদ্ধ শোক তার জমে
ক্রমে ক্রমে
যেইরূপে দেখা দিল সে অতি ভীষণ !
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন
আশ্রয় করিয়া
খাইতে লাগিল মুরগি উদর ভরিয়া !
"ধর্মকর্ম"-কাগজেতে প্রবন্ধের ভারে,
সম্পাদকটারে
জর্জরিত করি,
হঠাৎ পড়িল সরি
পণ্ডিচেরি।
শুনিতেছি, আজকাল খাইতেছে শেরী,
কাপড় পরে না আর,—ঢিলা-ঢিলা পায়জামা পরে,
বাহিরে ও ঘরে !

রটাইছে বন্ধু-মহলে,
মৃতা স্নেহলতা নাকি নানা ছলে বলে
আসে রাতে, আপাদমস্তক তার চাদরেতে মুড়ি
এসে পায়ে দেয় সুড়সুড়ি !

পলিটিক্স আপ-টু ১৯৪০

জ্বলে গেল অঙ্গ,
বঙ্গ-ভঙ্গ !
মরমেতে বাজিল রে সুগভীর বেদনা
জাগিল রে চেতনা।
যত দেশ-ভক্ত
"রক্ত রক্ত"
চীৎকার করি মোরা ছুঁড়িলাম পটকা,
—বেড়ে গেল খটকা।
উপদেশ সস্তা
বস্তা বস্তা
"জোর করে পারবি না, তোরা এক রত্তি !"
...দেখিলাম, সত্যি !
"মুখ তুলে চাও গো,
দাও গো দাও গো,
ঘুচাইয়া দাও এই অধীনতা-বন্ধন,"
—করিলাম ক্রন্দন।

হাত জুড়ি বক্ষে,
চক্ষে চক্ষে
বহে গেল ভক্তির দরদর দরিয়া
—"দাও দাও" করিয়া।

তবু মন পাই না!
"চাই না চাই না"
তুলিলাম রব তাই হয়ে গেছে শিক্ষা
চাই না ও ভিক্ষা।

ঘুরালাম চরকা
ঘরকা, পরকা,
পারিলাম যদ্দূর—পরিলাম খদ্দর,
আপামর ভদ্দর।

খদ্দরে, ঘর্ম্মে,
চর্ম্মে চর্ম্মে
চুলকানি ঘামাচিতে হল সবে অস্থির!
উপায় কী স্বস্তির!

হয়ে উনমত্ত
যন্ত্র-তন্ত্র
—জ্ঞান-লোপ পেল ফের ছুঁড়িলাম পিস্তল।
তাও হল নিষ্ফল!

শোনা গেল লণ্ডন,
ঝনঝন ঠনঠন

স্বাধীনতা-বণ্টন করিছেন নগদাই,
যার যাহা 'হক্' তাই !

জাহাজেতে চাপিয়া,
বাষ্পে ফাঁপিয়া,
রবার-বেলুন সম গেল এক গুচ্ছ,
আশা ছিল উচ্চ !

লণ্ডন বৈঠক,
টক্‌টক্ টক্‌টক্
আলপিন দিয়ে খোঁচা দিল টুপটুপ সে,
গেল সব চুপ্‌সে !

তবু বুক বান্ধি
"গান্ধি গান্ধি"
চীৎকার করিতেছি মোরা দেশ-সুদ্ধ,
আত্মা প্রবুদ্ধ।

মহাত্মা লোক সে,
ভুলিবে না hoaxএ,
এই ভেবে মোরা শুধু করিতেছি নির্ভর
রোগা লোকটির পর !

নিষ্ক্রিয় ভক্তি
মহাত্মা শক্তি
শোষণ করিছে, মোরা ভক্তিতে প্রহ্লাদ !
—নহি মোরা জল্লাদ !

সব জেল ভর্তি !
ঝড়তি পড়তি

দু-একটা আছে যা-ও, তা-ও নাকি রুগ্ন,
—প্রাণ-রস শুকনো !

শেষকালে ভাগ্যে,
ভাবব না যাক গে,
ভাবনার কোন দিন মিলিয়াছে অন্ত ?
আপনারা কন তো ?

অন্নদা সরকার

গৃহ-কোণে মূর্তি দেখি ভগ্ন চরকার,
সহসা পড়িল মনে—অন্নদা সরকার।
চমৎকার ছেলে,
সেদিনই তো P. R. S. পেলে।
লেখাপড়া ছাড়া
অন্য কোন বিষয়েতে প্রাণ তার দিত নাকো সাড়া
যে রকম প্রচণ্ড বিদ্বান,
সকলেই ছিল আস্থাবান,
এইবার বড়-গোছ চাকরি জুটিবে,
অচিরাৎ কাঁপিয়া উঠিবে।
কিন্তু হঠাৎ
সকলের আশা-তরী করি দিয়া কাৎ,

অন্নদা সরকার
হইল চরকার
মহাভক্ত।
অহিংস-সংগ্রামে তার ধমনীর রক্ত
ভীষণ বেতালা ভাবে নাচিয়া উঠিল।
ফলে, তার লেখনী ও রসনা ছুটিল
উন্মাদ উদ্দাম সুরে,
নিকটে ও দূরে,
কাগজে ও মাঠে।
সকলে ব্যাকুল হল শ্রবণে ও পাঠে।
উদ্দাম সে সঙ্গীত দম নিল শেষে
দমদমে এসে।
অর্থাৎ, শেষ কালে ছেলে
গেল জেলে।
দু বৎসর ছয় মাস
হল কারাবাস।

২

অন্নদার ব্যবহারে দেশসুদ্ধ লোক লাখে লাখ
মানিল অবাক।
কিন্তু সে বিস্ময় আরো হইল গভীর,
যবে সেই বীর
জেল থেকে ফিরে এল ইয়া ভুঁড়ি নিয়ে।
সকলে কহিল তারে—একি তব ইয়ে,
এত বড় ভুঁড়ি,
কদাচিৎ মেলে এর জুড়ি!

সকলে মিলিয়া তারে
বারে বারে
প্রদক্ষিণ করি
নিরীক্ষণ করিল সে ভুঁড়িটিরে দুই চক্ষু ভরি।
দেখা গেল, ভুঁড়িটির আছে দুটি স্তর,
তার মাঝে নাভিদেশে গভীর গহ্বর,
তদুপরি কালো কালো আবক্ষ-বিস্তৃত বহু রোঁয়া,
অন্তরে যে অগ্নি জ্বলে—একি তারি ধোঁয়া ?

৩

অন্নদা সরকার,
জেল থেকে বের হয়ে ভেবেছিল—"দরকার
স্বদেশবাসীরে মোর করা সচেতন,
জমিয়াছে বহু আবেদন
চরকা বিষয়ে, জেলে বসে ভাবিয়াছি যাহা।"
কিন্তু আহা,
কাল হল ভুঁড়ি তার !
সকলেরই এক কথা—"দেখেছ হে অন্নদার
ভুঁড়ির বহর ?"
ডাক্তার রামলাল ধর
একদিন কহিলেন সবে
—"ভেবেছে কি ওর দ্বারা আর কিছু হবে ?
অত বড় পেট যার জালার সমান,
সে তো একটা অপদার্থ ! ভাল যদি চান,
ব্যায়াম করুন আর খাওয়াটা কমান।"

এই ভাবে অন্নদা যতই
চরকার ব্যাখ্যা করে, সকলে ততই
ভুঁড়িটাই লক্ষ্য করে—শোনে নাকো কোন কথা তার ;
দেখে শুনে ভারি দুঃখ হল অন্নদার।

৪

দুটি মাস পরে ঠিক
'চরকা-কৌমুদী' নামে একটি মাসিক
করিল বাহির।
প্রবন্ধ ও কবিতাতে পাতে পাতে করিল জাহির,
"ভুঁড়িতে ও চরকাতে নাহিক বিরোধ।
এমন কি হয় যদি আব কিংবা গোদ,
তাহলেও স্বরাজ-স্বর্গর
একমাত্র জয়-ধ্বনি চরকা-ঘর্ঘর !
ভুঁড়ি, আব, গোদ, পিলে—দৈহিক কোনরূপ স্ফীতি,
পারিবে না কমাইতে প্রীতি
কাহারো চরকার"
লিখিতে লাগিল তুড়ে অন্নদা সরকার।

৫

কিন্তু তার ফলে,
আর্টিস্ট মহলে
জাগিল স্পন্দন।
কার্টুন আঁকিল তারা—"সরকার নন্দন
বিপর্যস্ত ভুঁড়িভারে
চরকা কাটিছেন। চারিধারে

ভৃত্য সারে সারে
মোটা অন্নদারে
ক্রমাগত করিতেছে হাওয়া।
খসখসে ছাওয়া
চারিপাশ,
ঘর্মাক্ত তবুও ভুঁড়ি, শ্লথ নীবি-বাস।
মুগ্ধ-নেত্র ভক্তবৃন্দ দেখিতেছে সূতা-আবির্ভাব,
কারও গোদ, কারও পিলে, কারও গালে-আব।
স্বরাজের শুভ সূত্রপাত
হেরিছে নিস্পন্দ নেত্রে—নাহি দৃক্‌পাত।"
এইরূপ নানাবিধ ছবি ও বিদ্রূপ
অন্নদারে করাইল চুপ।

৬

অন্নদা বেচারা শেষে
গ্রামে ফিরে এসে,
নির্জন নদীতীরে একদা সন্ধ্যায়
ভাবিতে লাগিল হায়,—
"জন্মলাভ করিয়াছি ভাগ্যহত দেশে।
হেথায় সবার দৃষ্টি এসে
কি আশ্চর্য, ঠেকে গেল ভুঁড়িতে আমার,
এগোল না তার বেশী আর!
অন্তর্দৃষ্টি নাই কারো চোখে,
ছি ছি গেছি ভারি ঠকে
জন্মলাভ করিয়া এখানে।
এদেশের লোক শুধু জানে

তাড়াতাড়ি বিয়ে করে
তার পরে
বংশবৃদ্ধি করা অবিরত ;
পরে ঘেয়ো কুকুরের মতো
কামড়াইয়া ইহারে উহারে,
চলে যাওয়া যমের দুয়ারে।
যাই হোক, এ দেশেতে জন্মলাভ করেছি যখন,
তখন
বিয়ে-করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।
অতএব চেষ্টা করি তাই।"

৭

কিছুদিন পরে,
শুনিল সে হাওড়া নগরে
আছে এক সুরবালা—তরুণী, শিক্ষিতা,
আধুনিক-মন্ত্রে সুদীক্ষিতা,
সুতরাং গল্প-লেখা বাতিকটা আছে!
অন্নদা তাহার কাছে
পত্র-যোগে করিল প্রকাশ—
"পড়ি আপনার লেখা মনে মোর জন্মিছে বিশ্বাস,
সাহিত্যের ইতিহাসে আপনার সম্রাজ্ঞীর পদ
কিছুতেই হইবে না রদ।
আলতামস মারা গেলে আপনিই হবেন রিজিয়া।"
শুনি, সে বালার মন উঠিল ভিজিয়া।
নানাবিধ পত্রালাপ হল ক্রমে শুরু,
খাম পুরু পুরু ;

চিঠি লিখে লিখে
প্রেমটিকে
পুষ্ট যবে করিয়াছে অন্নদা সরকার,
তখন হইল হুঁশ—"যাওয়াটা দরকার
একবার সশরীরে,
অশরীরী প্রেমটিরে
শারীরিক ভাষ্য-দেওয়া মন্দ কি এবার !"
এই ভেবে অন্নদা সেবার
গেল হাওড়ায়,
কিছু 'বাসে'—কিছু হাঁটা-পায় !
মানসীর প্রথম দরশ,
সেই নত-দিঠির পরশ,
অন্নদারে করিল আকুল,
হাওড়াকে হল তার ভুল
পারস্য বলিয়া।
অন্তরের গজল গলিয়া
দেখা দিল সর্ব-অঙ্গে ঘাম,
খুলিল সে কোটের বোতাম।

৮

ফিরিবার পথে
'বাস'—'জয়রথে'
দেখা হল সহপাঠী সুরেশের সাথে
তার হাত রাখি হাতে
অন্নদা কহিল তারে—"ভাই,

তোমারে খুলিয়া বলি সকল কথাই !
হাওড়ায় সুরবালা বোস নামে আছে একজনা
মানে, অত্যন্ত প্রকৃষ্টমনা
মহিলা সে।
তারি সাথে আলাপের আশে
ক্ষণিকের সঙ্গ-পিপাসায়
এসেছিনু আজি হাওড়ায়।"
কহিল সুরেশ, "সুরোকে তো চিনি আমি, সেও মোরে চেনে,
থাকি এক লেনে।"
অন্নদা কহিল তারে, "হও না রে ভাই
ঘটক তাহলে। বিবাহ করিতে চাই
তারে।
নিজ মুখে কথাটারে
প্রকাশ করিতে পাই লাজ,
তুমি ভাই করো এই কাজ।"
"বেশ তো বেশ তো" বলি সুরেশ তো রাজী,
"কথাটা পাড়িব আমি আজই।"
দিন দুই পরে এল সুরেশের পত্র
মাত্র কয় ছত্র !
"আশা তার ছাড়ো,
স্বামীর আদর্শ তার Ramon Novarro.
তোমার ও ভুঁড়ি দেখে (খোলা ছিল জামার বোতাম)
প্রেম তার হয়ে গেছে numb.
কহিছে সে, অত বড় ভুঁড়িওলা লোক,
নিশ্চয় অতি আহাম্মোক ;
যতই সে P. R. S. হোক।

সুতরাং ভাই,
আশা কিছু নাই।”
পত্র পড়ে, অন্নদা কি মনে ভেবে শেষ
অকস্মাৎ হল নিরুদ্দেশ।

৯

বহুকাল পরে, শোনা গেল—অন্নদা ফিরেছে দেশে
অপরূপ বেশে,
দলবেঁধে গিয়ে বাড়ি তার
দেখিলাম, কঠিন ব্যাপার!
দেখা গেল যাহা,
তাহা
কল্পনার সীমার ওপারে।
অন্নদারে
চেনা শক্ত!—ভুঁড়ি নাই মোটে,
সর্বাঙ্গের পেশী তার ফুলে ফুলে ওঠে
যেন রুদ্ধ অভিমান ভরে।
শিরোপরে
একগাছি চুল নাই—সমস্ত কামানো একেবারে।
গর্দানে রদ্দার চিহ্ন সারে সারে সারে
বিস্তৃত উরস তার—কঠোর বদন,
ফেলিতেছে ক্রমাগত ‘ডন্’,
চারিপাশে ডাম্বেল, মুগুর।
বৈশাখের বিষম দুপুর
অগ্রাহ্য করিয়া
চলিয়াছে শুধু ‘ডন্’ দিয়া

পরনেতে কাচ্ছা শুধু—নগ্ন সর্ব দেহ
ঘর্মাপ্লুত।—চোখে-মুখে নাই কোন স্নেহ !
মোদের দেখিয়া
'ডন' থামাইয়া
কহিল—"কী চাও"—
কী বলিব ভাবিতেছি। হেনকালে সে কহিল—"আও"।
পা দুইটি ফাঁক করি, উরু 'পরে চাপড়াইয়া করতাল দুটি,
একটু ঝুঁকিয়া, ভূতোটার ধরি ঝুঁটি
দিল গাঁট্টা !
হিন্দিতে কহিল হাসি—"চলে আও পাঠ্‌টা"

পাগলা গারদে আছে অন্নদা সরকার,
পেশীময় সুস্থ দেহ ভুঁড়ি নাই আর !

সর্বদা

যবে উঠিতে বসিতে হাসিতে কাশিতে,
তবলা-বেহালা-সেতার-বাঁশিতে,
সর্বদা—
ধরিতে চেয়েছি হয়তো পাই নি,
আধপেটা ছাড়া কখনো খাই নি,
সর্বদা—
যবে সোহাগে সরমে কাঁদিয়া রাগিয়া,
কাগজে কালির আখর দাগিয়া
অর্থাৎ—

নাগরা নোলকে আঁচলে চাবিতে,
চিবুকে অধরে কোমরে নাভিতে

সর্বদা—

পেয়েছি কিংবা পাইতে পাইতে,
জীবন কাটিবে চাইতে চাইতে

ঠিক তা—

বুঝতে পারি নি শোনই না হয়
ভাববে আমারে যা হয় তা হয়

সর্বদা—

জানলা ধরিয়া কিংবা 'বাসে'তে,
এসেছিল মোর মনের পাশেতে

ঠিক তা—

ধরতে পারি নি—হয়তো স্বপনে,
সামনা-সামনি কিংবা গোপনে

অর্থাৎ—

শেষ-বরাবর কবিতা গল্পে,
চিন্তা করিয়া অল্পে অল্পে

সর্বদা—

ছাড়িব-ছাড়িব এমন সময়,
শুনবেন সবি ?   থাক আর নয়

অর্থাৎ—

মেয়েটা বেজায় বুঝলেন কি না,
ঠিক একালের নয় আশা, বীণা,

চপলা !

অর্থাৎ যেন কেমন গোবদা,
হয় নি তাতেও তেমন ক্ষোভ তা

সত্যিই ;

ক্ষোভ হল ঠিক যখন শেষটা,
ব্যর্থ করিয়া সকল চেষ্টা

হায় রে—

(প্রেম নাহি হয় এ পোড়া বঙ্গে)
শেষ-কালটায় আমারই সঙ্গে

উদ্বাহ !

মশাই, শেষটা বিয়ে হল মোর
মেয়েটার সাথে !   আজও তার ঘোর

সর্বদা—

রয়েছে ঘিরিয়া স্বপনে শয়নে,
এ-পাশে ও-পাশে নয়নে নয়নে

সর্বদা—

সর্বদা আছি, আছে সর্বদা,
আর কিছু নয়, খালি সর্বদা,

এন্‌তার !

ট্র্যাজেডি-বৃক্ষের আর একটি ফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

‘বাসে ’চড়ে বীণা রায়
চলেছেন বেহালায়,
পড়িতেছে টিপিটিপি বৃষ্টি ;
আর কে চলেছে সাথে ?
লক্ষ্য নাইকো তাতে
পুস্তকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি !
(চলেছে গোবর্ধন মিত্র ।)
নয়নের কিনারায়
এল যবে বীণা রায়
ঝুমকো ঝুলায়ে দুটি কর্ণে ;
চরণে নাগরা-পরা,
শাড়িটি ঘাগরা-করা
সুর্মা মাখন আঁখি-পর্ণে ।
(দেখিল গোবর্ধন মিত্র ।)
এলো-খোঁপা চুলগুলি,
হাতে শুধু সরু রুলি,
কণ্ঠে চিকণ চারু হার গো ।
গালেতে লাগে নি চুন,
কিংবা ধরেনি ঘুণ
পাউডার ওটা পাউডার গো !
(বুঝিল গোবর্ধন মিত্র ।)

বয়স কতই হবে ?
সে কথা কেই বা কবে,
দেখিতে নেহাত রোগা তন্বী,
তবু ওই দেহ ঘিরে,
দেখা যায় শিখাটিরে
ভিতরে জ্বলিছে যার বহ্নি !
(তাতিল গোবর্ধন মিত্র।)
বদনের সদরেতে,
রাঙা রাঙা অধরেতে
ভদ্র হাসিটি আছে তৈরী,
চোখে যেন আছে ভাষা,
বুকে যেন আছে আশা,
স্বাস্থ্যটা শুধু তার বৈরী ।
(গলিছে গোবর্ধন মিত্র।)
ভাষাহীন সে ভাষার,
সীমাহীন সে আশার,
মূর্তি দিবে সে কোন্ শিল্পী ?
নহে এ তো সাধারণ
দোকানের পুরাতন
চির-পরিচিত বাসি 'জিল্‌পি' ।
(আকুল গোবর্ধন মিত্র)
এ যে বাঙালীর মেয়ে,
নব 'কালচার' পেয়ে,
চপ ও সুক্তো এক সঙ্গে ।
দাঁতগুলি চক্‌চকে,
ঠোঁটে রঙ টকটকে,
ধন্য করিছে এই বঙ্গে ।

ধন্য করিছে এই বঙ্গে।
(মুগ্ধ গোবর্ধন মিত্র।)
সহসা কাটিল তাল,
ছিঁড়িল স্বপন জাল,
মহাকাল করিলেন রঙ্গ।
'বাসে' 'বাসে' কলিশন
হয়ে গেল কি ভীষণ
চট্ করে হল রস-ভঙ্গ !
—(ব্যাকুল গোবর্ধন মিত্র।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চোখ বুজে বীণা রায়
শুয়ে আছে বিছানায়,
মেডিক্যাল কলেজের কক্ষে।
"বেশী কিছু নাই ভয়"
ডাক্তার এসে কয়,
যন্ত্র লাগায়ে তার বক্ষে।
(পার্শ্বে গোবর্ধন মিত্র।)
তিন দিন, তিন রাত,
শুয়ে থেকে দিনরাত
পুলকিয়া সকলের মন গো—
ভাল হল বীণা রায়,
ফিরে গেল বেহালায়
ট্রামেতে করিয়া আরোহণ গো।
(সঙ্গে গোবর্ধন মিত্র।)

দুটি মাস না কাটিতে,
বেহালার সে বাটিতে
বাজিয়া উঠিল নানা বাজনা,
বীণা রায় করে বিয়ে
সারা দেহ মন দিয়ে,
শুধিবারে সমাজের খাজনা!
(বর সে গোবর্ধন মিত্র।)

উপসংহার

গোবর্ধন মিত্র মোর বাল্য সহচর।
বিবাহের দু' বছর পর
সেদিন তাহার সাথে দেখা হল হেদুয়ার ধারে।
নানাবিধ গল্প হল ; অবশেষে কহিলাম তারে,
—"চা খাবি তো চল্,
দেখ তো এ আধুলিটা ভাল না অচল!
ওটাই সম্বল!"
ম্লান হেসে
কহিল সে
—"মেকি কিনা
বলিতে পারি না।
মেকি ধরা শক্ত ভাই—যদি পারিতাম,
তাহলে কি বিয়ে করিতাম?"
ধরি তার হাত
শুধানু—"অর্থাৎ?
—এটা কি বলিস্!"
সে কহিল, "স্ত্রীর মোর বয়স চল্লিশ!

১৯০৯ সনে,
সে মোর বাবার সনে
করেছিল 'এনট্রান্স' পাস্ !
বিয়ে করে শেষে দেখি আরে সর্বনাশ !"
কিছুক্ষণ পরে গবু কহিল আবার,
"এখন কেবল ভাই সান্ত্বনা আমার
এই দেখ,—" বলিয়া সে একখানি রুমাল খুলিয়া
সম্মুখেতে ধরিল তুলিয়া,
এবং কহিল্ পুন—"এমব্রয়ডারি ভাল করে,
ওইতেই আছি ভরপুর !"
দেখিলাম, রুমালেতে আঁকা এক কুঞ্জ ময়ুর !

রূপান্তর

বহু বৈজ্ঞানিক
গবেষণা করিয়াই করেছেন ঠিক,
পৃথিবীতে রূপান্তর ঘটিছে নিয়ত।
পুরাতনে করিয়া নিহত
নূতনের অভ্যুদয়
নিত্য হয়।
বীজ হতে বৃক্ষ হয়, মন্ত্র হতে মন্ত্রী দেয় হানা,
গুটিকা-খোলস ছাড়ি' প্রজাপতি মেলে তার ডানা,
উজল বিজলী হতে জন্ম লভে কঠিন কুলিশ,
শান্তির প্রশান্ত মূর্তি থানা ও পুলিশ !

অণ্ড হতে মুর্গী হয়, ষণ্ড হতে পাদুকা-উদ্ভব,
প্রিয়া সে নন্দন ছাড়ি' করে শেষে রন্ধন উৎসব
পাচিকার বেশে।
সর্ব কালে, সর্ব দেশে,
অবস্থা বিপাকে
রূপান্তর ঘটে থাকে।
গাণ্ডীবী অর্জুন হ'য়েছিল বৃহন্নলা,
ভীমসেন সূপকার। কিছুই যায় না বলা
রূপান্তর হবে
কার কবে।
দুর্নিবার এই রূপান্তর।
যার বলে দস্যু রত্নাকর।
বিরচিল রামায়ণ।
যার ফলে বৃদ্ধ শ্যামধন—
কৃপণ, কুশীদ-জীবী, শুষ্ক নিষ্করুণ
(হায় কি করুণ)
বলি-রেখাঙ্কিত মুখ সাবানে মাজিয়া
দেখা দিল তরুণ সাজিয়া।
ফেলি' তার ভাঙা ছাতা,
খেরো-বাঁধা খাতা,
আদ্দির পাঞ্জাবী পরি' তবলায় করিল সঙ্গৎ।
আয়ত্ত করিয়া বহু গৎ।
কারণ ?
আইন তারে করে না বারণ
পঞ্চাশোর্ধে বিবাহ করিতে।
তাই সে ত্বরিতে

সুদ্‌খোর হতে হল তবলা-বাদক
সঙ্গৎ সাধক।
অদ্ভুত এ রূপান্তর।
যার ফলে উষর প্রান্তর
হয়ে ওঠে শ্যামময়ী কানন-বীথিকা
সঙ্গীত হইয়া যায় রেকর্ড-গীতিকা।
চিকিৎসক হয়ে পড়ে ঔষধ-বিক্রেতা,
বৈরাগী সে হয় দেশ নেতা।
আল্‌ট্রা ভায়লেট রশ্মি দীপ্ত রবীন্দ্রের
ভাইটামিন রূপে হায় কত কবিদের
কল্পনারে মোটা করে।
আর তার ভরে
পটাপট্‌ ছিঁড়ে যায় তার
বাণীর বীণার।
রূপ হতে রূপান্তরে অরূপের অপরূপ সুর
চিরকাল বাজিছে মধুর।

তফাৎ হইতে আমি এতকাল ধরি'
নির্বিকারে চিত্ত মোর ভরি,'
নিরীক্ষণ করিয়াছি অরূপের নিত্য নব প্রসাধন-সাধ।
কিন্তু এবে ঘটেছে প্রমাদ।
আজ আর
নহি নির্বিকার।
আমার বালিকা-বধূ (বয়স 'নাইন')
(হয়নি তখনো দেশে সর্দা আইন)
গৌরীদান-পুণ্যফল ঘটায়ে পিতার

পুন্নাম নরকের দ্বার
রোধ করিবার আশে,
দাঁড়ালেন আসি মোর পাশে,
বাদ্যোদ্যমে মহা ঘটা করি'
ছোট্ট নোলক পরি'।
সমৃদ্ধ সে সমারোহ
আনিতে পারেনি কোন মোহ
মোর মনে। তাহার প্রমাণ,
আন্দামান।
বিবাহের পরে
স্বদেশ উদ্ধার তরে
উন্মত্ত আবেশে
আন্দামানে গিয়েছিনু ভেসে।
কিন্তু আন্দামানে
চিত্ত মোর ভরেছিল বিরহের গানে
বালিকা বধূর তরে।
কত দিন স্বপ্নভরে
গেছি তার কাছে হায়,
কচি মুখখানি তার চুমায় চুমায়
দিয়াছি ভরিয়া।
তারেই স্মরিয়া
"মেঘদূত" পড়িয়াছে মনে
আন্দামান জেলে ক্ষণে ক্ষণে।
অশ্রুসিক্ত মোর অনুভূতি
ভাষার লাগিয়া শুধু করেছে আকুতি
নির্বাক রসনা 'পরে।

যাপিয়াছি কারাবাস বাণীহীন বেদনার ভরে।
আন্দামান সেরে যবে ফিরিলাম বাড়ি,
দেখিলাম, প্রেয়সীর গজায়েছে দাড়ী!
অসহ্য বিস্ময়ে আমি শুধালাম সবে
এও কি সম্ভবে?
ডাক্তার আসিয়া
করে গেল সমর্থন হাসিয়া হাসিয়া;
দেখাইল অনেক নজীর,
মোর চক্ষুস্থির!
এই মোর প্রিয়া?
যার লাগি বিচলিত হিয়া
কত না ব্যাকুল সুরে গেয়েছিল গান
মুখরিত করি আন্দামান!
যার লাগি
কত নিশি কাটিয়াছে জাগি',
যার মুখখানি
আমার তৃষিত বুকখানি
ভরেছিল আকুল স্মৃতিতে
প্রেমে ও প্রীতিতে।
সেই কিনা শেষে
হাজির হইল আসি' বলিষ্ঠ এ দাড়িওলা বেশে!
—পুষ্ট দাড়ী—নেহাৎ অল্প না
কল্পনাও করেনি কল্পনা।
বিস্ময় কাটিল যবে—মন যবে কিছু শান্ত হ'ল,
কহিলাম ধীরে তারে—"নোলকটা খোল।"

ব্রহ্মার বিধানে

১

চিত্ত তার মোটে স্থির নাই,
হাতির হয়েছে সখ শিখিবে সেলাই।
(সূক্ষ্মতম সূচীকার্য তা'ও !)
গণ্ডারে ধরিল, "মোরে শিখাইয়া দাও।"
গণ্ডার কহিল—"ভাই,
সময় যে মোটে নাই,
ব্যস্ত আছি বেহাগ সাধিতে।
ওস্তাদের সন্ধান পার কোন দিতে ?"
হস্তী কয়—"কোকিলের যে সুন্দর গলা,
সে হয়ত জানে কিছু, যায় না তো বলা।"
গণ্ডারও কহিল তারে,
"ভুলেই যে গেছি আরে
সেলাই শিখিতে পার মাক'শার কাছে।
তার তুল্য শিল্পী আর আছে ?"

২

হস্তদন্ত ছুটিল গণ্ডার,
বেহাগ-রাগিণী শেখা নিতান্ত দরকার !
কিন্তু হায়,
সকলি বৃথায়।

গণ্ডার দেখিল গিয়া, কোকিলের ঝোঁক
'টাইপ রাইটিং' শিখে হবে বড়লোক !
তারি হায়, দিবারাত্রি দেখিছে স্বপন,
চীৎকারিছে মাঝে মাঝে, "কোথা রেমিংটন্ ?'

৩

হাতিও হতাশ হল মাক'শার কাছে।
মাক'শার সময় কি আছে ?
কি হইবে জাল বুনে হায়,
স্বাস্থ্যই সার ধন এই দুনিয়ায়।
এ কথা সে পড়েছে যে স্বাস্থ্য-পাঁজিতে ;
চায় তাই ডাম্বেল ভাঁজিতে।
পর্বতে ও জঙ্গলেতে সারাটা দুপুর
খুঁজিয়া ফিরিছে কোথা ডাম্বেল মুগুর।

৪

পর্বতে ও বনে
চতুষ্টয় প্রতিভার নব আন্দোলনে
সাধারণ পশু পাখি (গৃহস্থ যাহারা)
ব্যস্ত হল তারা।
অবশেষে ব্রহ্মার দরবারে গিয়া
হাজির হইল সবে বিচলিত-হিয়া,
"ত্রাহি, ত্রাহি, কর প্রভু ত্রাণ,
(গেল বুঝি প্রাণ !)
সঙ্গীত-গাণ্ডীবে নিত্য বেহাগের বাণ

ছুঁড়িছে গণ্ডার,
সহ্যের সীমানা হ'ল পার,
ওদিকেতে ভীমকায় হাতি
করিতেছে মহামাতামাতি।
সকলেরে কহে গিয়া, "শিখাও সেলাই,
কিচ্ছু শুনিতে নাহি চাই।"
ছুঁচাদেরও করে জ্বালাতন
"ছুঁচ দাও" "ছুঁচ দাও" কহে অনুক্ষণ!
কোকিল ভুলেছে 'কুহু',
বলিতেছে মুহুর্মুহুঃ,
—"চাই মোর রেমিংটন খাস্।"
মাক'শা হইতে চায় হিপোপটেমাস্।

৫

ব্রহ্মার ডাকে
কোকিল ও গণ্ডার, হাতি—মাক'শাকে
হাজির হইতে হ'ল দেব-দরবারে।
পিতামহ হাস্যমুখে শুধান সবারে,
"বৎসগণ
এ কি আচরণ?"
সকলে কহিল তারা,—"পিতামহ, করিও না কোপ,
জঙ্গলে ত দাও নাই 'স্কোপ'
আমাদের মত হায়, বিদ্রোহীর তরে!
অন্তরে যে গুমরিয়া মরে
বহির্মুখী বিবিধ প্রতিভা;
কহ করি কিবা?

কহ—শীঘ্র কহ—”
ব্রহ্মা ক'ন—“রহ।”
পরে ধীরে কহিলেন—“মনে পড়ে সৃজন-স্বপন!
প্রত্যেকেরই মাঝে আমি করেছি বপন
একটি বিশিষ্ট শক্তি, যার প্রতিভায়
বৈশিষ্ট্য সে লভিবে ধরায়।
কেহই ত নহ অকিঞ্চন,
কেন তবে অসম্ভব এই আকিঞ্চন?
এক একটি গুণ লয়ে সকলেই তোমরা যে গুণী!”
এই কথা শুনি'
সমস্বরে চারিজন করিল চীৎকার,
“স্পেশালাইজেশন মোরা করি না স্বীকার।”
শুনি চতুর্ম্মুখ
হইলেন মূক।

৬

কিছুক্ষণ পরে পুন ক'ন
—“তা' হইলে ত্যাগ কর বন,
বাঙালী হইয়া কর জনম গ্রহণ।
তাহাদের মাঝে আমি জানি
'কবি সে ডাক্তারি করে, ডাক্তার দোকানী
দোকানী সেতার সাধে,
সেতারী লাঙল কাঁধে
কৃষকের লয়েছে ভূমিকা,
প্রেমিকা সে হয়েছে লেখিকা।

তাহাদেরি জীবনে প্রচুর
একসাথে চাষ হয় জুঁই ও কচুর।
একটানে পান করি সুরা আর সাবু
নানাবিধ বাবু
আতরের ছিটা দেয় ময়লা কাপড়ে
শতকরা আশীজন—গড়ে।
তোমরাও তেয়াগি' জঙ্গল
সেখানেই পাকাও দঙ্গল।"
—বলি পিতামহ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ ভরি'
হাসিলেন অনেকক্ষণ ধরি'!

বিরহের সাথী

গভীর জ্যোছনা-রাতে,
আমারো নয়ন-পাতে,
স্বপন ঘনায় আজো,—কলিকাতা শহরেও!
বরণে ও ধরনেতে
ঠিক্ সুরে মরমেতে,
রঙীন রাগিণী তোলে, ছোট নয় বহরেও!

২

সেদিন শারদী নিশি,
টাঙাইয়া 'নেট্' দিশি,
একা-একা শুয়েছিনু খোলা-ছাদে দোতালায়:

আকাশের তারা আর
মশারির কারাগার,
মনটারে ফেলেছিল অপরূপ দোটানায় !

৩

রিক্‌সার ঠুনঠুন্,
মশকের গুন্ গুন্,
মোটরের হর্নের নিখাদ বা গান্ধার ;
ক্বচিৎ বা শোনা যায়,
(এত কম গোনা যায় !)
পাশের বাড়ির মেয়ে থামায়েছে গান তার !

৪

পুরাতন মরতের,
পুরাতন শরতের,
পুরাতন সেই হাসি পুরাতন চাঁদিমার,
পুরাতন মোর হিয়া,
দিল বেশ দোলাইয়া,
জাগে পুরাতন সাধ সাধিবার, কাঁদিবার ।

৫

সেই ভালোবাসিবার,
অকারণে হাসিবার,
হারিয়াও বার বার হারাবার অভিযান,
পুরাতন সেই স্মৃতি,
সেই ব্যথা, সেই প্রীতি,
বিরহ-মিলন-ময় সেই মান অভিমান !

তাহাদেরি জীবনে প্রচুর
একসাথে চাষ হয় জুঁই ও কচুর।
একটানে পান করি সুরা আর সাবু
নানাবিধ বাবু
আতরের ছিটা দেয় ময়লা কাপড়ে
শতকরা আশীজন—গড়ে।
তোমরাও তেয়াগি' জঙ্গল
সেখানেই পাকাও দঙ্গল।"
—বলি পিতামহ ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ ভরি'
হাসিলেন অনেকক্ষণ ধরি'!

বিরহের সাথী

গভীর জোছনা-রাতে,
আমারো নয়ন-পাতে,
স্বপন ঘনায় আজো,—কলিকাতা শহরেও!
বরণে ও ধরনেতে
ঠিক্ সুরে মরমেতে,
রঙীন রাগিণী তোলে, ছোট নয় বহরেও!

২

সেদিন শারদী নিশি,
টাঙাইয়া 'নেট্' দিশি,
একা-একা শুয়েছিনু খোলা-ছাদে দোতালায়:

আকাশের তারা আর
মশারির কারাগার,
মনটারে ফেলেছিল অপরূপ দোটানায় !

৩

রিক্‌সার ঠুনঠুন্‌,
মশকের গুন্‌ গুন্‌,
মোটরের হর্নের নিখাদ বা গান্ধার ;
কচিৎ বা শোনা যায়,
(এত কম গোনা যায় !)
পাশের বাড়ির মেয়ে থামায়েছে গান তার !

৪

পুরাতন মরতের,
পুরাতন শরতের,
পুরাতন সেই হাসি পুরাতন চাঁদিমার,
পুরাতন মোর হিয়া,
দিল বেশ দোলাইয়া,
জাগে পুরাতন সাধ সাধিবার, কাঁদিবার।

৫

সেই ভালোবাসিবার,
অকারণে হাসিবার,
হারিয়াও বার বার হারাবার অভিযান,
পুরাতন সেই স্মৃতি,
সেই ব্যথা, সেই প্রীতি,
বিরহ-মিলন-ময় সেই মান অভিমান !

৬

এমন জ্যোছনা-রাতে,
একা শুয়ে বিছানাতে,
কতখন জাগি আর একলার চেষ্টায় !
ক্রমাগত উঠে হাই,
পাশের বালিশটাই
সম্বল হল হায়, আজ রাতে শেষটায় !

৭

চাদরে আবরি' দেহ,
ঢালিয়া সকল স্নেহ,
বালিশই নিলাম টেনে,—ঠিক হেন কালে হায়-
হঠাৎ পড়িল চোখে,
ছাদের কোণেতে ও কে,
আমারি পানেতে যেন চাহিয়া রয়েছে ঠায় !

৮

এমন চাঁদিনী রাতে,
এ কি মহা উৎপাত এ,
ভূত এসে শেষকালে করিল না কি রে ভর ?
পা এবং মাথা জুড়ি',
চাদরটি দিয়া মুড়ি,
রাম-নাম করিলাম ক্রমাগত পর-পর !

৯

সহসা হইল মনে,
সে যেন কানের কোণে,
অতি ধীরে চাপা-সুরে কথা কয় ফিস্-ফাস্ !

ভয় আরো হল গাঢ়,
চাদরটি মুড়ে আরো,
চুপ করে রহিলাম রোধ করি' নিশ্বাস !

১০

বলিতে লাগিল ভূত,
"এ তো ভারি অদ্ভুত,
এ যুগের হে রমণি, হেন রাতে নিদ যাও !
খোল গো মশারি খোল,
চাদরের ঢাকা তোল,
আমি যে এসেছি দেখ—হ'য়ো নাকো পিছ্‌পাও।

১১

শরতের এই শশী
একে ত মরমে পশি'
লালায়িত করে দেহ—মনেও দিয়েছে ঘা ;
তদুপরি তব লেখা !
ঘরেতে গেল না টেকা,
উঠেছি 'পাইপ্' বেয়ে ছড়েও গিয়েছে গা !

১২

আজি নিশি মনোহরা,
স্বপন দেখিছে ধরা,
দেখ সখি, চাঁদ আর চকোরেতে চুম খায়।
স্বামীটা তো নাই আজ,
তবে সখী কিবা লাজ ?
তিনি ত গ্যাছেন 'টুরে' জানি আমি হুমকায়।"

১৩

চাদরের ফাঁকে ফাঁকে
দেখিলাম ভূতটাকে,
গৃহিণীর male friend সুতরুণ যদু সুর!
তখন মশারি তুলি'
কহিনু তাঁহাকে খুলি',
"তিনি তো বাড়িতে নাই গিয়াছেন মধুপুর।

১৪

নানাকাজে আজ ভাই
'টুরে' যাওয়া ঘটে নাই,
ক্ষতি নাই—এস দোঁহে—হই আজ মশ্‌গুল।
এসো ভাই খুলে প্রাণ,
দুজনেই গাই গান,
আমি গাই নিধু বাবু, তুমি গাও নজরুল।
লজ্জা পেও না বাবু,
বিরহে আমিও কাবু,
তাঁর তো ফিরিতে দেরী অন্ততঃ দিন চার!

১৫

কোথায় লেগেছে দেখি,
আহা, আহা, ছি ছি এ কি!
নিয়ে আসি থামো আছে আইওডিন্‌ টিনচার!"

* * *

সহসা পথের 'পরে
ভীষণ শব্দ করে'
ছুটন্ত মোটরের টায়ার ফাটিল কার!

জনপ্রিয় জনার্দন

প্রস্তাবনা

অত্যন্ত জনপ্রিয় জনার্দন জোয়ার্দার,
এমন কি যে সময় নাই খাওয়া কিম্বা শোয়ার তার !
উর্ধ্ব-শ্বাসে সর্বদাই
পরোপকার পর্বটাই
করত সুখে হাস্যমুখে
একমাত্র গর্ব তাই !
ও অঞ্চলে ছিলই নাক পাল্লা দিতে দোহার তার !
চন্দ্র-তারা-সূর্যময়ী সুন্দরী এ ধরিত্রীর
চমৎকার সৃষ্টি ও ! চমৎকার মতিস্থির।
মস্তকেতে একটি জ্ঞান
চিত্তে শুধু একটি ধ্যান
সবার ধন সোনার ধন
'পপুলার' সে জনার্দন
পরোপকার জানত আর
করত তাই দনাদ্দন !
রাত্রি দিন শ্রান্তিহীন ক্লান্তি নাই শরীরটির !

পটোত্তোলন

১

রামবাবু যান আপিসেতে, তাঁর
নটার সময় চাই যে খাবার,
জনু করে দেয় ভোরেই বাজার
ভেবো না তাহারে যা-তা।

৪

আবার তখুনি বাজারটা রেখে
ছুটে চলে যায়, ডাক্তার ডেকে
আনে তাড়াতাড়ি, কাল রাত থেকে
সুধার ধরেছে মাথা !

কাহার কিনিতে হবে ঘটি ঘড়া
সারাইতে হবে কার চটিজোড়া,
পোড়াইতে হবে কোথা বাসি মড়া,
জনার্দনকে ডাকে ।
ও পাড়ার পিসী কহিলেন, "জনু
শশাগুলো সব খেয়ে গেল হনু"
অমনি সে জনু বিগলিততনু
লাঠি হাতে বসে থাকে ।

২

সকলের তরে হায়,
জনার্দনের সকাল-দুপুর
সন্ধ্যা বহিয়া যায় !

মাঠে আজ শোর-গোল !
হাওড়ার 'টীম্' খায় হিমসিম
বল হরিহরি বোল !
'উত্তর পাড়া' বাজায় নাকাড়া
ঠুকে দিয়ে তিন 'গোল' !

জনার্দন সে কই ?
বরফ ছুঁড়িছে ওই যে দাঁড়ায়ে
কর্নার ঘেঁসে ওই ।

থাকিতে পারে কি থির ?
জম্বু যে কর্ম-বীর !

৩

কমলি কহিল—"ভাই পটলি চল্ না যাই
জম্বুদাকে বলি এক ফাঁকে
'সিনেমা'য় আজ রাতে যাব মোরা দুজনাতে
টিকিট কিনিয়া যেন রাখে !"
একথা শুনিল যেই দিশাহারা পুলকেই
দশটি দশন বিকাশিয়া
কহিলেন জম্বু-দাদা "এতে আর কিবা বাধা,
আমাকেও সাথে যাস নিয়া !
টাকা ? আমি দেব সব, তা না হলে কী গৌরব
জম্বু-দাদা হয়ে আর বল ?"
শুনিয়া কিশোরী দুটি হেসে হল কুটিকুটি
জম্বু-আঁখি করে ছল ছল !

৪

শোনো শোনো করো অবধান,
জনার্দন পথে পথে গাহিতেছে গান !
কী মিঠা গলার সুর,
লজ্জা করিয়া দূর
খুলি দিয়া সব বাতায়ন,
ছিল যত পুরনারী
দাঁড়াইল সারি সারি
আগ্রহে আকুল প্রাণ-মন !
জনার্দন গাহিতেছে ঢালি দিয়া প্রাণ
শোনো শোনো করো অবধান !

'হার্মোনিয়াম' ঝুলাইয়া কাঁধে
জনার্দন যে গান গেয়ে কাঁদে
'পপুলার' ছেলে লোকে বলে সাধে ?
নিজেই বেঁধেছে গান !
ভিক্ষার লাগি পথে পথে ওই
গান গেয়ে গেয়ে করে হৈ হৈ,
উৎকলে নাকি জল থই থই
এসেছে সেথায় বান।
"দাও পুরজন দাও কিছু দাও
দয়া করে করো দান !"

৫

শেষ হল পথে কাঁদা হায়রে, তবুও চাঁদা
হল না যে মনোমত কিচ্ছু,
আজকাল লোকগুলো কেউ গাধা, কেউ হুলো
কেউবা কেউটে, কেউ বিচ্ছু !
দাঁড়াইল জানালায় পয়সা দিল না হায়,
মনে মনে জন্তু ভাবে, "আচ্ছা,
পয়সা আদায় করে দেবই দেবই ওরে
হই যদি মানুষের বাচ্ছা !"

*　　*　　*

শোনা গেল রবিবার ক্লাবে হবে থিয়েটার
"সীতা" আর বাছা বাছা নৃত্য।
শুনি 'পাবলিক' মন হইল রে উচাটন
দয়ার্দ্র হল সব চিত্ত !

'উৎকল'-বেদনায়   গুটি গুটি সন্ধ্যায়

ছেলে-মেয়ে কচি-কাঁচা বৃদ্ধ,

ক্লাবের টিকিট-ঘরে   ধাইল আবেগভরে

হল জম্বু-মনোরথ সিদ্ধ !

কহিলেন সকলেই,   "মনে কোন ক্ষোভ নেই,

নাই খেদ, নাই কোন সন্দ !

এ খরচ সার্থক"   কহে ছেলে-বুড়া-তরু

জম্বু সেজেছিল রামচন্দ্র !

পট-পরিবর্তন

জনার্দন জোয়ার্দার ভারি অভিভূত !

ক্রমাগত পৃষ্ঠদেশে পড়িতেছে জুতো

ক্রুদ্ধ পিতার !

তিনি বার বার

জুতান ও জিজ্ঞাসেন তারে

"বল্ নারে

কতবার 'ম্যাট্রিক' করবি ফেল

ওরে রাস্কেল ?"

এই বলি পুনরায় করিয়া গর্জন

করিলেন পাদুকা-বর্ষণ !

ধরিয়া চুলের ঝুঁটি করি রব ঘোর

শুধালেন—"ওরে ও শুয়োর,

এত বড় জুলফি কেন তোর ?

কি এমন মহাবীর সেনাপতি তুই

রেখেছিস্ জুলফি হাত দুই ?

দুদিকের গোঁফটাকে ছেঁটে
ওরে বোম্বেটে
কী এমন কন্দর্প হয়েছিস বল !
হতভাগা বংশের মুষল !
গাধা···খাসি···হাতি !”
এই বলে চালালেন লাথি
লক্ষ্য ছিল নিতম্বের ’পরে !
Skip করে
জনার্দন প্রণম্য পিতায়
সার্কাসি কায়দায়
Salute করি
গেল সরি !

মানে, গল্পই

দাম্পত্য জীবন-মম
আঁটা-সাঁটা গেঞ্জি সম
যদিও ‘টাইট্’ ভাবে ধরেছিল আ-কোমর গলা,
চঞ্চলা হয় নি মোর প্রীতি অচঞ্চলা !

গেঞ্জিটা পরেছি প্রায় পনেরো বছর,
ঠিক গত যুদ্ধের পর।
যুদ্ধটা হল যেই শেষ
আমিও পরিনু বর-বেশ।

পাঁচটা বছর গেছে এদিকে ওদিকে,
প্রেমপত্র পড়ে আর লিখে
কিন্তু তার পর
পুরাপুরি দশটি বছর
(একশ কুড়িটি মাস, মানে,)
মোরা দোঁহে দুজনের পানে
Almost পলক-বিহীন
চাহিয়া রয়েছি নিশিদিন।
নাকে নাকে করি ঠেকা-ঠেকি
অবিচ্ছিন্ন দশ বর্ষ চলিয়াছে এই দেখা-দেখি !

যদিও আপিস ছিল সকাল বেলাই
গৃহিণীর ছিল নিত্য পুত্র-কন্যা রান্না ও সেলাই,
বিধবা পিসিমা ছিল,—বাজারেতে ছিল কিছু ধারও,
সব অতিক্রমি তবু গাঢ় প্রেম হল গাঢ় আরও
কিছু না কমিয়া !
বিগলিত মোম যেন বসিল জমিয়া !
সব তুচ্ছ করি
গলাগলি করি দোঁহে এ সংসার-তরী
বাহিয়া চলিতেছিনু, না জানিয়া কবে হব পার ;
ভাঁটাহীন প্রেম-নদী, উচ্ছ্বসিত কেবলি জোয়ার !

হেন কালে হায়রে হঠাৎ,
নীলাম্বর হতে হল পীতবর্ণ মহাবজ্রপাত
অর্থাৎ, এল 'টেলিগ্রাম' !

খুলে দেখি আরে 'রাম রাম',
পক্ষাঘাত
হয়েছে হঠাৎ
মোর শ্বশুরের !
তাল-ভঙ্গ হল হায় জমাটি-সুরের !
দেখাইনু প্রেয়সীরে অকরুণ 'তার'
মোর কণ্ঠ ছাড়ি প্রিয়া নিজ কণ্ঠ ছাড়িল এবার !
তার-স্বরে করিল ক্রন্দন,
দোহার হইল তার দুহিতা, নন্দন ।
শোকাবেগে গুছাইল যাবতীয় গহনা-কাপড়
বুঝিলাম এইবার দিবে সিধা রড়
বেনারস পানে,
(পিত্রালয়ে, মানে)
অনাগত বিরহের ত্রাসে
বেগ সঞ্চারিত হল নিশ্বাসে প্রশ্বাসে !

২

পরদিন প্রেয়সীরে চড়াইয়া গাড়ি
ফিরিয়া আসিতেছিনু বাড়ি,
মানসে হইতেছিল ক্রমে ক্রমে ভীতির সঞ্চার
সভয়ে ভাবিতেছিনু বাড়ি গিয়া দেখিব এবার
বিরহ পাতিয়া ওত বসে আছে বিছানার 'পরে !
যেমনি ঢুকিব আমি ঘরে
অমনি সে মোরে
চিত করি ধরি

হৃদয়টি চিবাইবে কুচকুচ করি !
কিন্তু হইল যাহা
অবাক করিল মোরে তাহা
প্রেয়সী চলিয়া গেল, বিরহের পাত্তা নাই তবু !
এ কথা কি শাস্ত্রে লেখে কভু ?
কিন্তু হায়, শাস্ত্রবিধি নাকচ করিয়া
কী আশ্চর্য, বিরহ তো রহিল সরিয়া !

৩

অধিকন্তু মনে হল যেন বাঁচিলাম ;
এতদিন আমি যেন বন্দী আছিলাম
অনির্দিষ্ট নানাবিধ নিষেধের ডোরে !
পরদিন উঠিয়াই ভোরে
(ছিল রবিবার)
জুটাইয়া বহু বন্ধু, অবেলায় করি স্নানাহার
চা খাইয়া বার বার,
ধমকাইয়া চাকর ঠাকুর
বন্দীত্বের কিছু গ্লানি করিলাম দূর।
বিস্মৃত সেতারটার
লাগালাম তার।
বন্ধুগণ
বার বার খেল নিমন্ত্রণ।
ইচ্ছামত যথা-তথা যতক্ষণ খুশি আড্ডা দিয়া
দুইটি সপ্তাহ গেল সুখেতে কাটিয়া।

খুলে দেখি আরে 'রাম রাম',
পক্ষাঘাত
হয়েছে হঠাৎ
মোর শ্বশুরের !
তাল-ভঙ্গ হল হায় জমাটি-সুরের !
দেখাইনু প্রেয়সীরে অকরুণ 'তার'
মোর কণ্ঠ ছাড়ি প্রিয়া নিজ কণ্ঠ ছাড়িল এবার !
তার-স্বরে করিল ক্রন্দন,
দোহার হইল তার দুহিতা, নন্দন ।
শোকাবেগে গুছাইল যাবতীয় গহনা-কাপড়
বুঝিলাম এইবার দিবে সিধা রড়
বেনারস পানে,
(পিত্রালয়ে, মানে)
অনাগত বিরহের ত্রাসে
বেগ সঞ্চারিত হল নিশ্বাসে প্রশ্বাসে !

২

পরদিন প্রেয়সীরে চড়াইয়া গাড়ি
ফিরিয়া আসিতেছিনু বাড়ি,
মানসে হইতেছিল ক্রমে ক্রমে ভীতির সঞ্চার
সভয়ে ভাবিতেছিনু বাড়ি গিয়া দেখিব এবার
বিরহ পাতিয়া ওত বসে আছে বিছানার 'পরে !
যেমনি ঢুকিব আমি ঘরে
অমনি সে মোরে
চিত করি ধরি

হৃদয়টি চিবাইবে কুচকুচ করি !
কিন্তু হইল যাহা
অবাক করিল মোরে তাহা
প্রেয়সী চলিয়া গেল, বিরহের পাত্তা নাই তবু !
এ কথা কি শাস্ত্রে লেখে কভু ?
কিন্তু হায়, শাস্ত্রবিধি নাকচ করিয়া
কী আশ্চর্য, বিরহ তো রহিল সরিয়া !

৩

অধিকন্তু মনে হল যেন বাঁচিলাম ;
এতদিন আমি যেন বন্দী আছিলাম
অনির্দিষ্ট নানাবিধ নিষেধের ডোরে !
পরদিন উঠিয়াই ভোরে
(ছিল রবিবার)
জুটাইয়া বহু বন্ধু, অবেলায় করি স্নানাহার
চা খাইয়া বার বার,
ধমকাইয়া চাকর ঠাকুর
বন্দীত্বের কিছু গ্লানি করিলাম দূর।
বিস্মৃত সেতারটার
লাগালাম তার।
বন্ধুগণ
বার বার খেল নিমন্ত্রণ।
ইচ্ছামত যথা-তথা যতক্ষণ খুশি আড্ডা দিয়া
দুইটি সপ্তাহ গেল সুখেতে কাটিয়া।

৪

ক্রমশই ময়লা হল চাদর বিছানা।

চাবিটা কোথায় গেছে কিছুতেই পাই না ঠিকানা।

টেবিলের 'পরে

থরে থরে

বই বাটি খাতা ছাতা হল স্তূপাকার!

চতুষ্কোণ মশারিটি হল উটাকার!

মৈথিল ঠাকুর দিল ধর্মে-কর্মে মন

সুতরাং দাইল, ব্যঞ্জন

হইয়া আ-লোনা,

রসনারে করিল ছলনা।

চতুর্দিক ধূলিপূর্ণ। দাসী আর দেয় নাকো ঝাড়ু।

---হারাইল গাড়ু!

কুকুরে আসিয়া রাতে খেয়ে গেল হাঁড়ি,

মুখময় গজাইল খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

ধোপা ও গোয়ালা আসি টাকা করে দাবি,

হিসাবের খাতা নাই, হারায়েছি চাবি!

৫

পত্র এল অমিয়ার।

পুণ্য-ঘাটে মণিকর্ণিকার

স্নান করি রোজ তারা

হইতেছে আত্মহারা!

তাহারি বর্ণনা করি লিখিয়াছে দীর্ঘ রামপট!

চাহিয়া রহিনু কটমট

পত্রটার পানে!

কবে যে আসিবে তাহা লেখে নাই মোটে কোনো খানে।

৬

স্বপন দেখিনু রাতে
অমিয়া গিয়াছে ডুবে মণিকর্ণিকাতে !
মাতৃহারা পুত্রকন্যা মোর
দিশাহারা চীৎকারিছে ঘোর ।
আতঙ্কেতে শিহরিয়া ভেঙে গেল ঘুম ;
বাহিরেও দেখিলাম লাগিয়াছে ধুম ।

৭

গগন ভরিয়া নেমেছে বাদল
মাদল বাজিছে মেঘে,
পবন পূরবী কেতকী-সুরভি
বহিয়া আনিছে বেগে ।
মত্ত দাদুরি পাশের পুকুরে
মুখরিছে চারিদিক —
সুযোগ বুঝিয়া বিরহ আসিয়া
চাপিয়া ধরিল ঠিক !
এমন সময় দুয়ারের কড়া
নড়িল বারম্বার,
পিওন সেথায়, কী সর্বনাশ !
এনেছে জরুরি তার !

৮

খুলে দেখি লিখেছে অমিয়া,
"দাও পাঠাইয়া
পঞ্চাশটি টাকা পত্রপাঠ !"

সামালিনু আপনারে ধরিয়া কপাট !
নিশ্চয়ই বিপদ কিছু—ঘটিয়াছে কোন সর্বনাশ,
কর্জ করি তারযোগে পাঠানু পঞ্চাশ !

তার-যোগে পুছিলামও—ব্যাপার কী জানাও সত্বর,
"ভয় নাই, ভালো আছি," আসিল উত্তর !

দিন-দুই পরে আসি অমিয়া নিজেই
কহিলেন যাহা তার সার মর্ম এই :—
"সস্তায় বিক্রি ছিল দুল জড়োয়ার
তারি তরে হয়েছিল জরুরি দরকার
পঞ্চাশ টাকার !"

—হাসিমুখে করিল বর্ণন !
এবং তখনি ঠিক ঘন ঘোর করিয়া গর্জন
গগনেও নামিল বরষা !
পূরবী পবন পুন কেতকীরে করিল সরসা !
পার্শ্ববর্তী জলাশয়ে যতেক দর্দুর
জমাইল বরষার সুর।

চীৎকারিয়া কহিলাম—"এদেরি ধাপ্পায়
হয়েছি বেকুব আমি হায় !
ইচ্ছে করে জুতো মেরে মেঘ-ফেগ চুরমার করি !"
কিন্তু তাহা অসম্ভব স্মরি
সগর্জনে কহিলাম ডাকি চাকরেরে,
"ডোবার এ ব্যাংগুলো তাড়া তো রে মেরে।"

দিক-ভুল

ফুল-বনে গেল হুলো মার্জার,
সেথা নাকি তার ছোট ভার্যার
নবম ছেলে,
'কলা'র চর্চা করিছে ঠেলে !
"বিড়াল বংশে একি জুটল রে,"
বলি মার্জার মহা হুল্লোড়ে
ধাইল বেগে,
ফুলের বাগানে হতাশে রেগে !

গিয়ে দেখে ছেলে তবু ভালো, থাক,
ফুল-কলি পানে করি খালি তাক
ঝাঁপায়ে পড়ে
ইঁদুর ভাবিয়া ফুলের 'পরে ।
হুলো কয়, "ওরে, ইঁদুর ধরাই
শখ যদি তোর, চল তবে যাই
গর্তে আছে ।
ইঁদুর ফলে কি ফুলের গাছে ?"

যুগল সমজদার

১

প্রথম বাগানে ধরেছে আম,
দেখি ও দেখাই সবে,
মনের মহোৎসবে ;
সুখের স্বপন মাথার ঘাম
বুঝিবা সফল হবে !

পাশের বাড়ির মহিম সেন
শুনেছি, সমজদার !
"বাগানেতে একবার"
কহিনু তাঁহারে, "যদি আসেন !"
দ্বারস্থ হয়ে তাঁর।

রবিবারে এল মহিম সেন
বাগান দেখিতে মোর ;
দিল তিন চক্কোর।
ভাবিলাম বুঝি হয়ে গেলেন
মুকুলগন্ধে ভোর।

সোনালি রোদেতে চমৎকার
সুললিত সৌরভে
হাসিতেছে গৌরবে।

মহিম সেন তো সমজদার
সবাই মুগ্ধ হবে।
কহিলেন তিনি, "যে কাঁটা-তারে
ঘিরেছিস চারিধার
ভারী তো চমৎকার!
কোন্ ঠিকানায় পাইব হাঁ'রে
হুন্দর কত তার?"

২

পাকিল যখন আম, সব দুখ ভুলিলাম,
হরষেতে হইনু অধীর;
দুই কূল ভাসিয়াছে, জোয়ার যে আসিয়াছে
পুলকিত পরান-নদীর!

গরমে পরম সুখে মোর কাননের বুকে
বাঁধিয়াছি পাতার কুটীর,
প্রাণের উৎসব সে কী! দেখি আর শুধু দেখি
ক্লান্তি নাই নয়ন দুটির।

মাটি আর আমগাছে এ কি কাব্য রচিয়াছে,
বাক্যহীন এ কি বাচালতা!
গাছে গাছে নানা বেশে হাসে যেন রসাবেশে
ডেকে ডেকে কহে যেন কথা!

বৃন্ত-বাঁধন 'পরে থাকিতে চাহে না ওরে
বলে মোরে, "লহো গো পাড়িয়া,
দেহ-ভরা রসভার বহিতে পারি না আর,
লহো লহো লহো নিঙাড়িয়া।"

পাড়িয়াই লইলাম পাকা পাকা যত আম
গন্ধে বর্ণে রঙীন মদির,
খাওয়াই কাহারে ডেকে আম্র-রসিক সে কে,
তারি লাগি পরান অধীর !

শোনা গেল, ও পাড়ার হরিহর হালদার
খাদ্য-রসিক খুবই নাকি,
কচু কলা মাছ মুড়ি সবই খান, নাই জুড়ি,
ফুল ফল পাতা পশু পাখি

অবলীলাক্রমে খান (অবশ্য যখন পান !)
এই শুনি তখনি তাঁহারে
করিলাম নিমন্ত্রণ ; কহিলেন বন্ধুগণ
সুখ পাবে ভুঞ্জাইয়া তাঁরে।

দেখিলাম, ঠিক তাই, দুটি ঘণ্টা ছুটি নাই,
নাই কোন নড়ন চড়ন,
আসনেতে করি ভর হালদার হরিহর
(ছিপছিপে দোহারা গড়ন)

অবিরাম চলে খেয়ে কভু চেয়ে, আধ-চেয়ে,
কখনো বা মুদিয়া নয়ন,
কভু চুষে কভু চেটে হরিহর এক পেটে
খেল আম এগারো ডজন।

হাত চেটে হরিহর কহিলেন তার পর
"যাই বল, কাঁঠালের মতো
ফল নাই দুনিয়ায় !— কার সাধ্য এত খায়
এক-একটা দমে ভারি কত।"

প্রণয়-মিতি

১

তোমারে বেসেছি ভাল তাহার প্রমাণ যদি চাও,
এবং না-ছোড় হয়ে নিতান্তই বাঁকিয়া দাঁড়াও,
"ওষ্ঠ বাড়াও"—
বলিব না ;—ভয় নাই, কারণ তা পুরানো নেহাতই।
সাহায্যও লইব না জ্যামিতি বা ত্রিকোণমিতির
প্রমাণ করিতে সখি, সরলতা, উচ্চতা, স্থিতির
আমার প্রীতির।
হাসিবে সবাই শুনে ছোট বড় শহুরে দেহাতি !

২

স্বর্ণকারে ডাকিব না, দেখাইতে হে সখি, ফি-সনে
অলঙ্কারে কত টাকা ব্যয় করি প্রণয়-'মিশনে'
তোমার পিছনে—
ডাকিলে ঠকিয়া যাব, কিছুই তো দিই নি বিশেষ !
পুত্রকন্যা তব অঙ্কে কতগুলি দিছি উপহার,
প্রণয়-দাখিলা রূপে আনিব না হিসাব তাহার
ছোট্ট 'আহা'র
বিপুল সংঘাতে তাহা টিকিবে না একটি নিমেষ।

৩

এতকাল স্ত্রৈণ বলি যারা সব করিত নালিশ—
ভয় নাই, ওগো সই, মানিব না তাদের সালিশ,
প্রেমের পালিশ
জানি আমি নষ্ট হয়, এভাবের টানা ও হেঁচড়ে !

এত দিন যা গেয়েছ,—শুনে গেছি,—করি নি বাহানা,
ভৈরবী, পূরবী, পিলু, কানাড়া বা ইমন সাহানা,
করিয়া না "হাঁ" "না"
শুনে গেছি, বলি নাই—"থাম, থাম, পেকেছ এঁচড়ে"।

৪

এ সব প্রমাণ-সহ করি যদি এখনি হাজির,
জানি তাহা মনোমত হইবে না তরুণী কাজির
এ কারসাজির
উপরন্তু প্রতিফল পেতে হবে দিবস রজনী।
করিব না সুতরাং ;—কাজ নাই সত্যের ভাষণে—
স্বীকার করাই ভাল—ভয় করি তোমার শাসনে,
সমাজ-আসনে
আপীল-অতীত তুমি সনাতন শাসক, সজনি !

৫

কুপথে সুপথে সখি যে পথেই করি না গমন,
সকলি সমান জানি, শেষকালে আছেই শমন
তবুও দমন
করিয়াছি আপনারে, সে কেবল তোমারে স্মরিয়া
ওই অসহায় ভাব,—কণ্ঠে চির-নির্ভরের সুর
তোমার প্রধান অস্ত্র,—শৃঙ্খলিত করেছে অসুর
সে বন্য পশুর
নখদন্ত ভগ্নপ্রায়, উদ্দামতা যেতেছে মরিয়া।

৬

এত বড় স্বীকারোক্তি !—তাও তুমি বলিবে—"ও বাজে ?"
(দিব্যদৃষ্টিময়ী তুমি,—ধর্মপ্রাণ মানব সমাজে !)
সুতরাং লাজে
বুদ্বুদিত উচ্ছ্বাসের শেষ হোক ব্যর্থ আবেদন !
প্রেমের প্রমাণ চাও !—বুদ্ধি তব সত্যই শ্রেয়সী
একটি প্রমাণ তবু দিব আজ, হে মোর প্রেয়সি,
যুক্তির সে অসি
আশা করি সমূলেই করি দিবে সংশয় ছেদন !

৭

সকালে, দুপুরে, সাঁঝে, রজনীর গভীর যামেতে,
এ যাবৎ যত চিঠি লিখিয়াছি রঙীন খামেতে
তোমার নামেতে,
তাহারো উল্লেখ সখি, না করিয়া করিব প্রমাণ—
ভালবাসি, ভালবাসি, তোমারেই ওগো ভালবাসি—
যদিও টাটকা নহ, হইয়া গিয়াছ কিছু 'বাসি',
অয়ি সর্বনাশি,
তোমারি লাগিয়া তবু হইয়াছি নিতান্ত 'কমান্' !

৮

ভাল না বাসিলে বল কোন জোরে দিন রাত ভোর
প্রতিদিন তব সাথে ঝগড়া করি বাঁধিয়া কোমর
প্রেয়সী ও মোর !
—অতি তুচ্ছ বিষয়েতে অতি উচ্চকণ্ঠের কলহ !

শত্রু মিত্র কারো সাথে—এতটা তো উঠে না চরমে !
প্রেম না থাকিলে সখি, খোলাখুলি এতটা কি জমে ?
অয়ি মনোরমে,
মুখ টিপে না হাসিয়া, ঠিক কিনা তুমিই বলহ !

ঘুঁটে

'ঘ' এবং 'ট' রয়েছে দেহ মোর জুড়িয়া—
তবু বন্ধু ঘট নহি, নহি ঘটোৎকচও ;
'ঘাট'ও নহি হায় কবি, যাহা লয়ে তুমি
প্রণয়ের দু-চারিটি পদাবলী রচ !
ঘটকী, ঘোটকী নহি—মোর কাছে কেন ?
এমন কি, নহি হায় সাধারণ ঘটি :
গোবরে জনম মোর (নহি পদ্মফুল !)
এই বঙ্গে আমি হায় ঘুঁটে নামে রটি।

কবি কহে, "তুমি যে গো অতি-আধুনিকী,
প্রয়োজনে প্রাণ দাও, আছে তাই দরও,
আধুনিক জগতের 'প্রোলিটারিয়েট'—
জন-সাধারণ-হিতে পুড়ে পুড়ে মর !
আমি সেকালের লোক, উৎসাহ চাই।"
এই শুনে ভিজে ঘুঁটে এত অবিরাম,
এতই ছাড়িল ধোঁয়া এত রকমের,
কবির নয়নে জল, সারা দেহে ঘাম !

সমস্যা ও সমাধান

এই মহাভারতীয় গল্পের প্রটটি বিহারের ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত একটি ভগ্নস্তূপের মধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছি।

১

বিদুরের ক্ষুদ ইঁদুরে খেয়েছে, তারি সন্ধানে পার্থ
গাণ্ডীব নিয়ে গর্তে ঢুকেছে বাহির হয় না আর তো।
রন্ধনালয়ে একথা শুনিয়া ফেলিয়া হাতের খুন্তি
আকুল নয়নে বাহিরে এলেন পার্থ-জননী কুন্তী।
আসিয়া দেখেন, কিমাশ্চর্য সকলেই উদ্বিগ্ন,
সকলেরই সুখে ঘটিয়াছে যেন বেশ কিছু কোন বিঘ্ন
ধর্মপুত্র যদিও তেমনি হাই তুলে দেন টুস্‌কি,
পাঞ্চালী চুলে চিরুনি চালায়ে তেমনি তুলিছে খুস্‌কি,
ভীম সে মত্ত গুলতি খেলায়, নকুল বকুল-কুঞ্জে,
সহদেব দেন কিঙ্করে গালি, 'পানে এত বেশী চুন যে!'
কিন্তু তবুও সকলেরই মুখে শঙ্কার ছায়া পষ্ট,
কোন সে গর্তে ঢুকেছে পার্থ সকলেরি মনে কষ্ট।

২

'পেপারে' কিন্তু বাহির হইল মোটা অক্ষরে মস্ত,
বিদুর-বিপদ শুনিয়া কুন্তী ধরি পার্থের হস্ত
বলেছেন, "যাও যাও রে বৎস, করহ মূষিক ধ্বংস,
পাণ্ডু-রাজার বংশের তুমি গৌরব-অবতংস!"

কৃষ্ণাই নাকি স্বহস্তে তারে পরায়ে দেছেন বর্ম,
বলেছেন "নাথ, পালন করিয়া এস ক্ষত্রিয়-ধর্ম।"
বাকী চার জনও যাইতেছিলেন করিতে সে মহাযুদ্ধ,
এমন সময় বিদুর আসিয়া কহিলেন, "সব সুদ্ধ
গর্তে ঢোকাটা সমীচীন নহে, তোমরা সবাই তিষ্ঠ,
আপৎ কালেতে ধৈর্যই বল—একমাত্র সে ইষ্ট।"
খুল্লতাতের আদেশ তাঁহারা করেছেন শিরোধার্য,
এবং রুখিয়া আছেন তাঁদের বীর্য সে অনিবার্য।

৩

বিদুর-বিপদ-বার্তা রটি গেল ক্রমে
দেশ হতে দেশান্তরে অমিত-বিক্রমে।
বিদুরে বিরক্ত করে ইঁদুর জুটিয়া!
শুনিয়া সবার রক্ত উঠিল ফুটিয়া।
কোশল, মগধ, কাশী, অঙ্গ, বঙ্গদেশ,
কলিঙ্গ, পাঞ্চাল, কাঞ্চি, সমস্ত প্রদেশ
নানা ভাবে চিন্তা করি এর প্রতিকার
স্থির করিলেন শেষে, পাঠাও মার্জার।
রাজা-প্রজা, পাত্র-মিত্র, ধনী ও নির্ধন
আকুলিত চিত্তে করে মার্জারান্বেষণ;
দিগ্বিদিকে ক্রমাগত সে চেষ্টার ফলে
জুটিল মার্জার আসি বহু দলে দলে;
এবং ছুটিল তারা দূর হস্তিনায়
বিদুর ইঁদুর-তাপে বিধুর যেথায়।

৪

এদিকে হস্তিনাপুরে বেচারা বিদুর
(একেই বিরক্ত তাঁরে করেছে ইঁদুর !)
বহু বিড়ালের মহা সমাগম দেখি
বিস্ময়-বিমূঢ় কণ্ঠে কহিলেন—"এ কী !"

স্ফীত-গণ্ড, পীত-চক্ষু, কপিশ-বরন,
স্থূল-পুচ্ছ হুলো-হুলী বিবিধ ধরন
বক্র-কর্ণ, চক্র-মুখ অনেক মার্জার—
দেখিয়া বিদুর ভাবে—হল কী ব্যাপার !

জুটিল আসিয়া ক্রমে সাদা, কালো, মেটে,
নির্লোম, রোমশ, খেঁকি, রোগা, মোটা, বেঁটে,
পীন-নাসা, ক্ষীণ-কায়, কেহ বা বিশাল,
পুষ্ট-গুম্ফ, রুষ্টানন বিবিধ বিড়াল।

আসিয়াই তারা সব করি সমারোহ
খ্যা-খ্যা-রবে জুড়ি দিল তুমুল কলহ।
সে কলহ-কলরব ওঠে সব ঠেলে,
বিদুর কহেন শেষে—"আরে, কচু খেলে !"

এবং সভয়-চিত্তে চিন্তান্বিত মন,
পাণ্ডব-আলয়ে তিনি করেন গমন।

৫

হস্তিনার দুগ্ধ দধি করিয়া ভক্ষণ
কহে বিড়ালের দল, "এবার রক্ষণ
করা যাক চলো ভাই—বিদুর-ভাণ্ডার।"
সেথা গিয়া দেখে তারা, বিপুল ডাণ্ডার
আস্ফালন করি
ভীমসেন দাঁড়াইয়া স্বয়ং প্রহরী,
স্বল্প ভাষে কহিলেন তিনি,—
"হে বন্ধু সবারে আমি চিনি,
সুতরাং অনধিক বাক্য-ব্যয় করি
সিধা পড় সরি!"
"হেন গোঙারের সাথে তর্ক করা নিরাপদ নহে,"
চিন্তা করি কয়েকটি বৃদ্ধ-বিড়াল,
চ্যাংড়া বিড়ালদের ডাক দিয়া কহে,
"প্রটেস্ট মীটিং মোরা চলো করি কাল।"

৬

'আরে রে আরে রে'-রবে সচকিত করি সবে
মূষিক-বিবরে পশি, বাড়াইয়া 'নেক্'টি
পার্থ দেখিল হায়, যতদূর দেখা যায়
একটি ইঁদুর নাই,—ক্ষুদও নাই একটি!
মুখটি করিয়া উঁচা কহিল জনেক ছুঁচা,
"সকল ইঁদুর প্রভু, খেয়ে গেছে সর্পে"
শুনিয়াই অর্জুন রাগিয়া হইল খুন,
'সাপই মারিব তবে' কহিল সে দর্পে।

কিন্তু কোথায় সাপ, হায় এ কি পরিতাপ,
গহ্বরে বসি বসি ভাবিলেন পার্থ,
করি এত আয়োজন ফিরিব না-করি রণ,
শুধু হাতে যায় নাকো ফেরা হায় আর তো!
নানা দিশি খোঁজ করি জানিলেন—হরি, হরি,
সর্পকে খাইয়াছে শ্রীগরুড়-পক্ষী!
বিনতার নন্দন শ্রীগরুড় কম নন,
বহিয়া বেড়ান পিঠে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী।
গরুড়কে ঘাঁটাইতে সহসা কাহারো চিতে
সাহস হয় না বড়, লোক অতি বদ যা;
অথচ কিছু না করি ধনু-শর সম্বরি
অর্জুনও ফিরে যাবে—এও ভারি লজ্জা!

৭

সুতরাং শ্রীঅর্জুন শ্রীবিষ্ণুর দরজায় ঠক্ ঠক্ ঠক্
করিলেন 'নক্'।
বিষ্ণু মানে কৃষ্ণই, (পুরাতন সখা পাণ্ডবের)
সহসা এ আবির্ভাব হেরি অর্জুনের
কহিলেন, "আরে,
কোন্ কার্য-ব্যপদেশে আমার সখারে
আসিতে হয়েছে মোর দ্বারে?
কেন সখা বিষণ্ণ বদন?
কুশলে তো আছে পৌরজন?"
ভূমিকা না করি কিছু পার্থ তারে কন,

"তোমার বাহন
পলাতক আসামীরে করিয়াছে আশ্রয় প্রদান,
চাই আমি তাহারি সন্ধান।
না পাইলে···তুমি তো জানই মোরে মিতা,
দ্রোণাচার্য শিষ্য আমি,—আত্মোপান্ত বুঝিয়াছি গীতা।"
অর্জুনের হেরি রুষ্ট মুখ,
কৃষ্ণের মনে মনে উপজে কৌতুক!
কহিলেন, "আরে বস, টেনে নাও তাকিয়া সটকা,
ভাল কথা, খেয়েছ ভড্‌কা?
খাসা 'রাশিয়ান্' মাল, আনায়েছি কাল এক 'কেস্'—
বলশেভিকি নেশা জমে দিব্য সরেস!"
কিন্তু অর্জুন
পৃষ্ঠে তাঁর শরপূর্ণ তূণ—
কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন তাঁরে,
"আগে বন্ধু বলো তো আমারে
গরুড় কোথায়?"
কৃষ্ণ কন, "কি আশ্চর্য, কেন বল হায়
তোমাদের এ মনোবিকার!
আমাদের বাহন-শিকার-
করাই যদ্যপি তব একমাত্র প্রেয়,
হে কৌন্তেয়,
বুঝাইয়া দেহ মোরে
কিসে চড়ে
ত্রিভুবন করিব ভ্রমণ?
'টুর' করা মোদের যে নিত্য প্রয়োজন।
এখনি ষষ্ঠী দেবী মহা ক্ষোভে আসিয়াছিলেন

হস্তিনায় নাকি ভীম-সেন
সপ্ত-দশ অক্ষৌহিণী মেরেছে মার্জার !
আর্যার
বিপন্ন মুখখানি ভাসিতেছে চোখে !
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে, ভেবেছিনু O. K.
থাকিবে তোমরা সব, মিটেছে বিবাদ।
এখনও যুদ্ধের হায় মেটে নি কি সাধ ?”
তখন অর্জুন তাঁরে quote করি fact ও figure
বুঝাইল, কেন তার ক্ষত্রিয়-‘ভিগার’
আলোড়িছে দশ দিক।
আনুপূর্বিক
শুনিয়া সকল কথা, কহিল কেশব,
“এসব
পাপের ফল,
আন্দোলিত তাই হায় ধর্মের কল।
যাই হোক আমাদের আত্মীয় বিদুর,
দুঃখ তার করিবই দূর।
অর্থাৎ লম্বা এক ‘টুর’
দিব হস্তিনায়,
তুমি গিয়া থানায় থানায়
এই বার্তা করগে প্রচার।
—গরুড়কে ঘাঁটায়ো না আর।”

৮

বিদুর-দুঃখ হল বুঝি দূর,
স্বয়ং কেশব করিছেন 'টুর'—
হল কৃতার্থ, হল ভরপুর
সর্ব আর্যাবর্ত।
তেত্রিশ কোটি দেবতাও ঠিক
জুটিলেন আসি কায়দা মাফিক,
ধন্য বিদুর, ধন্য মূষিক
ধন্য রে তোর গর্ত!

*　　　*　　　*

সিংহদ্বারে হস্তিনার,
দলে দলে সারে সার
দাঁড়াইয়া বহু লোক বাড়াইয়া গ্রীবা;
বাজিছে ডুবকি ঢোল,
উঠে 'জয়' 'জয়' রোল,
মাল্য-পতাকা লয়ে উৎসাহ কিবা!
হস্তিনার ময়দানে বসিয়াছে সভা—
শ্রীকৃষ্ণ সভাপতি (কানে গোঁজা জবা!)
মীটিং হইবে শুরু—অ্যাজেণ্ডা প্রস্তুত,
হেনকালে আসি কহে বিদুরের দূত,
"হলে অনুমতি—
বিদুর বলিতে চান সংক্ষেপে অতি
দু-চারিটি কথা মহাশয়।"
সকলে বলিয়া ওঠে, "অবশ্য, নিশ্চয়।"

*　　　*　　　*

কৃতাঞ্জলি, গলবস্ত্র, দেহ কম্পমান,
শঙ্কিত বিদুর ধীরে হয়ে আগুয়ান
কহিলেন, হে কেশব রক্ষা করো মোরে,
উপকার করিও না আর দয়া করে ;
উপকারী-সঙ্ঘ হতে করো মোরে ত্রাণ,
আজীবন গেয়ে যাব তব জয়-গান।"
বলিয়া, গেলেন মূর্ছা মহাত্মা-বিদুর,
দিগন্তে হইল গাঢ় সন্ধ্যার সিঁদুর।

* * *

তখন হইল ঠিক—চলুক কীর্তন
সারাক্ষণ
মূর্ছিত এ বিদুরে ঘিরিয়া
ঘুরিয়া ফিরিয়া।
জমিয়াছে বহুবিধ পাপ
হয়ে যাক সাফ !

পলিটিক্যাল প্রেম

১

মোটা আর বেঁটে, কুচকুচে কালো, খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি,
তাহাদের যবে আমল দিল না যুবতী রূপসী-নারী,
মেলিয়া দশন জুটিল তখন পরিয়া সেলিম জুতো,
রোগা ও লম্বা ফরসা-কান্তি কামানো যুবক-যূথ !

যুবতীরা মৃদু হেসে
তাদেরও কহিল, "কক্ষে পাবে না! মিছিমিছি আর এসে
সময় নষ্ট করিও না রাত দিন!"
রোগা-মোটা-বেঁটে-লম্বা-ফর্সা-কালো-গুঁফো-গোঁফহীন
চীৎকার করি তর্জনী তুলি কহিল, "আচ্ছা, বেশ!
অ্যান্টি-যুবতী মুভমেণ্ট করি জাগাব আমরা দেশ!"

২

স্বপ্নে শুনিনু হাটে মাঠে বাটে চেঁচাইছে কংগ্রেস,
"যুবতীর মোহ আজি হতে হায় হউক বিনিঃশেষ!
চাহি নাকো ষোলো, চাহি না সতেরো, চাহি না উনিশ-কুড়ি
ভাল আমাদের সেকেলে ঠান্‌দি—পাকা, বুনিয়াদি বুড়ী!
যুবতী-নয়ন-শর
হইতে রক্ষা করো করো দেশ!—ধরো মোহ-মুদ্গর!"
স্বপ্নে দেখিনু, হুজুকে যুবকদল
বুড়ীদের সাথে প্রণয় করিয়া ঘামিছে অনর্গল!
এবং ভাবিছে স্বদেশের তরে মহাত্যাগ করিয়াছে,
প্রণয় ব্যাপারে যুবতী ছাড়িয়া বৃদ্ধারে বরিয়াছে!

৩

কিন্তু হায়রে জব্দ হল না চপল যুবতীদল,
প্রতিটি অঙ্গে আছে যে তাদের মনোহরণের ছল!
মনের মানুষ আসিল তাদের রঙীন ফানুশে দুলে
তন্বী-নয়ন-বহ্নিতে প্রাণ সঁপিতে সকল ভুলে!

হুজুকে যুবকগণ
জীর্ণ বুড়ীর শীর্ণ গালেতে যত করে চুম্বন,
কিছুতেই যেন জমে না প্রণয় হায় !
হৃদয় তাদের যুবতীরই পায়ে লুটায়ে পড়িতে চায়।
অমনি আসিয়া ঠান্‌দির দল—অহিংস ঠোনা তুলি
চুম্‌কুড়ি দিয়া শোনায় তাদের গীতার মামুলি বুলি।

*　　*　　*　　*

ঘুম ভেঙে দেখি ঘামে ভিজে গেছে খদরের ফতুয়াটি
পকেটেতে ছিল কাঁচি-সিগারেট তাও হয়ে গেছে মাটি !
তবু ধরাইয়া তাই
স্বপনের কথা ভাবিতে ভাবিতে তুলিতে লাগিনু হাই !

বরষা-বিদ্ধ

১

গগন ছাইল মেঘে,　　পবন বহিছে বেগে,
আসরেতে নেমেছে আষাঢ়।
গুরু গরজন হয়　　মনেতে ঘনায় ভয়,
ওদিকে যে আমার বাসার

চালেতে নাহিক খড়,　　বৈশাখীর কাল ঝড়
করে গেছে সেথা মহারণ,
ঘরেতে ঢুকিবে জল,　　বাতায়ন অনর্গল,
প্রাচীরেও ধরেছে ভাঙন !

পাশেই পুকুর-পানা　　উপচিয়া তার কানা
আসিবে যা নহে তা অমিয়

পাড়াগাঁয়ে করি বাস, না করিয়া পরিহাস
ওহে বন্ধু, আমারে ক্ষমিও।

ডেলি-প্যাসেঞ্জার ভাই, চাকুরি করিয়া খাই
মাহিনাও গিয়াছে কমিয়া,
আষাঢ়ের সমাগমে ওরে ভাই, তাই ক্রমে
অতিশয় গিয়াছি দমিয়া।

কালিদাস পড়িয়াছি, এম-এ পাশ করিয়াছি,
জানি বর্ষা-মঙ্গলের গান ;
আষাঢ়ের মেঘোৎসবে অশনি ঘন রবে
প্রাণও মোর করে আনচান

কিন্তু সে-ভাবে নয়, যে-ভাবে করিলে হয়
সুমার্জিত কবিতা পোশাকী
হেরি ঘোর মেঘোদয়, প্রেম নয়, জাগে ভয়,
কহ সখা, করিছ গোসা কি ?

ইন্দ্রনীল মণিময় শৈল-বিহারিণী নয়,
কেরানী-ঘরণী মোর প্রিয়া
নাহি লীলা-শতদল (শতমুখী তার বল !)
কভু বাম পদাঘাত দিয়া

ফোটায় নি অশোকেরে, সোহাগিয়া বকুলেরে
মুখমদে করে নি বিকাশ,
খায়-দায় চুল বাঁধে ছেলে পোষে ভাত রাঁধে
অসুখেতে ভোগে বারোমাস !

আসন্ন-প্রসবা প্রিয়া সাতটি সন্ততি নিয়া,
বক্ষে বহি দুঃখ অগণন,

যে ভাবে কাটায় কাল তার ছন্দ লয় তাল
মেঘদূতে করে নি বর্ণন !
প্রেয়সীর কথা স্মরি মরমে যেতেছি মরি,
হয়তো সে এতখন উঠে
ভারাক্রান্ত দেহটারে আস্ফালিয়া চারিধারে
ছুটে ছুটে সামালিছে খুঁটে।

২

আকাশে ঘনায় মেঘ কমিছে ট্রেনের বেগ
'মশাগ্রাম' পড়িল আসিয়া,
দুটি ক্রোশ এ বাদলে যেতে হবে পায়দলে
তবে বাড়ি পঁহুছিব গিয়া।
স্টেশন হইয়া পার দেখিলাম আঁধিয়ার
চারিধার কালো মেঘে ঢাকা,
খেত-ভরা কচি ধান করে যেন ধারা-স্নান
মেলিয়া সবুজ কচি পাখা।
দেখি কিছু দূর গিয়া উঠিয়াছে শিহরিয়া,
কদম্ব তরুটি ফুলে ফুলে,
কেতকী-সুরভি নিয়া বায়ু বহে পূরবীয়া
বাঁশবন ওঠে দুলে দুলে,
আঁধার ঘনায়ে আসে ঝিল্লীরব আশে পাশে,
ডাকে দূরে উন্মাদ দাদুরী,
সামালিয়া সিক্ত বাসে মোরে হেরি মৃদু হাসে
ছুটে চলে ধোপানী 'আদুরী'
বোঝাটি বহিয়া তার, পিছু ফিরে আর-বার
মোর পানে দেখিল তাকায়ে,

আকাশে বিজলী-রেখা   কালো মেঘে কী যে লেখা
লিখে গেল আঁকায়ে বাঁকায়ে !
আনিতে ভুলেছি ছাতা,   চলিয়াছি খালিমাথা,
জল ঝরে মুষল-ধারায় ;
ধুয়ে মুছে গেল সব   মনে হল কী উৎসব
—কেরানীরও পরান হারায় !
মনে হল দারিদ্র্যের   'চিত্রকূটে', বিরহের
তমসায় রয়েছি একাকী,
আষাঢ়ের মুগ্ধ হিয়া   পড়িতেছে বিগলিয়া
দয়িতার মিলিবে দেখা কি ?
সহসা পড়িল মনে   যৌবনের শুভক্ষণে,
একদিন মেঘের আশায়
কবি সত্যেন্দ্রের সাথে   গলা মিলাইয়া ছাতে,
আমাদের মেসের বাসায়
ঢালি দিয়া প্রাণ-মন   'যক্ষের নিবেদন'
তারস্বরে করেছিনু পাঠ

"পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মুরতি ধরি আজ, মন্দ্র-মন্থর বচন কও !"

একদিন এ কবিতা স্বপ্নময় প্রথম যৌবনে
বহু বর্ষ আগে,
উদ্বোধিত করেছিল উচ্ছ্বসিত কত আকুলতা
মুগ্ধ অনুরাগে।
ব্যথিত গগন 'পরে বিছাইয়া শ্যামস্নেহ-স্তর
আজিও এসেছে ওই আষাঢ়ের নব জলধর
দিগন্ত ব্যাপিয়া

কেতকী-কদম্ব বনে আজও দেখি আমার অন্তর
মরিছে কাঁপিয়া !

রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্
ধ্বনিতেছে বর্ষণের সুর,
পারাইয়া মাঠ বন চলিয়াছি আনমন
অলকাপুরী সে কত দূর ?

"অস্মিন্ দেশে—"

১

তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে কই জল, কোথা জল
কোথাও যে নাই জল-বিন্দু,
শূন্য যে খাল বিল, শূন্য ইঁদারা কল,
শূন্য যে নদী-নদ-সিন্ধু !

'সুজলা মোদের দেশ'
মুখস্থ ছিল বেশ
তৃষ্ণার বেলা দেখি সব জল নিঃশেষ !
আছে নাকি কিছু হায়
করিমের বদনায়
আমারে দিবে না, আমি হিন্দু !

২

দীঘি সে লজ্জাবতী পানার বোর্খা দিয়া
ঢাকিয়াছে ঘোলাটে সে রংকে,
কিন্তু তা-বলে তারে ভেবো না নিঠুর-হিয়া,
শুনিয়াছি নাকি তার অঙ্কে

মশকের 'লারভা'রা
পাইয়াছে ঠাঁই তারা ;
পলাতক পিতামাতা, কচি কচি অনাথারা
দীঘির অনাথালয়ে
উঠিতেছে বড় হয়ে
শ্যাওলার ঘন স্নেহ-পঙ্কে !

৩

বলেছিল দেশ-নেতা—"কোথায় পাইবে জল ?
বড়লোকে শুষে নিল দেশটা,
সেমিজ, পাজামা, ধুতি কাচিছে খুলিয়া কল !
কিছু যা-ও বাকী ছিল শেষটা
শিশি হাতে ডাক্তার
এসে নিল ভাগ তার,
পুরাইতে বড় বড় ওষুধের দাগ তার !
রাস্তায় ঢালে জল
নহিলে 'কার' অচল,
চটে যায় বিষ্টু ও কেষ্টা !"

৪

গেলাম নেতার কাছে, কহিলাম, "আসিয়াছি
হে দেবতা, বহু দুখ ভুঞ্জি—
বাণী শুনে এতকাল বড় ভালোবাসিয়াছি,
ওগো করুণার চেরাপুঞ্জি,

শুরু কর ধারাপাত
সারাদিন সারারাত
তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে কর কর দৃক্‌পাত !
ভারতের গৌরব,
তুমি নাকি পার সব
এই কথা ক্রমাগত শুনচি !”

৫

কহিলেন নেতা হেসে—“ভালো করিয়াছ এসে
সত্যাই বড় জলকষ্ট !
বরাবর বলিয়াছি ও পোড়া বাঙলা দেশে
সকলেই করে জল নষ্ট !
দেখিতেছি সত্যই
তুমি তৃষ্ণার্তই
কিন্তু বাঙালী ভাই, মোর কাছে জল কই ?
অল্পই আছে যাহা
পারিব না দিতে তাহা
কারণটা বলি শোনো পষ্ট।

৬

হাড়িদের মেথরের বাগদি ও মুচিদের
গায়েতে হয়েছে এত গন্ধ
বুকে টেনে নিতে বাধে সাত্বিক ও শুচিদের
রুমালেও করি নাক বন্ধ।

ময়লা যে চাপ-চাপ
(—বিধাতার অভিশাপ !)
শপথ করেছি আমি করিবই তাহা সাফ,
আটা ও রুমাল বেচে
সাগর এনেছি সেচে
সাবানও জোটে নি কিছু মন্দ !

৭

আমার যা জল তাহা 'রিজার্ভ্‌ড্‌', পারি না দিতে
হে তৃষিত, করিও না দুঃখ।
খেজুর পাইতে পার যদি তাহা চাও নিতে
হয়তো লাগিবে কিছু রুক্ষ !

খাও যদি খর্জুরই
'রিলেটিভিটি'তে মুড়ি
বুঝিবে তখন তুমি কেউ নাই ওর জুড়ি !
বিশেষ তফাত নাই
জলে ও খেজুরে ভাই,
চিন্তা করিয়া দেখো সূক্ষ্ম !"

৮

কহিলাম, "দাও দাও—জয় তব জয় হোক্
কোথায় খেজুর কই— কোনটা ?"
সত্য না স্বপ্ন এ ? ইহ না এ পরলোক ?
প্রলাপ কি বকিতেছে মনটা ?

— কিংবা এ শুধু তার
তৃষ্ণার হাহাকার,
পিপাসার জল চায় বুকে বসি সাহারার !
সহসা আঁখির জল
ঝরিল অনর্গল
খেয়ে দেখি তা-ও হায় নোন্‌টা !

মাসের পয়লা

নিজেরে বুঝিয়ে বলি—ওরে শোন শোন
এ যে তোর সৃষ্টিছাড়া পণ !
নাগালেতে নাই যাহা কেমনে তা পাবি—
এ যে তোর অসম্ভব দাবি !
ঘন গাঢ় দানাদার খাঁটি ভালোবাসা
পেতে তোর আশা !
তুই চাস, পৃথিবীর জীবন-যাপন
হোক শুধু একখানি রাগিণীর মধু-আলাপন !
একখানি বিবাহ করিয়া
'রোমান্স' করিতে চাস, জীবন ভরিয়া !
তুই চাস, তুহার বনিতা,
নানাবিধ করিয়া ভনিতা,
কখনও প্রেয়সী বেশে,—কখনো বা পাচিকা সাজিয়া
হিসাব রাখিয়া কভু, কখনো বা বাসন মাজিয়া,
জীর্ণ দেহটারে তার ইক্ষুসম নিঙাড়িয়া দিক !

কখনো বা ফুরসত-মাফিক
গাহিয়া নাচিয়া
নিত্য তোর চিত্ত হতে ফেলুক চাঁছিয়া
সর্ববিধ সকল ময়লা!
মাহিনা মিলেছে আজ মাসের পয়লা,
সুতরাং ঝোলা গোঁফে তা দিয়া দুবার
মানি আমি, চিত্ত তোর হয়েছে দুর্ধার
চন্দ্রালোকে,—ক্ষণিক উচ্চাশে
সফেন উচ্ছ্বাসে!
এও মানি হায়,
দু-পেগ' টানিলে পরে—(বিশেষতঃ পরের টাকায়!)
মন হয়ে ওঠে 'দিল'—চক্ষু হয় 'আঁখি'
রঙীন-কাপড়-পরা যে-কোনো রমণী হয় সাকী
আপনারে মনে হয় যেন কোন অবজ্ঞাত hero!
হিটলার, মুসোলিনি, নাদির চেঙ্গীজ কিংবা Nero,
কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু,
মনে হয় মোর কাছে নাবালক শিশু!

প্রাণ মোর আকাশেতে উড়ে যেতে চায়,
যে আকাশে হায়
সূর্য নাই, চন্দ্র নাই, নাই গ্রহ-তারা,
কেহ নাই শুধু আমি ছাড়া!
কিন্তু হায় বৃথা তুই মরিস কাঁদিয়া
দড়াদড়ি দিয়া তোরে রেখেছে বাঁধিয়া!
অন্তরস্থ ভুখা ভগবান
মাগে পরিত্রাণ!

পাছে করে পলায়ন, চারিদিকে তাই
দারা-পুত্র-পরিজন, মাসি পিসি, ভাগিনা ও ভাই
সারি সারি রচিয়াছে ব্যূহ !
ভুলে যাই আমি সেই কেনারাম গুহ,
কাজ করি 'মেকেঞ্জি লায়েলে'
সাহেব ধমকায় মোরে নটায় না এলে !"
বুঝায়ে মনেরে বলি—"বুঝি আমি সব,
কিন্তু ওরে যাহা অসম্ভব
হয় তা কি কভু ?"
মৌন রহি ক্ষণকাল, মন বলে, বুঝি সব ; তবু—।"
সুতরাং বল্গা আলগা করি কল্পনার
গিরিদরি মাঠ-বন হইলাম পার।

* * *

নন্দন কাননে বসি কোলে করি উর্বশী
শুঁকিতেছিলাম পারিজাত ;
অপ্সরীরা গাহে গান মন্দাকিনী কলতান
ধীরে ধীরে করে তারি সাথ !
উর্বশী হাসিয়া কহে, "ওহে সখা কহ তো হে,
পদ্মার ইলিশ মাছ নাকি
সুধা হতে মিষ্টতর, তা হতে উৎকৃষ্টতর
নাই কোনো কীট পশু পাখি !
সুতরাং খেতে চাই কহ, নাথ, কোথা পাই ?"
শোনামাত্র তখনি ছুটিয়া
শিয়ালদহতে গিয়া ভাল দুটি মাছ নিয়া
নিজ হস্তে দিলাম কুটিয়া !

মেলি কুন্দ-দন্ত-রাজি   উর্বশী কেলিল ভাজি,
মেনকা ও রম্ভারে ডাকিয়া
প্রেম-গদগদ-মুখে   খাইতে লাগিল সুখে
রসাবেশে চাখিয়া চাখিয়া।

*   *   *   *

সহসা রম্ভা তুলিলেন সুর,
"আমি প্রিয়তম খাব চানাচুর,
কথনো খাই নি, এ দুঃখ দূর
করো গো!"
টানি পুনরায় পিরীতির জের
কিনিয়া আনিয়া চানাচুর ফের
কহি রম্ভারে "তব দুঃখের
অবসান হোক—ধরো গো!"

*   *   *   *

মেনকা কহিল সলাজ হাসিয়া,
'আমি যাহা চাই দিবে কি?
আপনারে আমি দিতে চাই সখা
নিবে কি?
স্নেহে ও সোহাগে নিজেরে ছানিয়া
দিতে চাই তব চরণে আনিয়া
বঙ্গদেশের হে মহামানব,
হে ব্রহ্মচারী বিবেকী!
মোরে নিবে কি?"

*   *   *   *

চুম্বন করিয়া মোরে মেনকা সুন্দরী
বারম্বার কর্ণমূলে কহিল গুঞ্জরি,

"হে বাঙালী।
আমি ভিখারিণী তব—প্রেমের কাঙালী!
ফিরায়ো না, লহো সখা, রাখো মোরে পায়ে!"
সহসা হইল মনে, মেনকার গায়ে
কুকুরের গন্ধ কেন ছাড়িছে বেজায়!
কাছে টেঁকা দায়!
...আরে মোলো,—গোঁফ চাটে কেন?
প্রণয়ের নিদর্শন হেন
মেলে নি কোথাও।
"পাপীয়সি,—দূরে সরে যাও।"
বলে যেই মেনকারে ঠেলে দিনু দূরে
কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ—সকরুণ সুরে
স্বপন টুটিল মোর; দেখিলাম হায়
পড়ে আছি একেবারে ড্রেনের তলায়!

অন্তর্ধ্যান

১

কনক বরন পরম কান্তি
তপন উঠিল ভোরে;
সোনালি সোহাগে স্বপন ঘনায়ে
কহিতে লাগিল মোরে

"সন্ধ্যা-উষার রক্তিম রাগে
গানেতে গলিয়া পড়িতে যে আগে
সেই মন তব হরণ করিল
কহ, কোন মন-চোরে ?"

২

সারাটি ভুবনে জ্যোছনা ছড়ায়ে
সুদূর গগনে বসি
হাসিয়া হাসিয়া কহিল একদা
নিশীথ রাতের শশী :
"ওগো পৃথিবীর খেয়ালিয়া কবি,
আমার কথা কি ভুলিয়াছ সবি ?
আমারে ঘেরিয়া ছন্দ তোমার
ওঠে না তো উচ্ছ্বসি !"

৩

অভিমানভরে মাথা দোলাইয়া
কহিল গাছের ফুল—
"আমারে যে আগে ভালোবেসেছিলে,
করেছিলে সে কি ভুল ?
কুঞ্জে কাননে তেমনি করিয়া
নিতি নিতি ফুটে যাই যে ঝরিয়া,
তুমি তো আস না আর তো তেমন
তন্ময় ভাবাকুল !"

৪

লুটি নীপবন কহে সমীরণ
“কই কবি তব বাঁশি
বাজাও না কেন? ফুরায়ে গেল যে
বকুল ফুলের হাসি!”

কহে রূপসীর কাজল নয়ন,
“আমার মনের রঙিন স্বপন
আর তো দাও না ছন্দে ছন্দে
কবিতায় পরকাশি!”

৫

আমি ভাবিতেছি এ কি জ্বালাতন
এ কি মহা জঞ্জাল!
আমার মাঝারে কবি যে আছিল
মারা গেছে বহুকাল!

সেই সুকুমার তরুণ কিশোর,
চিহ্নও তার নাই মনে মোর
ভুসির দালালি করিয়া বেড়াই
আমি রামধন পাল।

বিদগ্ধ

লইয়া বিক্ষত পৃষ্ঠ বিমর্দিত শ্রবণ-যুগল
ধারাপাত সিক্ত করি বিগলিত অশ্রু-ধারাপাতে
কত কিছু শিখিলাম ! ইতিহাস, গণিত, ভূগোল,
সাহিত্য ও স্বাস্থ্য-পাঠ দণ্ডধারী পণ্ডিতের হাতে !

'প্রবেশিকা' সীমা-রেখা অতিক্রমি পিতৃ-পুণ্যফলে
'নলেজ'-লোলুপ হয়ে উত্তরিনু কলেজ-প্রাসাদে ;
নানাবিধ ভাব সেথা জুটিয়া কহিল দলে দলে,
"মস্তিষ্ক-কোটরে ওরে অবিলম্বে মোদের বাসা দে।"

আমি অতি ক্ষুদ্র নর—ক্ষুদ্রতর মস্তিষ্ক আমার,
তারি মাঝে ভাব-বৃন্দ বসিলেন গাদাগাদি করি ;
চকিতে ফলিল ফল !--বুক ফাঁক হইল জামার,
পাদুকার চাকচিক্যে দর্পণ কহিল, মরি মরি !

দেশ-প্রেম, রুষ-প্রেম, চর্চা করি নানারূপ প্রেম
রাজা ও উজির কত মারিতেছি হয়ে একজোট ;
সহসা মরিল পিতা ! সঙ্গে সঙ্গে এবং (ও, শেম !)
পরীক্ষায় ফেল করি পাইলাম নিদারুণ চোট।

ক্রমশঃ বুঝিতে হল মিথ্যা মায়া প্রেম জামা জুতা
পিওনের ঘন ঘন আনাগোনা থেমে গেল সব ;
চতুর্দিক হতে লভি বহুবিধ উপদেশ-গুঁতা
'নোট'-ভেলা 'পরে চড়ি' পারাইনু পরীক্ষা-অর্ণব !

অর্ণব হইয়া পার দেখিতেছি ধূ ধূ বালুরাশি
শ্রম-ক্লিষ্ট দেহ হায় মাগিতেছে ক্ষুধার খাবার,
শিরোপরে ভাব-গুচ্ছ (কলেজে যা জুটেছিল আসি)
দ্বীপবাসী বৃদ্ধ সম তাড়না করিছে বারম্বার।

সিন্দবাদ সম মোর নাহি বীর্য নাহি বুদ্ধি বল,
ভাব ভাবনার ভার বহিতেছি পিঠে চিরকাল ;
ক্ষুধা-খিন্ন দুর্বলের একমাত্র ডিগ্রীটি সম্বল
তাই লয়ে খুঁজিতেছি 'wanted' সন্ধ্যা ও সকাল

শালা

সামান্য মনুষ্য নহ, নহ শুধু গৃহিণীর ভ্রাতা,
হে শ্যালক, হে স্বভাব-শালা,
বঙ্গদেশে বহু বেশে বহুবার দেখেছি তোমারে
রচিয়াছি তব জয়-মালা।

বহুবার করে গেছ অকিঞ্চন-চিত্ত পরশন
সভামঞ্চে নেতৃবেশে, হে শ্যালক, সৌম্যদরশন,

প্রাণের আবেগে যবে বক্তৃতা করেছ বরষন
সে বাণীর জ্বালা
বহু করতালি যোগে প্রাণ মন করি ধরষম
কর্ণ-দুটি করিয়াছে কালা।
হে শ্যালক, হে স্বদেশী শালা॥

কখনও বা শ্মশ্রু গুম্ফে আবরিয়া ও চাঁদবদন,
জটা-মৌলি গুরু-বেশে অঙ্গে দেছ গৈরিক বসন,
(নির্ভেক নির্ভীক কভু !) সানুগ্রহে ভক্তের সদন
করিতেছ আলা
আত্মার অঙ্গুষ্ঠ রূপ, গীতা, গান, বিজ্ঞান-বচন,
বিতরিছ উপদেশ-মালা,
হে শ্যালক, হে ধার্মিক শালা॥

কুর্দনে, নর্তনে, লাস্যে লক্ষজনে লাগাইয়া তাক
কখনো সিনেমা-পটে, হে রসিক, সভঙ্গী সবাক
গুণ্ডা-বেশে, কবি-বেশে, কাঁপাইছ সেই চোখ নাক
একই ছাঁচে ঢালা !
পিতৃধন ধ্বংস করি ছাত্র-ছাত্রী দেখিছে অবাক,
নাবালকে ভাঙিতেছে তালা,
হে শ্যালক, হে আর্টিস্ট শালা॥

উৎসর্গিয়া আপনারে কখনও বা শিল্প-পাদ-মূলে
বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ তার সমাপিছ সর্ব-দ্বিধা ভুলে।
সার্থক ধরেছ তুলি ! ক্রমাগত রং গুলে গুলে
হে শিল্প-দুলালা,

কণ্ডুয়ন-উন্মাদনা আন্দোলিয়া তুলিতে আঙুলে
আঁকিছ নিতম্ব-স্তন-মালা !
হে শ্যালক, হে পটুয়া শালা ॥

নির্লিপ্ত উদো-র পিণ্ড গিলাইয়া সন্ত্রস্ত বুধোরে
সাহিত্য রচনা করি শুনাও তা ক্ষেন্তি বা ভুতোরে ;
কোটর-প্রবিষ্ট আঁখি, গামছা-বাঁধা ক্ষুধার্ত্ত উদরে,
রসনায় লালা
কন্টিনেণ্টালি ঢঙে ডাক দাও কামারে ছুতোরে,
বক্ষে চাপি ধর বস্তি-বালা !
হে শ্যালক, হে বাস্তব শালা ॥

কখনও উকিল বেশ ! (মূর্খ জনে কহিবে বঞ্চক !)
অনর্থ-কে অর্থ-যোগে নানা শর্ত্তে করিছ সার্থক !
কখনও দালাল তুমি, কখনও বা মহা-চিকিৎসক
কভু বাড়ি-বালা,
কংগ্রেসে, মন্দিরে, মঠে, সর্ব ঘটে হে পরম বক,
নানা পুষ্পে ভরিতেছ ডালা !
হে শ্যালক, হে শিকারী শালা ॥

অনবদ্য তব কণ্ঠ কভু শুনি বিচিত্র ভঙ্গিতে
বেতারে, বৈঠকে, মাঠে, সভাস্থলে, রেকর্ড-সঙ্গীতে ;
কর্ণের পটহ ভেদি ধৈর্যসীমা চাহে যে লঙ্ঘিতে,
প্রাণ ঝালাপালা,
শ্মশানে, মশানে, রণে, পরাজয়ে, বিজয়ে, সন্ধিতে,

চলিয়াছে বেসুরো বেতালা,
হে শ্যালক, হে ওস্তাদ শালা ॥

হে মোর আসল শালা, হে প্রাকৃত, নির্জলা, নির্ঘাত
তোমারে বলি নি কিছু (ভাষা খুঁজে পাইনি অর্থাৎ),
ভাবিলেই তব কথা শিরে রক্ত চড়ে অকস্মাৎ,
অঙ্গে ধরে জ্বালা,
জুতা হস্তে ছুটে যাই ! কাছে গেলে শিথিল সে হাত,
মুখে তব মধু হাসি ঢালা !
হে শ্যালক, হে আদর্ত শালা ॥

দেশের দশের অর্থ শত হস্তে করিয়া লুণ্ঠন,
ভব্যতারে নগ্ন করি সভ্যতার খুলিয়া গুণ্ঠন,
কভু হাস, কভু কাঁদ, কভু তব মৃদুল কুন্থন
একই সুরে ঢালা।
"অর্থ চাই, অর্ঘ্য চাই, বৃদ্ধি চাই, ওহে জনগণ,
তৃপ্তি নাই, আনো ছালা ছালা !"
হে শ্যালক, হে কৌশলী শালা ॥

অপরিচয়ের মাঝে থাক তুমি অ-শ্যালক বেশে,
ঘনিষ্ঠ হলেই তব শালা-মূর্তি বাহিরায় এসে
আত্ম-বন্ধু-পরিজন কাছে গিয়ে দেখি, হায় শেষে
শালা—সব শালা !
দিন যায় ক্রমে দেখি শালা-সাগরেতে এসে মেশে
দুনিয়ার যত নদী-নালা—
হে শ্যালক, হে অনন্ত শালা ॥

সেকালিনী

চৈত্র মাসেতে হায় প্রবাসীর পাতাতে
শ্রীমতী অপরাজিতা নানা ছুতা-নাতাতে
কবিগুরু রবিদা-কে হাত-মুখ নাড়িয়া
দেখিতেছি ফেলেছেন একেবারে পাড়িয়া!
যদিও বয়স তাঁর সত্তর পারায়ে
বুদ্ধিটা একেবারে যায় নি তো হারায়ে!
নাতনীর কাছে তাই নানা রসে রসিয়া
হার মেনে কর-জোড়ে পড়েছেন বসিয়া।
'শিভাল্‌রি' এরে যদি নাহি চাহ বলিতে,
বলিও না!—সব কিছু হতে পারে কলিতে!

কিন্তু শ্রীমতী তুমি ভাবিও না তা বলে
ভুলাইবে আমারেও আবোলে বা তাবোলে,
আমার বয়স আজও তিরিশের কোঠাতে
(শুরু করিয়াছি সবে কিঞ্চিৎ মোটাতে!)
বুদ্ধিও হয়তো বা নয় খুব তীক্ষ্ণ,
তবুও বুঝিতে এটা হয় নি তো বিঘ্ন—
এ-কালিনী নহ নহ, তুমি সেকালিনী গো
স্বামী-সহধর্মিণী, তনয়-পালিনী গো!
অবশ্য এ-কালের হাব-ভাব ফ্যাশনে
আয়ত্ত করিয়াছ প্রাণপণ প্যাশনে

কবিতা লিখিতে চাও—যোগ দাও তর্কে,
ফুলুরি হয়তো খাও বিঁধে বিঁধে 'ফর্কে' ;
স্কার্ট-পাড়-শাড়ি তব নানাবিধ কোঁচেতে
রমণীয় ভাবে আঁটা কমনীয় ব্রোচেতে,
চা-পানি বানাতে পার জাপানীয় কাঁচেতে
খদরি ব্লাউস্ পর লণ্ডনি ধাঁচেতে।
এরোপ্লেনে যদি চড়, পাঁজি দেখে চড় গো,
মনে সদা ভয়-ভয়, সদা পড়-পড় গো !
হয়তো বা ড্রাইভারে বল নাকো 'থাম্ থাম্'
মনে মনে অবিরত জপিতেছ রাম নাম।

এ-কালিনী হতে যদি পাকা-পাকি ওজনে
বিলাসে, ব্যসনে, বেগে, বিহারে বা ভোজনে ;
তাহাদের মতো যদি থাকিত সে 'ড্যাশ'টা
যার বলে তারা এই পৃথিবীর ব্যাসটা
বেদ-ব্যাসের কোন বিধান না জানিয়াই
পার হয়ে যেতে চায়, নানা বাধা মানিয়াই।
গোল্লায় যেতে পারে—যেতে চায় 'মার্সে'
উদাসিনী বসে থাকে অচেনার পার্শ্বে।
রবিবারে ভালোবাসে প্রাণ দিয়া যাহারে
সোমবারে হাসিমুখে ত্যাগ করে তাহারে
এ-কালিনী হতে যদি চিন্তার জগতে
রবিদা-র পাওনাটা মিটাইতে নগদে।
পুরাতন নজিরের জের টেনে আনিয়া
সেকালের সেই পচা-কাহিনীকে টানিয়া

দেখাতে না একালের-সেকালের মিল গো,
এ-কালিনী শোনে যদি হয়ে যাবে নীল গো।

এ-কালিনী সেকালের তোয়াক্কা রাখে না
মিল যদি থাকে থাক, সেটা গায়ে মাখে না !
অন্তত তাই নিয়ে বাজায় না ঢাকটা
এ-কালের গর্বেই উঁচু তার নাকটা !
"আমি তো সেকেলে নই !"—এই তার গর্ব
তুমি সেটা শেষকালে করে দিলে খর্ব।
সেকালের মতো যদি একালের জগৎই
'প্রগতি' বলিছ কেন ? বল তবে 'অগতি' !
সেকালের দোহাইটা মিছে পেড়ে, উতলে,
এ-কালিনী শালীনতা লুটাইলে ভূতলে !
মনে হয় তাই তুমি একালিনী নহ গো
সেকালের গৌরব আজও বুকে বহ গো।

এ-কালিনী সকলেরে করেন না বিধি যে,
অধিকাংশই হায় পিসী মাসী, দিদি যে !
এবং বাঁচোয়া সেটা ! অন্তত আমাদের
অর্থাৎ Dick-Tom যদু-রামা-শ্যামাদের।
এ-কালিনী রমণীরে সিনেমা বা নাটকে,
যুদ্ধের শিবিরে বা রাশিয়ার ফাটকে
দেখিয়া তৃপ্ত হব, দিব হাততালিও ;
ঘরেতে কিন্তু চাই সে পুরাকালীয়

রাগে অনুরাগে ভরা অঞ্জন-লক্ষ্মী
আধুনিক ডিম্বেতে সনাতন পক্ষী

সুতরাং এই তব অতীত-প্রশস্তি
আনিয়া দিয়াছে মনে শান্তি ও স্বস্তি ;
খুশী আছি এই ভেবে আমাদের দেশেতে
দিদিমারা বেঁচে আছে নাতনীর বেশেতে।

নামানি

সে যেন সঞ্চিত ধন অদৃষ্ট যক্ষের !
পুত্র যেন তৃতীয় পক্ষের
বৃদ্ধ বিধাতার।
সুতরাং তার
দেশ যেন স্বর্গভূমি। যদিও তা মর্ত্যেতে বিরাজে,
ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা বসুন্ধরা মাঝে
শ্রেষ্ঠতম তবু তাহা :
বুলবুল, পিউ-কাঁহা,
পিক, দহিয়াল,
কুঞ্জে কুঞ্জে মুখরিয়া বকুল, পিয়াল,

হারায়ে সংবিৎ
ক্রমাগত গাহিছে সঙ্গীত!
পুঞ্জে পুঞ্জে অলি
ক্রমাগত পুষ্প 'পরে পড়িতেছে ঢলি
কিছু না মানিয়া ;
আশ্চর্য ! অভূতপূর্ব ! কবিকণ্ঠ কহে বাখানিয়া
মাতৃবক্ষে সে দেশেতে বিশেষ করিয়া
স্নেহ দিয়াছেন বিধি ভরিয়া ভরিয়া।
সে দেশের ভাই,
নাহি তারে কোনো তুলনাই।
সে দেশের নদীনদ সাপ ছুছুন্দর
সমস্ত সুন্দর।
তা লয়ে 'কোরাস্' ধরি উদ্বেলিত হৃদয়ে উদ্বাহু
ভগ্ন-কণ্ঠ হল কত শর্মা, সেন, সাহু।
বিশীর্ণ যদিও দেহ—কিন্তু ওগো সেই অনুপাতে
অন্তর যে পূর্ণ তার নানা অজুহাতে।
চক্ষু দিয়া গ্রাস করে ছাপার অক্ষরে
এবং বিশ্বাস করি পায় সে মোক্ষরে
মনে সে 'মোক্ষম্'
ম্যালেরিয়া, T. B. দেহে, মন তার নহে তো অক্ষম
বিচিত্র সাধনা ;
লক্ষ্মীরে কামনা করে ভারতীর করি আরাধনা,
ভারতীও অপরূপা, সাদাসিধা নহে বীণাপাণি,
নহে তা কমল-বন-বাণী।
হস্তে নাহি বীণা ;
ছিন্নমস্তা মূর্তি তার—মাথামুণ্ডহীনা

আপন শোণিত পিয়া
তাথিয়া তাথিয়া
নৃত্য করে উন্মাদিনী ; তারি চারি পাশে
লক্ষ্মীরে কামনা করি ভারতীর অর্ঘ্য বহি আসে
মুগ্ধ লুব্ধ ভক্তবৃন্দ যত
আবৃত্তি করিয়া নিত্য পুঁথিগত মন্ত্র শত শত !
নাহি তার মহিমার সীমা
জানে তাহা যে-কোন পিসীমা !
'মেকলে' পারে নি তাহা কিছুটা কমাতে
মিস্ মেয়ো, পারে নি দমাতে !
সঙ্গে সঙ্গে উত্তর সে করিয়া প্রদান
করেছে প্রমাণ
তাহারা মহজ্জাতি ।— আর্য-গর্ব উত্তরাধিকারী
সাক্ষী তার আছে সারি সারি
অতীতের বনিয়াদে পোঁতা
সকলের থোঁতা মুখ হয়ে গেছে ভোঁতা !
অন্তরে ঐশ্বর্য তার—বাহিরে সে যদিও কাঙালী ।
নাম কি বাঙালী ?

সে যেন সাঁতারু বীর নিতান্ত নির্ভীক
অপার জলধি বক্ষে সাঁতারিয়া চলিয়াছে ঠিক ।
চলিয়াছে সোজা
পৃষ্ঠে বহি গুরুতর বোঝা
বিরাট সংসার !
ছেলে মেয়ে বউ বোন মাসী পিসী সব সারে সার

সানন্দে বসিয়া আছে ছুলায়ে চরণ,
সাঁতারু চলেছে সোজা তুচ্ছ করি জীবন মরণ
কেহ তারে দেয় না রেহাই
আসে রোগ, আসে 'বিল', আসেন বেহাই
মাঝে মাঝে নামে অকস্মাৎ
মনিবের রুদ্র পদাঘাত।
নামে বারংবার
যুযুধান রুষ্টা প্রিয়ার
তীক্ষ্ণবাক্যবাণ ;
কোন-দিকে নাহি দিয়া কান
উত্তাল তরঙ্গমালা, গর্জমান মহাঝঞ্ঝাবাত,
না করিয়া কিছু দৃক্‌পাত
সাঁতারু চলেছে সোজা—মুখে নাহি বাণী।
নাম কি কেরানী ?

যে মালা পরায় প্রিয়া নিজ প্রিয়তমে
সোহাগে সরমে,
সে মালার
সেই মালাকার।
অন্তরালে থাকি নিজে ছুইখানি অচেনা অন্তর
পরিচয়-বন্ধনেতে বাঁধে নিরন্তর !
যেন সে 'হাইফেন'
কবি ও কাগজ মাঝে যেন 'ফাউনটেন' !
একের মনের বার্তা অপরের বুকে
বহি আনে সুখে !

শুষ্ক ভূগোলেতে যেন যোজক, প্রণালী,
যুক্ত করি চলিয়াছে খালি
দেশে দেশে, সাগরে সাগরে
ক্রেতা আর বিক্রেতায় ; নাগরী, নাগরে।
যদি আসে কাছে
মনে হবে, আছে আছে আছে
এ জগতে আছে একজন
যার কাছে খোলা চলে মন !
আকাশের চাঁদ পেড়ে দিতে পারে হাতে
যদি পায় তাতে ·
কিছু কমিশন !
সবুজে করিতে পারে অনায়াসে লাল।
নাম কি দালাল ?

তবু চাই তাকে
করিতে পারে না কিছু তবু তারে ডাকে।
আছে ইতিহাস :
বহু অর্থ করিয়া বিনাশ,
বহু লজ্জা, বহু প্রেম, করিয়া হজম ;
দিবা নিশি করি বহু শ্রম
লভিল সে যাহা
কী যে বস্তু তাহা
বলিল না কখনো খুলিয়া।
রহস্যের আবরণ দিয়া
আপনারে রাখিল ঢাকিয়া

সতত সবার চিত্ত উৎসুক সদাই
বলে, 'তাকে চাই !'
গল্প যেন প্রকাশ্য ক্রমশ,
আমসি আচার যেন যতবারই চোষ
কিছুতেই তৃপ্তি হয় নাকো ;
কিছু হইলেই তাই বলে তারে, "ডাকো।"
এবং ডাকিলে সেও আইসে ছুটিয়া
প্রাপ্য তার টাকা-কটি নিয়া,
লিখে যায় চালায়ে কলম
সার্টিফিকেট কভু, কখনো বা মিকশ্চার, মলম,
উঁচু করি বিজ্ঞ নাক তার
—নাম কি ডাক্তার ?

পৃথিবী যে রঙ্গমঞ্চ—একথা সে বুঝেছে প্রচুর
ইংরেজ-বিদ্বেষী আজ, কল্য তাই রায়-বাহাদুর !
নিত্য নব অভিনয়-শখ,
রাম বা রাবণ কভু, কভু মন্ত্রী, কভু বিদূষক !
সে যেন বুঝেছে ভূমা
উচ্চ-নীচ, ভালো-মন্দ, চড় কিংবা চুমা
আসল নকল
তার কাছে সমান সকল।
কিন্তু নয় আইনস্টাইন
(যদিও সে নানাবিধ জ্ঞানের 'মাইন')
ভেদ-বুদ্ধি আছে কিছু চিতে।

টাকাতে ও খোলামকুচিতে
আছে যে তফাত
সে কথাটা ভুলিতে সে পারে না হঠাৎ।
'মাইনাস'-ওইটুকু সমদৃষ্টি সব তাতে তার
সত্য মিথ্যা তার কাছে স্পষ্ট একাকার!
মিথ্যা প্লাস কিছু টাকা হয়ে যায় সত্যের সমান
নিত্য তাহা করিছে প্রমাণ।
কভু হস্ত জোড় করি কখনও বা উঁচাইয়া কিল,
—নাম কি উকিল?

* *

প্রিয়ার নয়ন-কোণে যেন সে পিঁচুটি!
কারণ বিছুটি
লাগায়েছে মকর-কেতন,
অথচ পকেটে নাই তেমন বেতন!
নাই সেই রজত-নিক্কণি
যার জোরে হওয়া যায় নয়নের মণি
কোন রমণীর!
কিংবা যদি—বীর
হইত সে, যৌবনের আবেগে অধীর,
আনিত লুণ্ঠন করি কোন রূপসীর
সমস্ত হৃদয়!
কিন্তু হায়, বিধাতা নিদয়
দেহ তার কিছুতেই হল না সবল,
লম্বা চুল, জুলফি, গোঁফ, ব্যর্থ সকল!
ক্রয়েডি মুখস্থ বুলি হল অনর্থক
ভেজে না তাহাতে চিপিটক!

তাই
পিঁচুটির মতো আছে লাগিয়া সদাই
কিছুতে না দমে
বার বার পুঁছে ফেলে—পুন এসে জমে,
যৌবনের 'প্যারডি' সে অথচ করুণ,
নাম কি তরুণ ?

দরদ

যাহারে বেসেছি ভালো, বাসিব রে কিংবা
আম, আতা, আনারস, কুল, কচু, নিম বা
সায়গল, উমাশশী, ডগলাস্, ময়না
হিট্‌লার হরিজন গারবো বা গয়না
ভাটিয়া, ইহুদি, আগা, মাড়োয়ারি, পার্সি
ভিটামিন, সোভিয়েট, চশমা বা আরশি
লাল পানি, তামাক, চা, মোদক বা গাঞ্জা,
কিশোরী, যুবতী, বুড়ী, পতিহীনা, বাঞ্জা,
টু-সীটার, পুলোভার, ডিম, কিমা, নিমকি ;
সুভাষ, সাপ্রু, রবি, শিশির বা সিম্‌কি ;
বাছুর, ছাগল, ভেড়া, চার্লি বা মার্লেন ;
জি. বি. এস., কুপ্‌রিন্‌ বুনিন্‌ বা আরলেন ;
ট্যাক্সি, ফোন বা লেক ক্যামেরা বা তুলি গো,
ভাইঝি, বৌদি, মাসী, ভাগিনী, মাতুলী গো ;

করপোরেশন, রেস, বীমা আর মাসিকে
কংগ্রেস, রায়বেঁশে, সেতার বা বাঁশিকে,
ফ্রয়েড্ আর ভেরোনফ্, co-ed বা কুল্‌পি,
স্বরাজ, বেতার-বাণী, গজল বা জুলফি,
শাঁসালো শ্বশুর, শালী, প্রেয়সীর ওষ্ঠ,
সাঁতারু, বিমান বীর, নাইডু বা গোষ্ঠ,
খাদি বা টুইল মুগা, আদ্ধি, গরদ গো
সকলেরই তরে মোর গভীর দরদ গো ;
কান ধরে উঠ-বোস করাইছে নিয়ত
উদ্ধার যদি থাকে বাতলায়ে দিও তো।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ

"খামাখা কয়েক বালতি জল ঢালি উলঙ্গ শরীরে
ভেবেছিস কি রে
পাইবি নিস্তার ?
আশা নাই—ওরে মুর্খ—আশা নাই তার !
তোর চৌদ্দ পুরুষের দফা
করিয়াছি রফা,
তোরও দফা করিব নিকাশ
আছে এ বিশ্বাস।

স্নান কর্, পাখা চালা, যত খুশি খা তুই বরফ
ফলে শুধু বৃদ্ধি হবে কফ !
লাভ নাহি ইথে,
ভালো করে জেনে রাখ চিতে,

মোর হস্ত হতে তুই পাবি না নিস্তার
অক্ষুণ্ণ প্রতাপ মোর এ দেশেতে করেছি বিস্তার !
দেহ তোর, মন তোর, মনুষ্যত্ব, বিবেক—বেবাক
আমার জারকরসে করি পরিপাক
অবশেষে পাঠাব চুলিতে
গেন্ডুয়া খেলিব তোর মাথার খুলিতে।

—ইতিহাস আছে কি স্মরণ ?
করি আস্ফালন
আর্য নামে জাতি এক এসেছিল এদেশে একদা
সিন্ধু-গঙ্গা-গোদাবরী-কাবেরী-নর্মদা
তোলপাড় করিয়া সর্বদা
অনার্যের শিরে হানি বিজয়ীর গদা
কত কিছু করিল তাহারা !
—কোথা আজ তারা ?
এ দেশেতে আজ যারা বাঁধিয়াছে ঘর
সাদা, কালো, মেটে, মোটা, রোগা বা নধর
ভুঁড়ি, পিলে, বহুমূত্র, যক্ষ্মা, বিসূচিকা
টাক, টিকি, টুপি, টিকা
ধুতি, প্যাণ্ট, লুঙ্গি, লেংটি—মিল বা খদর—
এরাই কি আর্যবংশধর
করিতেছে যারা কিলবিল ?
কোথা সে নয়ন নীল ?
পিঙ্গল কোথা সে কেশদাম ?
ঋজু দেহ কোথায় সুঠাম ?

কোথা সেই দৃপ্ত তেজ ? – কোথা বীর্য বল ?
সত্যাগ্রহী জ্ঞানবৃদ্ধ কই ঋষিদল ?

ঢাল্ ঢাল্ যত খুশি ঢাল্ তুই জল
এড়াইতে পারিবি না আমার কবল !
মনে আছে ? এসেছিল পাঠান মোগল ?
"যাদের চরণ-ভরে ধরণী করিত টলমল !"
কোথা তারা ?
কোন শূন্যে হল তারা হারা !
ক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্র শক্তিমান সেই বীরগণ
'দীন্' 'দীন্' 'দীন্' 'দীন্'—বিজয়ার ঘন গরজন
কোথা আজ তাহা ?
হাহা হাহা হাহা হাহা হাহা হাহা…
বদনা পিক্‌দানিমাত্র করিয়া সম্বল
দর্জিতে চালায় কল
কোচম্যান হাঁকাইছে গাড়ি
পশু শবদেহ ঘিরি কশাইরা করে মারামারি !"
নিদাঘের তীব্র তীক্ষ্ণ স্বর !
শুনিলাম ধ্বনিতেছে ভরিয়া অম্বর !

পদি পিসী

জান না বন্ধু, পদি পিসী কোথা থাকে ?
—দেখ নি কখনো তাঁকে !
অর্থাৎ যিনি সবার বাড়িতে
কাঠি দিতে চান প্রতিটি হাঁড়িতে,

কায়দা-মাফিক ফোড়ন ছাড়িতে
সকল কথার ফাঁকে
দেখ নি কখনো তাঁকে ?

শোন নি কি তাঁর অভিজ্ঞতার বাণী !
সবেতেই 'জানি' 'জানি'।
নিমোনিয়া হল বীরেন পালের
পদি পিসী কন, "নিমের ছালের
পুলটিস্ দাও পুরান চালের
সঙ্গে হলুদ ছানি।"
অভিজ্ঞতার বাণী !

গাছ থেকে পড়ে মরিল মথুর মাঝি,
পদি পিসী খোলে পাঁজি !
'ত্র্যহস্পর্শ'-'ত্রিপাদ' প্রভৃতি
দেখিয়া সবার উপজিল ভীতি,
"প্রায়শ্চিত্ত করাটাই রীতি,
—ব্যবস্থা করো আজই !"
পদি পিসী খোলে পাঁজি !

মকদ্দমায় পড়েছে বিপিন রায় ;
পদি পিসী বলে, "হায়
উকিল-টুকিলে হবে না কিছুই
নিরামিষ খেয়ে থাকো দিন দুই
কবচটা পরো ! তুমি হিন্দুই
তোমারে বলো কে পায়"
পদি পিসী দিল রায় !

বসন্ত রোগ হল যবে চারিদিকে
নিজে নিল পিসী টিকে
অথচ মাথাটি নাড়ি ঘন ঘন
কহিল, "পাড়ার সকলে শোনো
শীতলা পূজার করো আয়োজন
বুঝি না ও টিকে-ফিকে !"
নিজে নিল পিসী টিকে !

মারা গেল যবে রাধু ঘোষালের নাতি,
ফুলায়ে মস্ত ছাতি
পদি পিসী কন—"জানতাম, আরে
বারণও করেছি ছেলেটার মারে
জোলাপ কখনও খায় গুরুবারে !
—ডাক্তারি, না এ হাতি !"
কহিল ফুলায়ে ছাতি !

দেখ নি বন্ধু, আজো তুমি পিসীটিকে ?
দেখো তবে ওই দিকে !
আরে যা হেসেই হলে দেখি খুন,
ওই পদি পিসী, পরি পাতলুন !
ওরি এত কথা, ওরি এত গুণ
ওরি জোরে আছি টিকে
দেখে রাখো পিসীটিকে !

লেখাপড়া-জানা ভারি নাকি পণ্ডিত ও !
ডিগ্রীতে মণ্ডিত !
টিকি ঢাকা আছে টুপিতে সোলার

কণ্ঠি ঢাকিয়া রেখেছে 'কলার'
যায় নাকো দেখা জামার তলার
চাবি-বাঁধা উপবীত !
ভারি নাকি পণ্ডিত ও !

লেখাপড়া-জানা মস্ত ও বিদ্বান—
চুলভরা দুটি কান !
হেসো না বন্ধু, চেয়ে দেখো ফের
পুংলিঙ্গই পিসীমা মোদের !
নস্য টানিছে হাঁড়ল নাকের
কিবা মরি-বাঁচি টান :
চুল-ভরা দুটি কান !

পিসী আমাদের নানাবেশে দেন দেখা
কভু সোজা, কভু বেঁকা !
নানাবেশে তাঁর চির অভিসার
কখনও কেরানী, কভু অফিসার
কভু ডাক্তার, কভু প্রফেসার
কভু পাজি, কভু ন্যাকা !
নানারূপে দেন দেখা ।

ওরে ও বাঙালী

ওরে ও বাঙালী, ওরে ও কাঙালী ওরে ওরে ভিক্ষুক,
পরের দুয়ারে হস্ত পাতিয়া আজো কি রে পাস সুখ !
কেরানীর জাতি বলি মারে লাথি উপহাস করে সবে
মানুষের মতো যোগ দিবি কবে জীবনের উৎসবে !
সত্যিকারের মানুষ হায় রে সত্যি কি নাই দেশে
মনুষ্যত্ব বিকায়ে সবাই চাকরিই চায় শেষে !
হায় রে কপাল হায়,
চাকরি না পেলে বাঙালী-জীবন শুকায়ে মরিয়া যায় !

উৎসাহ, মান, প্রেম, সম্মান, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, বল,
বাঙালীর হায় সবার মূলেতে চাকরিই সম্বল !
কাউন্‌সিলেতে, করপোরেশানে, রাজদরবারে হায়,
বাঙালীর ছেলে দু-হাত পাতিয়া চাকরি কেবল চায়।
প্রেমের তাগিদে বলেছিল মীরা, "চাকর রাখ গো মোরে"
পেটের তাগিদে বাঙালী-চাকর বেড়ায় চরণ ধরে !
হায় রে কপাল হায়,
চাকরি না পেলে বাঙালী-জীবন শুকায়ে মরিয়া যায়।

চাকরি পাইবে বলিয়া তাহার পরীক্ষা পাস করা,
ডিগ্রী জুড়িয়া নামের শেষেতে গর্বে তুলিয়া ধরা !
কিন্তু অধুনা ডিগ্রী হলেই চাকরি মেলে না, মিতা,
সুতরাং বুলি ধরেছে বাঙালী লেখাপড়া শেখা বৃথা !

লেখাপড়া শেখা বৃথা ওরে তোর, কেরানী না হলি যদি,
প্রবন্ধে লেখে বাঙালী-লেখনী এই কথা নিরবধি !
হায় রে কপাল হায়,
চাকরি না পেলে বাঙালী-জীবন শুকায়ে মরিয়া যায় !

মাড়োয়ারী হল বড়লোক নাকি করিয়া দোকানদারি,
মাড়োয়ারী-মোহ বাঙালী-মনেতে প্রভাব করেছে জারি ।
লেখাপড়া শিখে লাভ নেই কিছু, দোকান খুলিয়া বোস,
কিন্তু হায় রে ক্যাপিটাল কই এযে মহা আফসোস ।
অগত্যা শেষে বাঙালী-বালক পিসা বা মেসোকে ধরে
চাকরি চেষ্টা করিয়া বেড়ায় প্রতি অফিসের দোরে !
হায় রে কপাল হায়,
চাকরি না পেলে বাঙালী-জীবন শুকায়ে মরিয়া যায় ।

মানুষ হওয়া যে আগে দরকার, বাঙালী ভুলেছে তা কি !
সত্যিকারের মানুষ হলেই কতটুকু থাকে বাকী ।
মনুষ্যত্ব বিকশিত হলে বোঝা যায় নিমেষেই
জীবন ধারণ করিবার তরে বেশী প্রয়োজন নেই ।
অল্প যা কিছু আছে প্রয়োজন, মানুষ হলে তা মেলে
আপিসে দোকানে স্বদেশে বিদেশে ঘরেতে কিংবা জেলে,
মানুষ হওয়া যে চাই,
মানুষ না হলে সহজ-সরল নাহি কোন পন্থাই ।

মানুষ হবার সাধনা কোথায় ? কই চরিত্রবল ?
জীবন-পথের কোথা ওরে তোর সেই সেরা সম্বল ?
নির্ভীক প্রাণ, শিক্ষিত মন—কই সে কর্ম-বীর ?
এ যে দেখি শুধু চাকরি-লোলুপ ভিখারীর যত ভিড় ।

ভিখারী কখনও পায় কি শ্রদ্ধা ? কে দেবে তাহারে মান,
যে জন নিজেরে জীবনে কখনও করিল না সম্মান।
মানুষ হওয়া যে চাই,
মানুষ না হলে সহজ-সরল নাহি কোন পন্থাই।

নেপোলিয়নের কীর্তি পড় নি ? বুকার ওয়াশিংটন
ফোর্ড, এডিসন, গান্ধি, প্রতাপ, যতীন্দ্র, নেলসন
আরো কত আছে—ভেবে দেখ তোরা জীবনে ইহারা সবে
মানুষ হবার সাধনা করিয়া ধন্য হয়েছে তবে।
মানুষের কাছে বিঘ্ন ও বাধা কিছু দুস্তর নয়,
বীর্যবন্ত রামচন্দ্র কি করে নি সাগর জয় ?
মানুষ হওয়া যে চাই,
মানুষ না হলে সহজ-সরল নাহি কোন পন্থাই।

চাকরির লোভ ছাড় রে বাঙালী, চাকরির মোহ ভোল,
কুসুমের মতো জগতের মাঝে নিজেকে ফুটায়ে তোল।
ফুল তো কাহারো চাকরি করে না, পাখি তো কেরানী নয়,
অথচ তাহারা কোন্ সুধারসে চির আনন্দময় ?
আকাশ হইতে আলোর বারতা মরমে তাদের পশে,
সার্থক তারা প্রকৃতির কোলে ধরণীর প্রাণরসে।
মানুষ হওয়া যে চাই,
মানুষ না হলে সহজ-সরল নাহি কোন পন্থাই।

মুগ্ধ হইলাম,
কহিলাম,
"ধন্য কবিবর,
এতকাল অন্তর-বিবর
ছিল অন্ধকারে।

আলোকিত তুমি তারে
করেছ আজিকে
কবিতাটি লিখে।
কী করিতে পারি, বন্ধু, কহ প্রতিদানে ?”
চাহি মোর পানে
কহে কবি তুলি কণ্ঠ ক্ষীণ
“স্যর, I mean,
সার্থক কবিতা মোর, চিত্ত তব করিয়াছে জয়,
কিন্তু স্যর পাইলে অভয়
মনের কথাটি মোর কহি অকপটে।
কবিতা লিখেছি বটে
কিন্তু অন্তরে
যে কথাটি গুমরিয়া মরে
নিত্য রহি রহি
অভয় দেন তো যদি কহি ;
I mean,
চাকরি একটি দয়া করে জুটাইয়া দিন।”

প্রেম-পত্র

প্রিয়ে,

উচ্ছৃঙ্খল অন্তরের উত্তুঙ্গ উৎসাহ
(নির্যাস যেন রে হায় করঞ্জ ফুলের !)
উচ্চকণ্ঠে উল্লম্ফিয়া কহে, “কি প্রদাহ।”
মর্ম মাগে স্পর্শ-সুখ কবোষ্ণ চুলের।

রুদ্ধ যে আবেগ-ভরে টিট্টিভ-সুন্দরী
পক্ষ-কণ্ডূয়ন করে বিম্বচঞ্চুঘাতে,
যে-অশ্ব ভ্রমরসম উঠে গো গুঞ্জরি
অশ্বিনী-স্বপন-মুগ্ধ,—বন্দী মন্দুরাতে,

উদ্যত যে নিষ্ঠাভরে উদ্ধত 'কাইজার'
মহাযুদ্ধে অবতরি বিনষ্ট হৈল,
বৈষ্ণবের মনোব্যথা (বৈষ্ণবী নাই যার !)
অকথ্য যে কষ্ট সহি তিল দেয় তৈল,

নভ-পুষ্প-বাচ্য সব ? উদ্বেলিত প্রাণ
ধাক্কা মারে পঞ্জরের প্রতিটি অস্থিতে।
কহে মোরে, "উত্তিষ্ঠত, করহ উত্থান,
ঝেড়ে উঠ ! নাহি দিব রহিতে স্বস্তিতে।

অচিরাৎ ফাউণ্টেন করি আস্ফালিত
অভীপ্সা-বুদ্বুদে করি' কাগজে স্থাপন
রদ্দা মারি পদ্য-পুষ্প করো বিস্ফারিত,
করো করো হৃৎপিণ্ড-ব্রত উদ্‌যাপন !"

উদ্বোধিত চিত্তে তাই উদ্দাম উদ্দেশে
উত্তোলন করিয়াছি 'পার্কার' সম্ভ্রমে,
এরোপ্লেন ঘর্ঘরিয়া—ওড়ে যথা শেষে
অম্বর করিয়া লক্ষ্য প্রত্যহ দমদমে !

উন্মাসা বসিয়া আছি আন্দোলিয়া জানু ;
মস্তিষ্কে উদ্‌বৃত্ত নাহি কিঞ্চিৎ বল, ধী।

উদিবে না চিত্তে মোর আজি কাব্য-ভানু
উত্তরিয়া অন্তরের উত্তাল জলধি ?

উত্তেজনা, উদ্দীপনা, উল্লাস, উদ্বেগ,
উচ্চারিছে সমস্বরে, "কিচ্ছু শুনব না"
সামান্য দর্দুর ক্ষিপ্ত ঈক্ষণিয়া মেঘ !
উন্মাদ অর্বুদ-স্বরে গর্জিছে উন্মনা।

ইরম্মদে মহানন্দে আয়ত্ত করিয়া
সঙ্গীত-গমক সাথে নিষ্পেষিত করি
উদ্‌ভ্রান্ত উৎকণ্ঠা-খানি শব্দে সম্বরিয়া
দিব রে সম্ভব হলে 'এনভেলাপে' ভরি।

উদ্ব্যস্ত উৎক্ষিপ্ত চিত্ত গর্জিছে—গুড়ুম্‌,
সমস্ত সত্তারে চাহে করিতে উৎখাত,
মূর্তি পরিগ্রহ করো শব্দ-কল্প-দ্রুম !
ঈপ্সা দহে, শব্দ নাই অসহ্য উৎপাত।

উচ্ছিষ্ট উপমা লয়ে করিব উচ্ছ্বাস ?
কোন দিন সেই শখ বান্দার নাহি তা—
অথচ করিব কাব্য তাও তো উচ্চাশ !
চার্বাকীয় চরিত্রের চলিষ্ণু চাহিদা !

উড্ডীন গগনে তাই চিত্ত উৎক্রোশ
বিন্দুবৎ প্রতিভাত বিস্তার সিন্ধুর,
বিরহ-মার্জার কহে, "হায় কি আফসোস
পিতৃগৃহে অবস্থিত ঈপ্সিত ইন্দুর।"

রিরংসা-ভুজঙ্গী করে দংষ্ট্রা-প্রদর্শন,
আত্মা-পৃথ্বী কম্পমান ভূমিকম্প ভরে !
চিদাকাশে পুঞ্জীভূত উষ্মা-প্রভঞ্জন
পুষ্যা-চিত্রা-স্বাতী-জ্যেষ্ঠা অবলুপ্ত করে।

সমস্ত সলিলে কিন্তু হবে রূপান্তর
মৎকুণ-যন্ত্রণা হবে নিঃশেষ প্রভাতে,
নিতান্ত নির্জন যেন এ চিত্ত-প্রান্তর
মাতাল পতঙ্গবৃন্দ গুঞ্জরিছে তাতে।

ইচ্ছা করে সে প্রান্তরে কাব্য-'মনুমেণ্ট'
প্রতিষ্ঠিব শাক্তমতে করি নিষ্ঠাচার,
বক্তৃতা করিয়া হব রক্তারক্তি, 'ফেণ্ট'!
—ত্যক্ত করে তিক্ত যত ভাক্ত শিষ্টাচার !

তিতিক্ষার শিক্ষা নাই ; ভিক্ষাও সঙ্কট,
দীক্ষা-গুরু পিতৃগৃহে ! ইন্দ্রিয়-বল্মীক
বাল্মীকি করিল মোরে উদগ্র উৎকট,
তৃষ্ণায় বক্ষের তক্ষ কহে—ধিক্ ধিক্ !

প্রাক্তন মঞ্জুষা-স্থিত মুক্তা বা পান্নার
খরিদ্দার নহি আমি ;—বুভুক্ষায় মরি !
দন্ত কড়মড়ি তাই দুর্দম কান্নার
অশ্রুধারে রাজবর্ত্ম পিচ্ছিল যে করি।

পরিষ্কার বুঝিতেছি নিষ্কাম গীতার
পরিচ্ছন্ন তত্ত্বে মোর নাহি কিচ্ছু দাবি।

রাত্রিকালে দুগ্ধ চাহি, সন্ধান কি তার
প্রদানিবে, কুত্র আছে দুগ্ধবতী গাভী?

শঙ্খ বাজে,—কঙ্ক ওড়ে সন্ধ্যার অম্বরে
উজ্জ্বল বৃশ্চিক-দৃশ্য নির্দিষ্ট দ্রেক্কাণে
শকট-চক্রেতে ওঠে ক্রন্দন কঙ্করে,
ভয়ঙ্করী দুর্বাসনা কচ্ছ ধরি টানে!

যুক্তি-মুষ্টি-বৃষ্টি করি রক্ষিব আত্মায়!
গোল্লায় যাব না আছি সংযম-কেল্লাতে,
মুগ্ধ মোল্লা আল্লা-নাম স্মরিছে রাস্তায়
পাল্লা দিয়া ঝিল্লিকুল লেগেছে চেল্লাতে।

খৈয়াম হাক্সলি রবি লরেন্সের সাথে
সহজিয়া তত্ত্ব-রস জ্ঞান-পাত্রে টানি
(ব্র্যাণ্ডি সহযোগে খেলে ক্ষতি কিবা তাতে?)
বেদনার অন্ত নহে বেদান্তের বাণী!

চিন্তা করি চক্ষু-পক্ষ্ম হয় যে সজল,
অথচ চিন্তারে নারি করিতে বর্জন!
ভাবি কোন গণ্ডারেরা ফুৎকারে গজল?
কামনারে কে করায় কামান-গর্জন?

বৃদ্ধ নহি, রিক্ত নহি, রেস্ত আছে কিছু,
অকস্মাৎ মনশ্চক্ষু করিছে ক্রন্দন!
মদমত্ত হস্তী যেন শুণ্ড করি নীচু
সাশ্রু-নেত্রে ঈক্ষণিছে শৃঙ্খল-বন্ধন।

মস্তক ঘর্ঘর ঘোরে !—মর্ম-ঝুমঝুমি
গর্জমান শব্দে কহে, এই তো নিয়ম !
উচ্চারিছে চিকিৎসক—"শান্তি পাবে তুমি
ভুঞ্জ বৎস, সাল্‌ফ অব ম্যাগনেসিয়ম !"

ডাকের সময় হল ! তূর্ণ করি শেষ,
অন্যথায় পত্র-প্রাপ্তি অসম্ভব হবে,
অতীতে মিলন-ঘণ্টা বেজেছিল বেশ
বর্তমান প্রদর্শিছে অঙ্গুষ্ঠ নীরবে !

অস্বচ্ছন্দালাপ

এই রাতে ঠাণ্ডায় ওই রোগা স্বাস্থ্যে
একফালি চাঁদ ওঠে আহা কত আস্তে !
যক্ষ্মাই হয়েছিল লেখা আছে শাস্ত্রে
'নাইট-ডিউটি' তবু ঘুচিল না হায় রে !
অথচ সূর্য দেখ গোলগাল চেহারা
সন্ধ্যা-বেলায় রোজ ঘরে ফিরে যায় রে।

* * *

'অগস্ত্য' আছে দক্ষিণে আর 'ধ্রুবতারা' আছে উত্তরে
কেউ কি কাহারো খুঁত ধরে ?
যুগ-যুগান্ত বসিয়াই আছে ঠায় !
'সপ্তর্ষি' যে 'কাশ্যপা'কে 'ফলো'ই করিছে দিন-রাতই
ফাটিছে তাহাতে কার ছাতি ?
মোটেই তো কেহ গ্রাহ্য করে না হায় !

* * *

"এর নাম অবিচার
এবং কারণ তার
আকাশেতে 'ডেমোক্র্যাসি' নাই"
কহিল সমস্বরে মাধাই জগাই!
"থাকিত যদ্যপি সেথা কোন 'বলশেভিক'
নিশ্চয় এ গোলযোগ হয়ে যেত ঠিক।
চকচকে তারাগুলি
কারো মুখে নাই বুলি
সব যেন সং!"

"এবং"
কহিলেন চামচিকা করি কিচমিচ
বুদ্ধি নিলে মানুষের
হইত উন্নতি ঢের!
ছায়াপথে এতদিন ঢালা হত 'পিচ'!"

*　　　*　　　*

আকাশ-সমস্যা লয়ে চিন্তা করি আকাশ-পাতাল;
অথচ তো হই নি মাতাল!

*　　　*

চুলগুলি চুলকায়
ত্বক্ সে তকমা চায়
পিঠ শুনে পিটপিট চায় রে!
হিয়া যেন টিয়া পাখি
কপচায় থাকি থাকি
মানে তার নাহি বোঝা যায় রে।
পরিয়া সবুজ শাটি

হাঁটু করে হাঁটাহাঁটি
বুকের উপরে মোর হায় রে!
ফুস্‌ফুস্‌ তাই দেখে হসতি!
সহসা কি হল ভাই,
কাঁধে নাই মাথাটাই
মাথা করে মাতামাতি পকেটে!
নাসিকা কাশিছে খালি!
কান দেয় করতালি
'লিভার'টি দোল খায় লকেটে
না বলিয়া কোন কিছু
আঁখি কার পিছু পিছু
চলে গেছে খালি রেখা 'সকেটে'!
চড়ুই করিছে সেথা বসতি!

শকুনি

বসে আছে যত লুব্ধ শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া;
কৃষক বসিয়া চাহিছে আশায়
নদীতে কখন পড়িবে চড়া।
নদীর পাঁজর বাহির হইবে পড়িবে পলি,
উঠিবে চাষার অনেক আশার ফসল ফলি!
ভাবিছে রাঁধুনি কাঁচা কাঠগুলা উঠিলে জ্বলি,
পেঁয়াজকলি
কুটিয়া ভাজিবে পেঁয়াজি বড়া!

বসে আছে যত ক্ষুব্ধ শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

ভাবে ডাক্তার অসুখে মানুষ পড়িবে কবে
উকিল ভাবিছে কাছারির বেলা কখন হবে
অলি কি আসিবে ফুলেরা ভাবিছে মাটির টবে ;
গণিকা সবে
ভাবিছে কখন নড়িবে কড়া
উড়িয়া উড়িয়া ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

রঙে ও ঢঙেতে ঢলিয়া পড়িছে প্রবীণা বুড়ী,
মদের দোকানে গান্ধীর ছবি টাঙায় শুঁড়ি,
আধ-পেটা খেয়ে দিন কাটে যার চিবায়ে মুড়ি
—মুড়ি ও গুড়ই,—
চকচকে তার চূড়া ও ধড়া !
মুখে মৃদু হাসি ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।

ভুলাতে পাঠক, লেখক বসিয়া লিখিছে যা-তা,
স্নেহ-ক্ষুধাতুর জননী চিবায় ছেলের মাথা,
দয়ালু জনের ভিজাইতে হায় নয়ন-পাতা
—চাঁদার খাতা
ভিখারী আসিয়া কাটিছে ছড়া !
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।

হাসে বড়বাবু হেরি কেরানীর প্রতিভা-জ্যোতি,
আপিসে কলম না পিষে তাহার কোথায় গতি !

ঘরে ও বাহিরে কুমারী খুঁজিছে আবেগে অতি
শাঁসালো পতি,
শাঁস দেখে চাই প্রেমেতে পড়া !
কটাক্ষ হানি ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া !

অন্যায় যাহা স্বপক্ষে তারি লড়িছে বীর,
শোণিতের স্রোতে ভেসে গেল কত উচ্চশির !
কত অর্জুনে ভুলাইল কত ঊর্বশীর
নয়ন-নীর,
হইল শেষটা গহনা গড়া !
ছন্দে ও গীতে গাহিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।

দর্জির মতো বসে আছে কবি কাব্য-কলে,
ফরমাশ-মত কবিতা-ফতুয়া বানায়ে চলে !
শিল্পীর সেরা ভিড়িছে কুম্ভকারের দলে,
আর্টের ছলে
মূর্তি ফেলিয়া গড়িছে ঘড়া !
গুমরি গুমরি ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।

পাণ্ডা পুরুত কাটিয়া তিলক রেখেছে টিকি ;
সিনেমা দেখায় যুবক, যুবতী, 'মাউস্ মিকি'
দালাল বলিছে, 'বলুন না স্যার আনিব কি কি'
—পাই না, ঠিকই !
এক সাথে সব টনক নড়া !

ঝরিতেছে লালা—ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।

মহাজন ব'সে স্নুদের হিসাব কষিছে রোজ ;
গুরুদেব কন, 'ভগবান পাবি চোখটা বোজ,
ইয়ার বলিছে, 'চিৎপুরে আজ জমিবে ভোজ,
নে 'অটো রোজ'
ফুলের মালাটা গলাতে জড়া
উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।

হস্ত-লিখন বিচার করিছে গণৎকার,
টং টং টং উঠিছে টাকার টনৎকার,
সমরাঙ্গণে বাজিছে অসির ঝনৎকার
চমৎকার !
সবারই গলায় ফাঁসির দড়া !
অট্ট হাসিয়া কহে মহাকাল
সবাই শকুনি সবাই মড়া।

তোমারেও নমি হে শঙ্করি !

১

গ্রীষ্ম-বর্ষা-হেমন্তশীতে
সকল ঋতুতে, সকল কালে,
নিত্য যাঁহারে প্রণাম করি গো
কৃত-কৃতার্থ-আনত ভালে,

দিবসে নিশীথে যাঁহার স্বপ্ন
তন্ময় চিত্তে নিত্য হেরি,
ওঠে জয়গান জগৎ জুড়িয়া
যাঁহার দীপ্ত মূরতি ঘেরি,

যাঁহার পূজায় কত বলিদান,
কত না আরতি, মন্ত্র কত,
কত ঋত্বিক, কত পুরোহিত,
কত আয়োজন লক্ষ শত,

আকার তাঁহার যেমনই হউক
নানাভাবে করি টাকারই পূজা,
হোক না তাঁহার যেমন চেহারা
বংশীবদন বা দশ-ভূজা।

অয়ি মৃন্ময়ি, অতসীবরণি,
ভিখারী ঘরণি শিবানি অয়ি ;
রুপার তলায় চাপা পড়ে গেছ,
তোমার পূজার মন্ত্র কই।

টাকার পূজায় মত্ত সবাই
তোমার পূজাও টাকার পূজা,
লক্ষ্য নহ গো উপলক্ষ্যই,
ওগো মৃন্ময়ি, হে দশভূজা।

২

সুদখোর ওই হারু পোদ্দার,
বাড়িতে তাহার পূজার ধুম,

কাড়া ও নাকড়া ঢাকের জ্বালায়
পাড়ার লোকের নাহিক ঘুম !

তাহার নিকট কর্জ করিয়া
পূজার বাজার করেছি সব
অর্থ নইলে জমে কি জননী,
তোমার পূজার এ-উৎসব ?

অর্থ পুড়িছে আতশ-বাজিতে
আলোকমালায় জ্বলিছে টাকা
ঘণ্টার রবে টাকাই বাজিছে
প্রণাম না করে যায় কি থাকা ?

বড় সাহেবেরে সেলাম বাজাই,
রাজারাজড়ায় প্রণাম করি
হারুর বাড়িতে তেমনি জননী
তোমারেও নমি হে শঙ্করি।

অর্থাৎ কিনা হারুকেই নমি,
কারণ তাহার টাকা যে আছে,
দুর্গা কৃষ্ণ যাই সে পূজিবে
আমরা নমিব তাহারই কাছে !

চন্দ্র-চকোরম্

চাঁদেরে ডাকিয়া কহিল চকোর,
"আর কত কাল দূরেতে রবে,
কত পূর্ণিমা আসিল ও গেল,
স্বপ্ন কবে গো সফল হবে !

সুদূর ধরার ক্ষুদ্র বিহগী
কেন তার মনে দিয়েছে হানা ?
উড়ে যেতে চাই কিছু দূর গিয়া
ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে ডানা।

জ্যোৎস্না-সাগরে যাই যে ডুবিয়া
আলোক-পাথারে হারাই দিশা,
আর কত দূরে আছ বলো তুমি
আর কত কাল বহিব তৃষা ?"

চকোরে থামায়ে কহিল চন্দ্র,,
"বকর বকর কোরো না মিছে,
এক-আধটি নয়, সাতাশ পত্নী
অহরহ আছে আমার পিছে !"

মুচকি হাসিয়া কহিল চকোর
"একটি পত্নী থাকিলে পরে
হয়তো আসিতে সাহস হত না
দ্বিধা-সংশয়-সরম ভরে।

সাতাশ পত্নী আছে বলিয়াই
এসেছি আমি যে নূতন সাকী
সাতাশের পরে আটাশের পালা
ও গো, কলঙ্কি, জান না তা কি ?"

"আরে চুপ চুপ শুনিতে পাবে যে"
কহিল তখন হাসিয়া শশী
তারপর যাহা ঘটিল তা লিখে
বৃথা করিব না নষ্ট মসী।

কেন

১

টুস্‌কি বাজায়ে শুনি ধনুকের টঙ্কার,
তবলা বলিয়া ভাবি টেবিলের কাঠকে,
লাগ্‌বগুাবণ্ডে শুনি সেতারের ঝঙ্কার,
খাদ্যের চেয়ে কেন ভালোবাসি চাট্‌কে,

২

লেখনীকে কেন হায় মনে করি বন্দুক,
গোলাগুলি কেন ভাবি আছে সব ওষ্ঠে,
বস্তিবালাকে ডেকে বলি 'কেন নাই তুখ ?
দয়া করে এসে বোস্‌ পরান-প্রকোষ্ঠে' !

৩

লম্বা হাত পা কেন আঁকাবাঁকা আঙ্গুল,
কান-ঢাকা বুক-খোলা কেন যত চিত্র
লেজ নাই তবু মোরা কেন নাড়ি লাঙ্গুল,
যাবতীয় সেন, সোম, শর্মা ও মিত্র

৪

পিলে রোগা প্রেয়সীর বিবর্ণ অঙ্গের
মলিন শাড়িতে হেরি শ্যাম্পেন্‌-বর্ণ
এবং মাতাল হই ! মনে হয় বঙ্গের
অঙ্গনে মূর্ত্ত বা ইব্‌সেনি স্বপ্ন !

৫

স্থখী হই কেন ভেবে শালিকের চীৎকারে
শঙ্কিত সিংহেরা আছে নত-মস্তে,
স্বয়ং ঐরাবত পলায়েছে ধিক্কারে,
কম্পিত শ্রীগরুড় আছে জোড় হস্তে !

৬

বিজ্ঞান, আর্টের যত বুলি বিশ্বের
মুখস্থ কেন করি টাটকা ও সভ্য
পেটেতে অন্ন নাই তবু কেন নিঃস্বের
ঋণ করে চাই রোজ পান করা মভ্য !

৭

হেসো নাকো মানে আছে এ জবরদস্তির
কেন যে কবিতা লিখি না মানিয়া ছন্দ
কেন মোরা দল বেঁধে হইয়াছি অস্থির
গোবরের মাঝে পেতে গোলাপের গন্ধ !

৮

একঘেয়ে জীবনের এ নরককুণ্ডেই
হে বন্ধু মাঝে মাঝে চাই বৈচিত্র্য ;
চরণ ঊর্ধ্বে তুলি হেঁট করি মুণ্ডেই
ঘোষালকে মাঝে মাঝে ভাবি তাই মিত্র ।

বিরক্তিকর ব্যাপার

মনের মানুষ মনেতে থাক,
বাহিরে তাহার বৃথাই খোঁজ,
নাগাল তাহার পাইলে হায়
দেখিবি হয়তো চ্যাপ্টা nose !
দেখিবি মানস-প্রতিমা তার
রক্ত-মাংস-অস্থি-সার !
থোড়বড়ি খাড়া উচ্ছে পুঁই,
ঘুরিয়া ফিরিয়া বারম্বার !
বাহিরে তাহারে চাস না আর,
তাহারে চাস তো নয়ন বোজ !

দাঁত বার ক'রে পশুটা কয়,
"রয়েছে আমার প্রচুর লোভ,
আমি তো খুঁজিব দুনিয়াময়
না হলে আমার মেটে না ক্ষোভ !
এ কি ছোঁক ছোঁক—কি নিশপিশ,
ক্ষুধার জ্বালায় অহর্নিশ !
এ সাধ মিটায়ে মরিতে চাই,
হোক সে অমিয় হোক সে বিষ !
চাঁদের কিরণ, শ্যামার শিশ,
মনের সায়রে ফেলিছে টোপ !

দেবতা এবং অসুর হায়
ঝগড়া করিছে চিরটা কাল,
তবুও ফুল তো ফুটিতে চায়
চাঁছিতে চাই যে কামানো গাল!
আমি যে প্রেমিক গোবর গুঁই,
হৃদয় বল তো কোথায় থুই?
বিছানা ভরেছে ছারপোকায়,
স্বপনের আশে তাতেই শুই!
থোড়বড়ি খাড়া উচ্ছে পুঁই
সবাই আমারে করিছে ঘাল!

কোথায় কাহার ডাগর চোখ,
কোথায় কাহার দোদুল দুল,
অমনি হায়রে আমি না-হক্
করিয়া ফেলি যে হিসাবে ভুল।
কোথায় কখন কলতলায়,
কাহার কণ্ঠ কলকলায়,
অমনি হায় রে চিত্ত মোর
মাগুরের মতো খলবলায়,
নয়ন দুটিও ছলছলায়,
ছাঁটিয়া ফেলি যে ঘাড়ের চুল!"

বলিনু তাহারে, "সামলে চল,
বড়ই তোর যে বেড়েছে বাড়,
প্রেমের পথ যে খুব পিছল,
পিছলে গেলেই খাবি আছাড়।

ভাঙিবে হাড় ও ভাঙিবে মন,
খুঁজিবি তখন অনুক্ষণ,
কোথায় আফিং, কোথায় লেক,
কোথা ডাক্তার—কোথায় 'ফোন'!
আমার গোপন যুক্তি শোন,
মানস প্রতিমা ট্রতিমা ছাড়!"

ভাবিলাম বুঝি এ বিদ্রূপ
শুনিয়া মোর বা থামিল চোর,
বদল হইল মুখের রূপ
ঝরিতে লাগিল নয়ন লোর!

হঠাৎ থামিল কলেজ 'বাস',
অমনি আবার সর্বনাশ,
বাহির করিয়া দন্ত সব,
দেখিনু ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস!
ইচ্ছা করিছে একটি ঠাস
চড়েতে তাহার ভাঙাই ঘোর!

রূপসীর প্রতি

বরবাণনি অতখানি তুমি দিও না ধরা
সংবৃত হও, আর একটুখানি আড়ালে থাকো
তুমি নও জেনো, স্বপন তোমার পাগল-করা
ওগো সুন্দরি, রহস্যলোকে নিজেরে ঢাকো।

ও বরতনুর নয়ন-ভোলানো মহিমাগুলি
যখন তখন যেখানে সেখানে ধোরো না তুলি
গোপন যে কথা সরমে মরমে উঠিছে দুলি
স্পষ্ট করিয়া নাই বা বলিলে—গোপনে রাখো,
স্বপন-কুহেলি ছিঁড়িয়া বাহিরে এসো না ভুলি
স্বপন ভাঙিলে গুমোর তোমার টিকিবে নাকো।

দুর্লভ ছিলে : তোমার পায়ের নখর হেরি
মুগ্ধ কবির লেখনী রচিত কত স্তব
কোথা সেই কবি ? আজ দেখিতেছি তোমারে ঘেরি
দালাল দোকানী খরিদ্দারের মহোৎসব।

সুলভ তোমার প্রকাশ আজিকে রূপসি, অয়ি,
সিনেমায়, নাচে, বিজ্ঞাপনেতে লাস্যময়ী
ভাবিছে পশুটা এতদিনে আমি হয়েছি জয়ী
বস্তা বস্তা রূপসী মিলিছে—শস্তা সব।
ভিড় বাড়িতেছে : মনের মানুষ মিলিল কই ?
কহ বিজয়িনি কেন শোচনীয় এ পরাভব।

অক্ষম

লেখার তাগাদা দিতে ভাই
তোমাদের কোন দ্বিধা নাই।
পোস্টকার্ড কিংবা খামে
নানাবিধ লেখকের নামে

মিস্টিক, কমিউনিস্টিক
রিয়াল বা আইডিয়ালিস্টিক
যে যেখানে আছে
সকলের কাছে
এক-একটি চিঠি ছাড়ো তাই।
আমরা যে লেখা কোথা পাই
সে কথা ভাব না একবার
মনে হয়—ওইরে আবার—
আসিছেন দশভুজা আস্ফালিয়া দশ-প্রহরণ
কী উপায়ে করা যায় শির-সংবরণ !

তোমাদের তাগাদার চোটে ঊর্ধ্বশ্বাসে
গল-লগ্নী-কৃতবাসে
হাজির হইয়াছিনু কল্পনা-মন্দিরে,
হতাশা-বিধ্বস্ত-চিত্তে আসিয়াছি ফিরে।
বন্ধ কপাট সেথা—দ্বারে খাড়া দ্বারী !
শুনিলাম মুখে তাঁরই
হয়েছে বিপদ !
কল্পনার শ্রীপদে শ্লীপদ,
লাম্বেগো কোমরে,
নাচিতে অক্ষম তিনি ভুলাইতে পাঠক-ওমরে

আমি জানি ওটা ভান।
যে তাণ্ডব-নৃত্য তিনি নাচিবারে চান
ঝটিকা-ঝঞ্ঝনা-ছন্দে, সমুদ্র-মন্থন-লাস্য ভরে
এ আসরে

সে নাচ নাচিতে মানা,
শ্রীপদের করিয়া বাহানা
সরিয়া আছেন তাই বন্ধ করি দ্বার
এখন খ্যামটা নাচে রুচি নাই তাঁর।

অথচ তোমরা ঝাঁকে ঝাঁকে
সিনেমা দেখার ফাঁকে ফাঁকে
ডালমুট কিনে,
অথবা ক্যান্‌টিনে
অর্ধ-নগ্ন তন্বী-হস্তে চা পান করিয়া সমাপন,
অথবা সারিয়া কোন 'সোশাল ফাংশন,'
ভিখারীর ভিড় ঠেলে বাজাইয়া মোটরের হর্ন,
এড়াইয়া মিলিটারী বাঁচাইয়া আঙুলের corn,
পার হয়ে 'কিউ',
ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে—রামা শামা ইউ—
সুরসিক সিগারেট-মুখ
সাহিত্য-চর্চার লাগি রয়েছ উৎসুক।
শুয়ে বিছানায়
সুরঞ্জিত পূজা-সংখ্যা মাসিকের রঙীন পাতায়
কাহিনী গিলিতে চাও প্রেম-তুলতুলে
ঘুমে ঢুলে ঢুলে।

বুঝি অবস্থাটা।
ঘা রয়েছে দগদাগ কাটা
অবিশ্রান্ত পড়িতেছে নুন
কি মজা কি মজা বলি হাসিয়া হইতে হবে খুন

তবু তোমাদের নাকি,
উড়াইয়া পচা তাড়ি, জড়াইয়া রঙ-মাখা সাকী
হুল্লোড়ে মাতিয়া তাই থাক ভরদিন,
ক্ষুব্ধ-চিত্তে কাব্য-মরফিন
খুঁজে ফের আনাচে কানাচে
সকলের কাছে।

থাকিলে দিতাম ভাই—আপত্তি ছিল না
কিন্তু হায়, কল্পনা যে আমোল দিল না।

ভৌতিক

[শ্রীভূতনাথ ভড় একজন অতি-আধুনিক কবি। তাঁহাকে একদিন 'প্রভাতের শিশির'-বিষয়ক একটি কবিতা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করাতে নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সঙ্গে একটি কাগজের টুকরায় লেখা ছিল—'আপনার জন্য সুবোধ্য করিয়া লিখিলাম।' তথাপি কিন্তু আমার মাথায় কিছু ঢুকিল না। অতি-আধুনিক-কাব্য-সমালোচক বহু-ডিগ্রীধারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হর্ষোৎফুল্ল মাইতি মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি অনুগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে টীকা লিখিয়া দিয়াছেন। পড়িয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা একা ভোগ করিয়া সুখ হয় না, সেই জন্য আপনাদেরও আহ্বান করিতেছি—আসুন, ধন্য হউন।]

নব দুর্বাদল-শীর্ষে আকম্পিত শিশির-কণিকা
রাবীন্দ্রীয় ভাষায়, ক্ষণিকা!
আমি আধুনিক কবি,
এই ছবি

মোর চক্ষে দীপ্যমান হয় নব-রূপে।
শতাব্দীর কূপে
যে কূপমণ্ডুক
আপিঙ্গল হর্ষোচ্ছ্বাসে নিজ দুঃখ সুখ
রোমন্থন লাগি
ধ্যানমগ্ন কর্কটেরে করেছে বিবাগী,
বর্ষাস্ফীত তারই অহঙ্কার
বারংবার
উদ্বেলিত করে বারি রুষে,
যেথা মরে ফুঁসে
(সন্ধানিয়া শঙ্খচিল-ছল)
পল্লব-আগ্রহী লক্ষ বাদুড়ের দল,
উৎসারিয়া ম্যমির মিনারে
(ভূর্জ-মুগ্ধ তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়ন-কিনারে)
টেরোডক্টাইলের অতীত-ভবিষ্য-লক্ষ্য
অধুনা-বিলুপ্ত-পক্ষ
যার বাণী
বলে, সাজো -- সাজো
হে মালকোষ, এরোপ্লেনে বাজো,
কমিউনিজমক্ষুব্ধ বাজো মধুটুসি,
তন্দ্রালু পতঙ্গ-বক্ষে বাজো মহাখুশি,
বাজো সব, কোন ভয় নাই— ।
দন্ত-হীন হে দস্তুর, ফোঁপরা ফানুসে মারো ঘাই,
(নির্বিশেষে পার যতক্ষণ)
গিরগিটির পুচ্ছ-প্রান্তে ই-বোটের তোলো শিহরণ।
বলো তুমি, বলো হে বিদ্রোহি,

পাংশু নিন্দা সহি।
শিশিরের ক্ষুদ্র বুকে শালিকেরা হেরে বিশ্বরূপ!
সহসা নিশ্চুপ…
নিঃশেষ হইয়া আসে নাৎসীয় ধূপ
শতাব্দীর কূপ!
পর্বত সমুদ্র নদী খাল বিল খানা ডোবা চর
সমস্ত ধূসর।

[টীকা: স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, কবি এখানে শতক্রন্দনদীর কথা চিন্তা করিতেছেন। নিজস্ব আধুনিক পদ্ধতিতে শতক্রন্দনদীর এমন বর্ণনা অন্য কোথাও আছে বলিয়া আমার জানা নাই।]

ধূসরের আধূম্র নীলিমা
অতিক্রমি হরিদ্রাভ সীমা
আকপিশ গোলাপীর তীরে আসি থামে,
বল্লরী-বল্লভ-দেহ ভিজিয়াছে ঘামে।
কহে বারে বারে
'ঘোলা জলটারে
থিতাইতে দাও'
এ বাণী যে বলেছিল নহে সে ফারাও!
চেনো তারে?
লাউৎজেরে?
জরথুস্ত্র হাসে অট্টহাসি
সে হাস্যে উচ্ছ্রিত হয় শড়া, গলা, বাসি
(আহিরমন্ ভয়ে কম্পমান)
আগ্রহ-তৎপর বজ্র করেছিল যার অবসান
চেনো তারে?
হেরিছ নীহারে!!

প্রায়-মানব, তক্ষশিলা, শব্দব্রহ্ম, সাকি হে শর্করা
(সাবেক 'পুরাণ' লয়ে আধুনিক বাজারের দর করা !)
চন্দনিত শিব-লিঙ্গে অন্ধভক্তি গন্ধ-বণিকের
নহে ক্ষণিকের
নহে আবশ্যিক
আবার ধূসর চারিদিক।

[টীকা : ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর Orville Wright একটি বাই-প্লেনে প্রথম আকাশ-যাত্রা করেন ১২ সেকেণ্ডের জন্য। এই ঘটনাটির আভাস যদিও উক্ত লাইনগুলির ফাঁকে ফাঁকে আপনারা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় কবি তাঁহার অনুপম ভঙ্গিতে 'Mendelian conception of gametic differentiation'কেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন।]

পুনরায় দেখা যায় কচি কচি আলো
(ঈষৎ পেট্রল-গন্ধী, আতপ্ত, প্যাঁচালো—)
মাইরি-মোহন দ্বীপ
জিপ্ জিপ্ জিপ্ জিপ্
হাঁসের বাসর-ঘরে হাঙরের হাসি !
হরিকেলে বাস করে আসি
ইচিং—চৈনিক
জ্ঞান-মার্গী আজব সৈনিক
অতিদূর সপ্ত শতাব্দীর !
পাঞ্জাবি আন্ধির
মান-রক্ষা করে যথা জাল গেঞ্জিগুলি,
নাতি-শীতোষ্ণ পুলি
পিসীমার,
জীবন-বীমার

অন্তর্লীন আত্মা জেনো ডাক্তার তেমতি,
ডিগ্রী-ডাহুকেতে চড়ি এরা নাহি হলে শুভ-মতি
ঘনিষ্ঠ ঘুণেরা আসি সাফ ঝাঁপতালে
নিঃশেষ করিয়া দিত জ্বালা-ভরা চালে,
খঞ্জ নাহি হইত খঞ্জন,
কাদাখোঁচা হইত না কর্দমরঞ্জন,
শফরী-নয়না কভু নাহি হত গবাক্ষ-প্রেয়সী
মৃত্যু-মুখী মোটরেতে বসি।
হাসিতেছে ধাঙড় মুস'র
সমস্ত ধূসর! •

[টীকা : এই অংশটিকে মন্ত্র-সপ্তকে Patœozoic বলা চলিতে পারে নিশ্চয়ই, কিন্তু মূল সংস্কৃত রামায়ণের সুন্দর কাণ্ডের সহিত তুলনা করিলে এই অংশটাই জিতিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। শঙ্করাচার্য এবং কন্‌ফ্যুসিয়সের বিখ্যাত উক্তিগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য]

ধূসর কুয়াশা পুন কাটে
বসি মহাকাল-খাটে
চালাইয়া ত্রিকাল-কঙ্কতী
জটা সংস্কারে মন দিয়াছেন ধূর্জটি সম্প্রতি।
কঙ্কতিক-ভরা
অসংখ্য উকুন পড়ে ধরা
জেপেলিন, এরোপ্লেন কিলবিল করে ঝাঁকে ঝাঁকে
কঙ্কতিকা-দন্ত ফাঁকে ফাঁকে :
ক্ষিপ্ত মহেশ বুঝি হয় নটরাজ!
'চোখ-খেকো' নাই তোর লাজ'
উদ্যত করিয়া ঠোনা কহিল কল্পনা
স্পর্ধা তোর দেখি তো অল্প না!

ভালো করে দেখ আরবার
এ কি কারবার !'
উক্ত চিত্র উক্তভাবে সে-কালীয় কবি দেখিবেন।
তুই দেখ যেন বিগ বেন
ভাগ্‌নরীয় উচ্ছ্বাসেতে মধ্যরাত্রি করিছে ঘোষণা ;
সে ক্যাপিট্যালীয় ছন্দ মরম-শোষণা
প্রোলিটারিয়েট-মার্কা পুকুরের ধারে
আছাড়ি পড়িছে বারে বারে
বুর্জোয়া-ভঙ্গিমাভরে আথালি-পাথালি,
(নিষুতি নয়ন 'পরে নিদালি রাতালি)
বোকনো মাজিবার ছলে যেথা আবলুশিকা
চতুরা মূষিকা
নিত্য ফেলে কাটি ;
মর্ম্ম-পেটিকাটি ;
যে রক্ত-গোধিকা
ধরণী-শোধিকা
যে স্বর্ণ-দর্দ্দুর
স্বর্ণকার-দর্প করে চুর,
এরা তুচ্ছ যার কাছে
তুই দেখ তাহার ছোঁয়াচে
জল স্থল অন্তরীক্ষ বিশ্ব চরাচর
সমস্ত ধূসর।'

[টীকা : মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ নাম দিয়া বিবেকানন্দ ১৫৬-পৃষ্ঠাব্যাপী যে চর্বিতচর্বণ করিয়াছেন, তাহা কত সংক্ষেপে কত সুন্দরভাবে এবং কত নূতনত্ব সহকারে বলা যায়, এই লাইনগুলি পড়িলেই তাহা বুঝা যাইবে। ইহা ছাড়া, কবি-মনে সাধারণ বস্তুনিচয়

sublimated হইয়া যে কি অপরূপ অদ্ভুত আকার ধারণ করে, তাহাও এই অংশটিতে দ্রষ্টব্য। Theory of Relativity, fourth dimension, pre-existence of time সমস্তই কত সহজে ব্যক্ত হইয়াছে!)

ধূসরের যবনিকা কে আবার তোলে!
পুনরায় দোলে
বিনতা-অণ্ডজ মায়া
অসমাপ্ত অরুণের কায়া
বরুণের বাষ্প-দেহে তুলিতেছে ফিজিক্স ফচলায়ে।
দেখিলে কচল্যায়ে
যদিও ধূসর সব
মাঝে মাঝে তবু যেন করি অনুভব
অধূসরও আছে কিছু এই ধরণীতে।
সরণীতে
শরাবখানায়
'ভিব্‌জিওর' মাঝে মাঝে হয়তো মানায়।
আমি কিন্তু কভু তারে করি না স্বীকার
মধ্যবিত্ত এ রুচি-বিকার
নহে মোর মজ্জাগত,
ক্রথনক-শঙ্কাহারী আমি জয়দ্রথ,
প্রতিবাদ অনিবার্যের,
ফুলঝুরি-বেড়া-দেওয়া বুটিদার কারুকার্যের
আমি কর্তা করণ কারক,
হায়েনার বুকভরা থুক্-কাশি আমার স্মারক।
শ্যামল ঊষর
মোর কাছে সমস্ত ধূসর।

ভালো করে দেখ আরবার
এ কি কারবার !'
উক্ত চিত্র উক্তভাবে সে-কালীয় কবি দেখিবেন।
তুই দেখ যেন বিগ বেন
ভাগ্‌নরীয় উচ্ছ্বাসেতে মধ্যরাত্রি করিছে ঘোষণা ;
সে ক্যাপিট্যালীয় ছন্দ মরম-শোষণা
প্রোলিটারিয়েট-মার্কা পুকুরের ধারে
আছাড়ি পড়িছে বারে বারে
বুর্জোয়া-ভঙ্গিমাভরে আথালি-পাথালি,
(নিষুতি নয়ন 'পরে নিদালি রাতালি)
বোকনো মাজিবার ছলে যেথা আবলুশিকা
চতুরা মূষিকা
নিত্য ফেলে কাটি ;
মর্ম্ম-পেটিকাটি ;
যে রক্ত-গোধিকা
ধরণী-শোধিকা
যে স্বর্ণ-দর্দ্দুর
স্বর্ণকার-দর্প করে চুর,
এরা তুচ্ছ যার কাছে
তুই দেখ তাহার ছোঁয়াচে
জল স্থল অন্তরীক্ষ বিশ্ব চরাচর
সমস্ত ধূসর।'

[টীকা : মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ নাম দিয়া বিবেকানন্দ ১৫৬-পৃষ্ঠাব্যাপী যে চর্বিতচর্বণ করিয়াছেন, তাহা কত সংক্ষেপে কত সুন্দরভাবে এবং কত নূতনত্ব সহকারে বলা যায়, এই লাইনগুলি পড়িলেই তাহা বুঝা যাইবে। ইহা ছাড়া, কবি-মনে সাধারণ বস্তুনিচয়

sublimated হইয়া যে কি অপরূপ অদ্ভুত আকার ধারণ করে, তাহাও এই অংশটিতে দ্রষ্টব্য। Theory of Relativity, fourth dimension, pre-existence of time সমস্তই কত সহজে ব্যক্ত হইয়াছে !]

ধূসরের যবনিকা কে আবার তোলে !
পুনরায় দোলে
বিনতা-অণ্ডজ মায়া
অসমাপ্ত অরুণের কায়া
বরুণের বাষ্প-দেহে তুলিতেছে ফিজিক্স ফচলায়ে।
দেখিলে কচলায়ে
যদিও ধূসর সব
মাঝে মাঝে তবু যেন করি অনুভব
অধূসরও আছে কিছু এই ধরণীতে।
সরণীতে
শরাবখানায়
'ভিব্‌জিওর' মাঝে মাঝে হয়তো মানায়।
আমি কিন্তু কভু তারে করি না স্বীকার
মধ্যবিত্ত এ রুচি-বিকার
নহে মোর মজ্জাগত,
ক্রথনক-শঙ্কাহারী আমি জয়দ্রথ,
প্রতিবাদ অনিবার্যের,
ফুলঝুরি-বেড়া-দেওয়া বুটিদার কারুকার্যের
আমি কর্তা করণ কারক,
হায়েনার বুকভরা থুক্‌-কাশি আমার স্মারক।
শ্যামল উষর
মোর কাছে সমস্ত ধূসর।

[টীকা : মুচুকুন্দফুলের সৌরভে যাঁহারা মুগ্ধ হন, তাঁহারা এই অংশ-টুকুর অর্থ বুঝিতে পারিবেন না। মঙ্গলগ্রহে ইউরোফোনাস ফস্‌ফরিকা নামে এক প্রকার গন্ধগোকুল জাতীয় প্রাণীর পুচ্ছাগ্র হইতে যে অপার্থিব সৌরভ নিঃসৃত হইবার কথা, কবি তাহারই গন্ধে বিভোর হইয়া উক্ত পঙ্‌ক্তিগুলি রচনা করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে বটে যে অবচেতন লোক হইতে বহির্মুখী ঈপ্সাকে চাপিতে গিয়া এই কাণ্ড হইয়াছে। তাহা যে সত্য নয়, তাহার প্রমাণ Frost control করিয়াও কবির কল্পনা Clyde Bank-এর Shipyard-এর অবস্থা প্রাপ্ত হইল কি করিয়া? নানাবিধ হায়াসিন্‌থ ফুলের বর্ণ-গৌরবও বা এমন মুন্সিয়ানার সহিত এই অংশটির প্রতি ছত্রে প্রকট করিলেন কি করিয়া যদি ইউরোফোনাস্ গন্ধ-মদিরা তাঁহাকে বিহ্বল না করিয়া থাকে!]

ঈষন্ন্যাকা কোকিলের খানদানি ক্ষোভ-ক্লান্ত স্বর
ফ্যাকাশে ধূসর।
সে ধূসরে বসে আছে কাবুলিয়া মেনি,
পিচুমর্দ-শাখে বসি কাঁদে যাজ্ঞসেনী।
বাজায়ে রবাব
রাহু খায় চাঁদের কাবাব :
আমরুল-চাপ
রোধ করে অ্যামিবা-প্রতাপ ঃ
কিসের আশ্বাসে
পাণ্ডবেরা হাসে!
অপরাহ্ণ গত
বৃষ্টি পড়ে ছোবলের মতো।
সন্ধ্যা নামে
ট্রামে।
যাযাবর কাফে!

পাউডার-পাফে
সিনেমা-সখীরা হাঁচে
অলিম্পিক নাচে।
ঠারেঠোরে
পাখা ঘোরে!
মেকি বেঁকি চুড়ি পরি ঢেঁকিতে পা দিয়া
এক্সের প্রিয়া
এক্স ছাড়া সকলেরে করে আবাহন
বাঁজায়ে কাঁকন;
ফাঁকে ফাঁকে •
হুঁকা ডাকে।
কম্বুকণ্ঠ মিতা
অসীম আগ্রহে খোঁজে ফিতা
বাণীহীন বাণীকণ্ঠ লাগি,
লণ্ঠনের ফিতা নাই অন্ধকারে রয়েছে সে জাগি
মরে হেসে ডাক-টিকিটেরা
উকিলে মক্কেল করে জেরা।
ফলসাগাছের বাঁকে
ঝাঁকে ঝাঁকে
মাছের ছানারা
চেলো-যন্ত্রে বাজায় কানাড়া।
[টীকা : Xenophone স্মরণ করুন।]
নৈঋত উৎসাহভরে জম্বুক অশ্লীল হয়,
অবিমিশ্র ভয়
হয় তিক্ত
হয় সিক্ত।

নিরঙ্কুশ নভঃস্থলে
শ্রেণীবদ্ধ আরসোলা সামরিকভাবে উড়ে চলে
লক্ষ লক্ষ সারে সারে !
গুজব বাজারে
নারীরে করিতে জব্দ পৃথিবীর ক্ষিপ্ত পুংগণ
ছাড়িয়াছে অগণন
সুদক্ষ আরসোলা।
ব্যাঙ কোলা
শিক্ষা লভিতেছে বসি গুপ্ত কোন শিবির-ভিতরে,
বাহিরিবে পরে।
অতি-সান্ত বেদান্তের অপূর্ব চিন্তন !
মিল ও অমিলে চলে চুলাচুলি দ্বন্দ্ব চিরন্তন
বাসি গজকচ্ছপীয় সুরে,
হে কাশ্যপ, আছ কত দূরে !
হেনকালে রগ-প্রান্তে
বিয়াত্রিচে সহ আসি বসিলেন দান্তে।
ইতালীয় গোনাডের ঝড়ে
রগ ছিঁড়ে পড়ে।
মুখ বুজি
মনীষা-ঠেকনো গুঁজি
রুখিলাম তাহা।
তারপর দেখিলাম, আহা,
বিয়াত্রিচে-আঁখি দুটি, মাই গড, গুজরাটি-ধূসর !
সুষমা-সু-শর।
নাতিদীর্ঘ ধূসরের আমন্থর পটভূমিকায়
জাগে কবি

খোশামোদ-লোভী।
ডি শার্পে শোনা যায় বাস্তুঘুঘু-স্বর
"আমি আছি, ভয় নাই যাহা খুশি কর—"
দেখিলাম শেষ করি লিখা
নব দূর্বাদল-শীর্ষে শুকায়েছে শিশির-কণিকা।

[টীকা : ইকনমিক্সের সহিত জুওলজির প্রকৃত সম্পর্ক কি এবং সে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও কি করিয়া আলুচাষ করা সম্ভব, তাহাই এই অংশটুকুর মূল বক্তব্য।]

তাৎক্ষণিক

(বীজ-রূপ)

সংবাদ-ক্লান্ত মানস-লোকে
বৃহদারণ্যকীয় যাজ্ঞবল্ক্যোদয়,
চাটনি।
ঘেউ ঘেউ ঘেউ—
আ-টেরিয়র শুন!
উত্থান
(ঈজি—চেয়ার থেকে)!
ডোরা-ছিটের ফতুয়া-ঢাকা পিঠ,
নেপথ্যে জীর্ণ ক্যাম্বিস জুতো।
কানের পাশ দিয়ে
তোবড়ানো-বালতির কানা-দর্শন
সে······
পিড়িং
চড়ুই পাখি।

ফরফর
রঙীন কাগজ
···ঘুড়ি, ছেলেবেলা, অমূল্য পণ্ডিত,
অমূল্য উকিল, বত্রিশ টাকা, অচল টাকা,
বাজার—
কাঁচকলা, উচ্ছে, লাউ, শশা, শিম।
জ্যাঠামশায়, বহুমূত্র, ডাক্তারের ফী।
টি্ং টি্ং···সাইকেল,
হুড়মুড়···গোরুর গাড়ি,
একজোড়া ছুটন্ত ছোকরা ষাঁড়
হেতু পা,
ন্হাঁ ন্হাঁ ন্হাঁ।
ড্রেন-ঘেঁসা দিলদার মিঞা
বয়েত, আতর, ফাহা।
দুঃসময়,
গ্রীবা-চালনা।
(যাজ্ঞবল্ক্যীয় ঘাই !)
প্রায়-নগ্ন নারী—
ছবি, বিজ্ঞাপন, বাঁধানো, টাঙানো।
ঝেঁটা মার, ঝেঁটা মার, ঝেঁটা মার—
(যাজ্ঞবল্ক্য ডুবলেন)
পাশের বাড়ি।
দুটি ছবি
তন্বী, তম্বুরী
বিবাহের পূর্বে ও পরে।
ছড় ছড় ছড় ছড়—*বাচো ধাক্কা*—

একার সারি—
উকিল, মোক্তার, মক্কেল,
শিক্ষক, ছাত্র, কেরানী······
দৃষ্টি পরিবর্তন—
কুশনের ময়লা ওয়াড়,
ধোপা, সোমবার, ক্লাব,
এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌
নোম্যাড্‌স, সাম্রাজ্যবাদ, পুরোহিত,
বিজ্ঞান।
খুট্‌— .
পিওন,
দাড়ি-নেই নিরীহ-গোছের মুসলমান
চক্ষু-চড়কগাছকারী চিঠি !
সদলবলে জনার্দন।
গৃহিণী,
রাঁধুনি,
(যাজ্ঞবল্ক্যের পুনরুক্তি)
আদেশ।
উৎপাটিত-গাত্র ভৃত্য,
রোদের ফালি,
ক্যাম্বিসের জুতো শুকানো।
অভিনেত্রী
সবুজ ঘর,
আভ্যন্তরিক অপ্রস্তুতি,
ছি—ছি—।
কর্ণকণ্ডুতি—সহসা

আঙ্গিক আকৃতি।
কনিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াস,
আপেক্ষিক পরিধি-সঙ্কট
কাঠি চাই · ···।
পাঁচ মিনিট।
শ্রীপ্রেমসুন্দর বসু,
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন,
তাৎক্ষণিক।

(বৃক্ষ-রূপ)

বৃক্ষ-রূপ, মানে ব্যাখ্যা-রূপ
অসংস্কৃত অনাধুনিক প্রাকৃত
পাঠক-সম্প্রদায়ের জন্য।
বিদগ্ধ-সমাজে
বীজরূপই যথেষ্ট রসোদ্বেলক।
সংক্ষিপ্ত অক্ষর-বাহিত ভাব বীজ
উপ্ত হয় মস্তিষ্ক-টবে
দৃষ্টির মারফত।
সার যদি থাকে,
যদি থাকে হৃদয়-তাপ,
সময়-মাফিক স্বতই
অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত হয়
সিজ্‌ন-ফুলদল।
বৃক্ষ-ব্যাখ্যা তাদের জন্য,
যারা অমাবস্যার অন্ধকারে

পূর্ণিমার-চাঁদ-রুটি
রস-ঝোলে ডুবিয়ে খেতে পারে না
কায়দা করে।
ইতি ভূমিকা।

ফরফর করে উড়ছিল
খবরের কাগজের পাতাগুলো ;
সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আর যুদ্ধ—
চর্বিত-চর্ব্বণ করে করে
মানসিক রসনা হতস্বাদ,
দন্ত ক্লান্ত।
ঔপনিষদিক চাটনি চাটলে
যদি কোন ফল হয় এই ভেবে
ঈজি-চেয়ারে শুয়ে
বৃহদারণ্যকের গুরু-গম্ভীর আবহাওয়ায়
তা দিচ্ছিলাম যাজ্ঞবল্ক্য-ডিম্বে।
ঘেউ ঘেউ ঘেউ—গররররর
ডেকে উঠল ট্যাঁস টেরিয়ার কুকুরটা !
উঠলাম,
উঠতেই চোখে পড়ল চাকরের পিঠ
ডোরা ছিটের ফতুয়া-ঢাকা !
মানস-নয়নে দেখতে পেলাম,
নেপথ্য-বিহারী ক্যাম্বিসের
জুতো-জোড়াকে
খড়ি মাখানো হচ্ছে।

চাকরের কানের পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে
তোবড়ানো বালতির কানাটা।
মনে পড়ল তাকে
যার জন্যে কানাটা তুবড়েছিল একদিন,
সে······
সে ভেসে গেল
নবাগত তরঙ্গ-তাণ্ডবে।
নাচতে নাচতে ছুটে এল
পিড়িং করে চড়ুই পাখি,
ফরর করে রঙিন কাগজের টুকরো
মনে পড়ল ঘুড়ি, মনে পড়ল ছেলেবেলা,
মনে পড়ল অমূল্য পণ্ডিত;
তারপর অমূল্য রায় উকিল
বত্রিশ টাকা দিতে হবে তাকে!
টাকা —
একটা টাকা চলে নি আজ বাজারে।
বাজার—
কাঁচকলা, উচ্ছে, লাউ, শশা, শিম।
এ সব ছাড়া জ্যাঠামশায়
আর কিছু খান না।
বহুমূত্র,
ডাক্তার আসে,
ফী চায়।
ট্রিং ট্রিং ট্রিং
(দৃশ্য বদলাল,
সচেতন মনের পালা এইবার)

স্থড়্‌ৎ করে বেরিয়ে গেল সাইকেল।
তারপরই
হুদ্দাড় হুড়মুড় করে একটা গোরুর গাড়ি,
একজোড়া যুবক বলীবর্দ উন্মাদ হয়ে
ছুটে চলেছে।
না ছুটে উপায় নেই
অভিজ্ঞ গাড়োয়ান
পুচ্ছের পাশ দিয়ে চালিয়ে দিয়েছে
খরখরে পা
নিরুপায় নাভি-নিম্নে,
জিহ্বা তালু এবং নাসা সহযোগে
অমানুষিক শব্দ করছে
ন্হাঁ ন্হাঁ ন্হাঁ।
ড্রেনের ধার ঘেঁষে
ত্রস্ত হয়ে সরে দাঁড়াল
দিলদার মিঞা,
মখমলী গোল টুপি,
কালো পারসী কোট,
কেয়ারি-করা পাকা দাড়ি,
আতর ফেরি করে।
চোখোচোখি হলেই
আদাব করে
হাসিমুখে এগিয়ে আসবে এক্ষুনি,
ফাহা ক'রে আতরের নমুনা দেবে,
আওড়াবে ফারসী বয়েত
এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো

কিনিয়ে ছাড়বে কিছু।
ছঃসময় যাচ্ছে,
ঘাড়টা ফিরিয়ে নিলুম।
চোখে পড়ে গেল
(অবচেতন মনে যাজ্ঞবল্ক্য ঘাই মারছে)
চোখে পড়ে গেল
অনাবৃত-দেহা
কুব্জ-ভঙ্গিনী মেয়েটিকে,
মানে, মেয়ের ছবিটিকে,
বিজ্ঞাপন এসেছিল,
বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছি।
(মরীয়া যাজ্ঞবল্ক্য ফুটিফুটি করছেন)
ঝেঁটা মার, ঝেঁটা মার, ঝেঁটা মার
পাশের বাড়ির কর্ত্রী।
(যাজ্ঞবল্ক্য ডুব মারলেন)
অচেতন মানস-পাথারের অতল থেকে
আবির্ভূতা হলেন সচেতন রঙ্গমঞ্চে
খড়কে-ডুরে-পরা
মৃদুহাসিনী
তন্বী একটি,
এবং তার পাশেই গহনা-গ্রস্তা
জমকালো বেনারসী-পরা
বীভৎস-কান্তি
গলদ্‌ঘর্মা
আর-একজন।
একই ব্যক্তি—

প্রাগ্-বিবাহ, বিবাহোত্তর।
ছড় ছড় ছড় ছড়
বাচো ধাক্কা—বাচো ধাক্কা—
উকিল মোক্তার মক্কেল
শিক্ষক ছাত্র কেরানী
সুস্থ অসুস্থ
রসিক বেরসিক
সকলকে বহন করে ছুটে চলেছে
এক্কার সারি।
কেমন যেন শিরশিরিয়ে উঠল
পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত,
দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম।
নিতেই
চোখে পড়ল, কুশনের ওয়াড়,
ময়লা হয়েছে,
ধোপা সোমবার—
সোমবারে ক্লাবে বই ফেরত দিতে হবে
এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌
নোম্যাড্‌স, সাম্রাজ্যবাদ, পুরোহিত,
বিজ্ঞাপন……।
খুট—
পিওন ঢুকিল।
লোকটা মুসলমান,
কিন্তু ঠিক যেন হিন্দু,
দাড়ি নেই,
নিরীহ চেহারা।

চিঠি দিয়ে গেল,
চিঠি পড়ে চক্ষু চড়কগাছ—
সদলবলে জনার্দন আসছে পরশু,
এক সপ্তাহ থাকবে।

ফুটে উঠল মানসপটে
ক্রোধ-কুম্ভ হাস্যমুখ গৃহিণী-আলেখ্য,
পলাতক মৈথিল রাঁধুনিটাও
(যাজ্ঞবল্ক্য আবার উঁকি দিচ্ছেন)
চাকরকে আদেশ করলাম,
ওরে, বামুন দেখ একটা এখুনি।

গাত্রোত্থান করলে বেচারী,
খড়ি-মাখানো ভিজে ক্যাম্বিসের
জুতা-জোড়াকে
রোদের ফালিটুকুতে শুকুতে দিয়ে
চলে গেল।

জুতো-জোড়ার পানে চেয়ে চেয়ে
অপ্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়ল
অভিনেত্রীদের—
গ্রীনরুমে।
না না, ছি ছি
আলজ্জিত হলাম মনে মনে।
হঠাৎ সুড়সুড়িয়ে উঠল কানের ভেতরটা,
ঢোকাতে চেষ্টা করলাম কড়ে আঙুল
কানের গর্তে।
গর্ত ছোট,

আঙুল মোটা
আকুল চিত্তে উঠলাম
কাঠির সন্ধানে।

শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসুর ব্যাখ্যা অনুসারে
লিখলাম এই কবিতা।
বলেছিলেন তিনি,
আমাদের সচেতন ও অচেতন মনে
প্রতি মুহূর্ত্ত যে ছাপ এঁকে যায়
তার অকুণ্ঠিত যথাযথ প্রকাশই
আধুনিক কাব্যের লক্ষণ,
সাজিয়ে গুছিয়ে বলাটা সেকেলে কাণ্ড।
পাঁচ মিনিটের ছাপ আঁকলাম
এই কবিতায়।
এর নামকরণ করেছেন
শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন
তাৎক্ষণিক।

বকিতা

ক্ষমা করুন ১৯৪১ দেবী,
খিলছি বকিতা,
(কবিতা লিখত সেকালে)
কে ÷ তুমি ?

ইস { কু (জল + জ) } পালানো (ম × ন) নিয়ে
খেদেছি খোচ
(চোখ দেখত সেকালে)
ব্ল্যাক জাপান ? না,
বিস্‌মার্ক ব্রাউনও নয় !
সি [একার × মণ্ট] ক × আকার × লো।
Log উনমন
Tan উশখুশ
তা ছাড়া
$\sqrt{\text{সে} - \text{নয়} - \text{তবু} - \text{সে}}$
রোদ – O
জ্যোৎস্না + ?
প্রদোষ × !
এবং···অথচ – রেকারিং !
মিয়ঁ, না ষিয়, 'মিয় ?
যাই হোক
(আমি + তুমি)^{২}

=

আ^{২} মি^{২} + তু^{২} মি^{২} + ২ আতুমি^{২}
এর মার নেই।
অবশ্য
(আমি × তুমি) ÷ সমাজ
অথবা
(এক্স – তাহারা) ÷ রাষ্ট্র
গোলমাল বাধাবে একদিন

কিন্তু

আকাশ-গলিতে শোনা যাচ্ছে ঘড়ঘড়ানি

এরোপ্লেন-ছ্যাকড়ার :

এল বলে !

প্যারাশুট-মার্কা আবেগে

তাই

খোচ খেদে খিলছি বকিতা !

চকোর-শিক্ষা

আকাশে আকাশে টো-টো করে আজও জ্যোৎস্না করিস পান ?

ছি ছি রে চকোর-দল,

নেহাত পুরোনো সাবেক সেকেলে ধাঁচা।

যা বলছি বাপু, মন দিয়ে শোন,

ইজ্জতটাকে বাঁচা।

জ্যোৎস্না খাবি কি !   'লাপসি'-ভোজন করি সমাপন

কলের জলেতে আঁচা।

তারপর ছুটে চল

সেলুনেতে ঢুকে দাড়ি-কাড়িগুলো চাঁছা,

ল্যাজ-ফ্যাজগুলো ছাঁটা,

তার পর সেটা নাচাতে চাস তো হিসেব-মাফিক নাচা।

বুকে-পেটে-পিঠে লেবেল-টেবেল সাঁটা।

তার পর গিয়ে শিক্ষা নে
ভিক্ষা নে
দীক্ষা নে···
টানতে শেখ, মানতে শেখ,
শুষতে শেখ, লুসতে শেখ,
হাফপ্যাণ্ট পরে নানান নামতা ঘুসতে শেখ।
তার পর ?

কর ফরফর, নয় ফড়ফড়।
উড়তে চাস তো ডানা ছুটো মুড়ে লাফিয়ে চড়—
রয়েছে ’প্লেন
ষ্টীমার ট্রেন
বাইক কার
চমৎকার
(কিনবি ? আমার রয়েছে একটা নতুন ‘বুইক্’।)
উড়তে উড়তে বাট্‌নহোলের কিস্-মি-কুইক
মাঝে মাঝে শোঁক
পিড়িং পিড়িং ভোঁ প্যাঁক পোঁক
বাজনা বাজা—
ওরে ও খাজা
জরদগব ভব্য হ
কাগজ পড়, ‘ইজম’ শেখ, সভ্য হ।

জানেন

"জানেন ? আমরা সিংহ ছিলাম
মধ্য এশিয়া দেশে,
যদিও এখন আঁদাড়ে পাঁদাড়ে
ঘুরিতেছি এই বেশে
চক্ষে মোদের থাকিত আগুন,
'মাথায় কেশর-তাজ,
নখরে জ্বলিত ছোরার দীপ্তি,
কণ্ঠে বাজিত বাজ।
লম্ফে লম্ফে হতাম আমরা
গিরি মরুভূমি পার,
থাবার আঘাতে মেরেছি কতই
হাতি ঘোড়া গণ্ডার।
জানি না মোদের পূর্বপুরুষ
কিসে যে ভুলিয়া গেলেন,
খাইবার পাস অতিক্রমিয়া
এ দেশে চলিয়া এলেন।
বহু শতাব্দী এই পোড়া দেশে
বাস করিবার পর
এই দশা হায় হয়েছে মোদের
কণ্ঠে ফোটে না স্বর।
ধোঁয়ার ভয়েতে পালাই এখন,
পাখার বাতাসে ডরি,

আঁধারে আড়ালে লুকাইয়া থাকি
শিশুর চাপড়ে মরি !
এই দুর্দশা হয়েছে জানেন
জল-বাতাসের গুণে—"
কর্ণকুহরে কহিল মশক
অবাক হইনু শুনে

সোনাটা

অস্তিত্বের পাঁজরে লেগেছে ঘা।
নিরালম্ব আত্মারামেরা
তবু ছাড়বে না
বাঁধা-বুলি কপচানো।

চূর্ণ আয়নার সহস্র কুচিতে
একই মুখ দেখি সহস্রায়িত হল
"গেলাম, মলাম, দ্বার খোলো দ্বার খোলো"
আর্ত ক্ষুধিত শাণিত গজল
আসমুদ্র-হিমাচল
গাইছে আব্রাহ্মণ মুচিতে—
কৃষ্ণ বিষ্ণু রাম শ্যাম—নিশ্চিহ্ন আরামে।
তাল কাটছে না,
স্বয়ং বেতাল ডুগি বাজাচ্ছেন যদিও।

মন্দ নয় এ সময় গ্রাম-নাম-সংকীর্তন।
মশার কামড়, পচাপুকুর, ঘেঁটুবন
বন্ধকী জমি, ভাঙা হাল, মরা মন
রোগা গোরুর ল্যাজ ধরে আউশ আমনের স্বপন
মন্দ লাগবে না নেহাত।
গজলের পর কীর্তন উচিত জমা।
জমলেই কিন্তু খরচ
খচ খচ।
তবু জমুক—আহা, জমুক!

জমেই আছে।
চোখে ছানি, সর্বাঙ্গে খোস,
জরাজীর্ণ দেদো খোলস,
গায়ে আত্মসম্মানের ছেঁড়া কাঁথা,
আশেপাশে গোবর, কেলে হাঁড়ি, তোবড়ানো হাতা,
ভাঙা তক্তাপোশ,
নেই কি?
গ্রাম-বুড়ি বিড়বিড় করে কী আওড়াচ্ছেও যেন!

হয়তো রূপকথা—হয়তো প্রলাপ
হয়তো অভিশাপ,
হয়তো বৈদিক মন্ত্র,
মারণ-তন্ত্র হয়তো,
কিংবা প্রলয়ঙ্কর যন্ত্রের স্বপ্ন-ছড়া কোনও
কিংবা..........
হয়তো.........
ফুটকি ফুটকি ফুটকি এবং ফুটকি!

তবু আসল কথা হচ্ছে—হেঁ হেঁ—
আমরা আছি এখনও ঈশ্বরেচ্ছায়।
ভালোই আছি
এবং আছে কোলাকুলি, মিষ্টিমুখ
প্রণাম, আশীর্বাদ,
খাম, পোস্টকার্ড,
গদ্য পদ্য ॥
দন্তসার হাসিও ফুটছে কঙ্কালদের মুখে
বাহবা কি বাহবা !

ফুটবে বই কি !
সাবাস সাবাস—শতং জিউ।
মড়া, কিউ,
"বাবারে বাবারে গেলাম মলাম"
টেক্কা, গোলাম,—
আসুক যাক বা থাক
আমরা যতক্ষণ আছি
বলবই কেয়াবাত, কেয়াবাত।

সমালোচনা

সরঞ্জাম যদি থাকে কালি-বুরুশের
সঙ্গতি যত্তপি থাকে পূর্বপুরুষের
লেগে পড়
(নেপথ্যে—পড়েছি)

মাতৃগর্ভে জন্ম যার সেই তো রসিক
মাংস যদি পেয়ে থাক জুটিবেই শিক
খাশা হবে
(নেপথ্যে—হি হি)

লোভনীয় লেংগিই তো বীরত্বের ঠাট
লোপাট কাহারে করে অশ্বতর-চাঁট
ভেবো না তা
(নেপথ্যে—আরে ছুৎ)

চনচনে কখনও বা চটচটে চাটু
চর্বণ লেহন কর চরণ বা হাঁটু
জমে যাবে
(নেপথ্যে—হেঁ-হেঁ)

নাসিকায় তৈল দিও কানে দিও তুলা
নাভিতে আঁটিও বেল্ট পিঠে বেঁধো কুলা
বাস্।
(নেপথ্যে নীরবতা)

ইতিহাস

১

ভুতুয়ার বাপ ছিল কুতুয়া
বইত সে সাহেবের জুতুয়া
পেয়ে টাকা ঠনঠন
কীর্তির লণ্ঠন
জ্বালাল,
লজ্জা-শরম দূরে পালাল ;
এবং সে টাকাতে
জুতো-বওয়া কড়াগুলো ঢাকাতে
রইল না কোনও খুঁতখুঁতুয়া ।

২

পটল তুলিল যবে কুতুয়া
গদি-সমাসীন হল ভুতুয়া
ন্যাদসের শিরোমণি
দুনিয়াকে সরা গনি
হাসিল,
অপরূপ ভঙ্গীতে কাশিল,
ভুতুবাবু যে-সে লোক নয় তাই
দিন-রাত শোনে 'জয় জয়' তাই
তিন পারিষদ সাথে রয় তাই
জল-উঁচু জল-নীচু, তুতু আ ।

পিতার উক্তি

আরে আরে মশাই, বাঁচি সামলে গেলে
কার সঙ্গে জুটে কী যে কোথায় খেলে
বিগড়ে গেছে মাথা
জড়িয়ে গায়ে কাঁথা
খাচ্ছে খালি কচু ভজে কলের তেলে।
বলছে থেকে থেকে,
চল্ না এঁকেবেঁকে,
সোজা চলিস কেন ?
ভালো করে ঠ্যাংচা !

বলছে ডেকে ডেকে
ভদ্রলোক দেখে
প্রণাম করিস কেন ?
ক্রমাগত ভ্যাংচা।

ফুলিয়ে রোগা ছাতি
বলে, মারব হাতি
দেখ না মেরেছি তো
মশা মাছি ব্যাং ছা
সাগর ফেলব শুষে
এবং ফেলব চুষে
চকোলেটের সঙ্গে
সরু মোটা ল্যাংচা।

আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন তো গিন্নি
বলুন দেখি দাদা, কোথায় মানি সিন্নি !

সপ্তক

১

সম্বলের শেষ প্রান্তে আসিয়া ধনেশ
পূজিল গণেশ।

২

"গ্যাং গ্যাং গ্যাং গ্যাং গ্যাং গো
ব্যাং মোরা ব্যাং মোরা ব্যাং গো—
দেখিলাম মন-চোখে
নব বিভীষণ-লোকে
ভেক-ভেকী নাচিতেছে ট্যাঙ্গো।

৩

দধীচি হবেন নিজেই বৃত্র
কন কবিরাজ বায়ু বা পিত্ত
আজ যে শত্রু কাল সে মিত্র
চলচ্চিত্র চলচ্চিত্র।

৪

একাকী করিতেছিনু ধানাই-পানাই
রেডিওতে আচম্বিতে বাজিল শানাই
বোতল বগলে দেখি চলেছে কানাই
আবার পড়িল মনে কেরোসিন নাই।

৫

বশিষ্ঠ মরীচি আর পাঁচটি সঙ্গীরা
(পুলহ পুলস্ত্য ক্রতু অত্রি ও অঙ্গিরা)
কোথা কোন্ তৈল দিয়া সপ্তর্ষি হলেন
গম্ভীরা সভায় বসি চিন্তেন পংখীরা।

৬

স্বর্গীয় সব বোমারুবৃন্দ প্ল্যানচেট মারফত
শুনিলাম না কি ফতোয়া করেছে জারি
অগ্নিযুগের তোমরা যাহারা আজিও প্রদীপবৎ
টিম টিম করে জ্বলিতেছ সারি সারি,
প্রবন্ধ লিখে সময় নষ্ট কোরো না আর
শুধু মনে রাখো কালো-বাজার কালো-বাজার
গা-ঢাকা-দেবার মতন সেখানে অন্ধকার,
আগুন-মার্কা তোমরা যে ধ্বান্তারি।

৭

প্রবীণ মাধব নবীন মাধবে কন
বাঁশি বাজাইও দুপুর বেলায় ঠিক
নবীন মাধব হাসিলেন ফিকফিক
কোথায় যমুনা কোথায় কীচক বন
কোথায় শ্রীমতী কোথা শ্রীমতীর মন
বৃথাই বাঁশরী বৃথাই গাহিছে পিক
রাধার নয়নে জাগে বোমা আণবিক
নবীন মাধব প্রবীণ মাধবে কন
ইউরেনিয়ম বল দেখি কত টন।

খিচুড়ি-প্রসঙ্গ

১

চালের ডালের বাছিয়া কাঁকর
হিমসিম খায় দাসী ও চাকর
'এটা দে ওটা দে এ কর তা কর
মশলা আন'

সারা রাজবাড়ি কম্পমান !
বসিয়া ছাতে
রাজার মহিষী খিচুড়ি রাঁধেন
নিজের হাতে।

২

'পাক-প্রণালী'র পাতা উলটান
ক্ষীর মেওয়া হিং ঘৃত জাফরান
হাতের কাছেতে যখন যা পান
ছাড়েন সব,
হাঁড়ির ভিতরে মহোৎসব !
পড়িয়া বই
রাজার লাগিয়া খিচুড়ি রাঁধেন
রাজার সই।

৩

মস্তকে পরি মুকুট কনক
সভায় ছিলেন প্রজার জনক
সহসা তাঁহার নড়িল টনক
—খিচুড়ি নাকি ?
গন্ধ পাইয়া পরান-পাখি
মেলিল ডানা,
রাজসভা ছাড়ি অন্তঃপুরে
দিলেন হানা।

৪

বুড়া রাঁধুনীরে শুধান নৃপতি
'গন্ধ কিসের বল তো শ্রীপতি ?'

কহিল শ্রীপতি করিয়া প্রণতি
ঝাড়িয়া গলা,
'খিচুড়ির প্রভু ধরেছে তলা।'
প্রমাদ গনি
রাজ্ঞী-সকাশে যান গুটিগুটি
নৃপতিমণি

৫

দেখিলেন যাহা নহে তা খিচুড়ি,
মেতেছে মেখলা, বাজিতেছে চুড়ি,
চূর্ণ অলক পড়িতেছে উড়ি
চোখে ও মুখে
কাঁচুলি বুঝি বা রহে না বুকে!
আপনাহারা
বাজুর দোলক দুলিয়া মরিছে
পাগলপারা

৬

ষোড়শী রূপসী ধরম-কান্তা
ঘরম-সিক্তা পরম শ্রান্তা
ঈষৎ ঝুঁকিয়া খুন্‌তি ছান্‌তা
ঝনৎকারি
রাঁধিছে খিচুড়ি চমৎকারই!
বাহবা তোফা
গালেতে কাজল, লুটায় আঁচল,
শিথিল খোঁপা।

অপাঙ্গে রানী চাহি পতিপানে
কহিলেন হাসি, 'কী হল কে জানে !'
রাজা কহিলেন, 'গন্ধের টানে
এসেছি ছুটে,
বহু ফুল যেন উঠেছে ফুটে,
আ মরি মরি,
চাখিয়া দেখিব দাও তো একটু
প্রাণেশ্বরি !'

৮

চাখিয়া রাজার রোমাঞ্চ জাগে
নয়নে কিসের নেশা যেন লাগে
কহিলেন রাজা গাঢ় অনুরাগে,
'অপূর্ব এ !
কাহিনী শুনেছি পড়েছি বইয়ে,
খাই নি কভু,
হয়ে গেল যেন সহসা আজিকে
ছিল যা হবু !

৯

'এর পর যাহা আসিছে অধরে
বলিতে চাহি না এ খোলা সদরে
তা ছাড়া বাখানি সে গদগদ রে
নাহি হে বাণী !

অন্দরে তুমি চল গো রানি,
খিচুড়ি থাক,
ও অনবদ্য সুধার অংশ
সকলে পাক ?'

১০

তারপর যাহা ঘটেছে তাহার
বর্ণনা জানে কুলি ও কাহার
যে কোন বামুন বৈদ্য সাহার
মুখেতে শুনো,
শুনেছে সবাই শহুরে বুনো,
বেতার-যোগে
পাশাপাশি বসে শুনেছে সকল
বাঘে ও ঘোগে।

১১

রানীমা রেঁধেছে খিচুড়ি জবর
কাগজে কাগজে ছেপেছে খবর
বেজেছে নাকাড়া দাদামা দগড়
ডুবকী ঢোল,
কীর্তন সাথে বেজেছে খোল!
খিচুড়ি-গাথা
নানান ছন্দে ভরেছে সকল
মাসিক-পাতা।

ভাবী মন্ত্রীর অবশ্যম্ভাবী বক্তৃতা

১

তোমাদের ভালোবাসি ভাই
বারংবার বলেছিনু তাই
হেন বেগে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিও না গোল্লা অভিমুখে।
ক্ষণেক দাঁড়াও দেখি রুখে,
হে ভ্রান্ত স্বদেশবাসি, বারেক শ্রবণ করো হিতকথাগুলি
চল্লিশ কোটি বৃদ্ধাঙ্গুলি
আন্দোলিয়া
সেই গোল্লা অভিমুখে পুনর্বার চলিলে ছুটিয়া!

২

তোমাদের ভালোবাসি ভাই,
নব রসে মাতি তাই
স্মরিয়া শ্রীহরি
ভাসালাম তরী
নব-পরিকল্পনার স্রোতে,
গান্ধিজিরে নমি দূর হতে!
এ কৃষি-প্রধান দেশে হয়তো বা হবে উপকার
ইহা ছাড়া গতি কিবা আর!
অতীত পতিত হতমান
গোল্লা-অভিমুখী বর্তমান।

এই নব আঁচে
ভিয়ান ওতরায় যদি, ভবিষ্যৎ বাঁচে।
একমাত্র আশা ভবিষ্যৎ
সুতরাং নাহি অন্য পথ।

৩

তোমাদের ভালোবাসি ভাই
সেরেফ কর্তব্য-বোধে ইচ্ছা করে তাই
শুধু চাবকাই,
থামে বেঁধে
মুখে ছাতু গেদে
চোখে লঙ্কা গুঁজে
রক্তে পুঁজে
করাইয়া স্নান ;
করি খান খান
অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ প্রত্যেকের,
কুড়াইয়া সেগুলিরে ফের
তাল করে থুড়ি :
হস্ত পদ বক্ষ ভুঁড়ি মুড়ি
করি কুঁচি কুঁচি ;
উচ্চ নীচ আব্রাহ্মণ-মুচি
সনাতন, আধুনিক,
শ্রমিক, ধনিক,
চাকুরে, বণিক,
নাহি করি ভেদাভেদ নাহি রাখি সীমা
বিলকুল করে ফেলি কিমা।

বিরাট ভারতবক্ষ তার পর করিয়া কর্ষণ
সেই কিমা চতুর্দিকে করে দি বর্ষণ।
সাফ হয়ে যাবে আবর্জনা
চুকিবে যন্ত্রণা।
তাহা ছাড়া হবে সার
চমৎকার।
হবে ভুট্টা হবে ছোলা যব গম ধান
সুখে রবে ভবিষ্যৎ ভারত-সন্তান

তোমরা যারা

তোমরা যারা ভাবছ মোদের
পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দেবে
কামান দেগে উড়িয়ে দেবে
দিও
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম···

আমরা অতি ক্ষুদ্র
শূদ্রাদপি শূদ্র
এক ধমকে দৌড়ে পালাই
বাসন মাজি লাঙল চালাই
ভজাই মলাই চোলাই ঢালাই
আমরা করি

ঘোরাই ঘানি, ঘোরাই জাঁতা
সবার শিরে নানান ছাতা
আমরা ধরি
তোমরা যখন যুদ্ধ কর
আমরা মরি

দিও দিও দিও
তোমরা যারা চাবুক চালাও
কামান চালাও
. হুকুম চালাও
পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দিও
কামান দেগে উড়িয়ে দিও
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম।

তোমরা যারা ভাবছ মোদের
পিঠ চাপড়ে নাচিয়ে দেবে
মিষ্টি কথায় বাঁচিয়ে দেবে
দিও
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম··· ।

আমরা অতি মূর্খ
নেই বুদ্ধি সূক্ষ্ম
আমরা কুলি মজুর চাষা
পাই না দিশা পাই না ভাষা

কিন্তু তবু পারের আশা
আমরা করি
পাল ফাঁসলে ঝড়ের মুখে
ভগ্ন-তরীর হালটা রুখে
আমরা ধরি
তোমরা যখন তর্ক কর
আমরা মরি

দিও দিও দিও
তোমরা যারা বুকনি চালাও
হুজুক চালাও
কাগজ চালাও
পিঠ চাপড়ে নাচিয়ে দিও
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম।

তোমরা যারা ভাবছ মোদের
ডুবিয়ে দেবে উঠিয়ে দেবে
ঝরিয়ে কিংবা ফুটিয়ে দেবে
শোনো
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম·

চাবুক-ধারী শুম্ভ
কিংবা দরদ-কুম্ভ
নাই কারুকে চিনতে বাকী
আদ্ধি রেশম খদর খাকী

কোন দেবতার ধরনটা কি
আমরা বুঝি
দন্ত-হাসি কয় কী বাণী
ভুক্ত-ভোগী আমরা জানি
আমরা বুঝি
নিজের মাঝে শক্তি কেবল
আমরা খুঁজি,

শোন শোন শোন
তোমরা যারা ভদ্রবেশী
ছদ্মবেশী
অর্ধ-দেশী
ডুবিয়ে দেবে? উঠিয়ে দেবে?
ঝরিয়ে কিংবা ফুটিয়ে দেবে?
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম!

তোমরা যারা ভাবছ মোদের
দাবড়ানিতে দাবিয়ে দেবে
চোমরানিতে কাঁপিয়ে দেবে
শোন
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম... !

সার বুঝেছি ভাই রে
শক্তি যে নেই বাইরে
নিজের জোরে উঠব মোরা

কিন্তু তবু পারের আশা
আমরা করি
পাল ফাঁসলে ঝড়ের মুখে
ভগ্ন-তরীর হালটা রুখে
আমরা ধরি
তোমরা যখন তর্ক কর
আমরা মরি

দিও দিও দিও
তোমরা যারা বুকনি চালাও
হুজুক চালাও
কাগজ চালাও
পিঠ চাপড়ে নাচিয়ে দিও
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম।

তোমরা যারা ভাবছ মোদের
ডুবিয়ে দেবে উঠিয়ে দেবে
ঝরিয়ে কিংবা ফুটিয়ে দেবে
শোনো
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম·

চাবুক-ধারী শুম্ভ
কিংবা দরদ-কুম্ভ
নাই কারুকে চিনতে বাকী
আদ্ধি রেশম খদর খাকী

কোন দেবতার ধরনটা কি
আমরা বুঝি
দন্ত-হাসি কয় কী বাণী
ভুক্ত-ভোগী আমরা জানি
আমরা বুঝি
নিজের মাঝে শক্তি কেবল
আমরা খুঁজি,

শোন শোন শোন
তোমরা যারা ভদ্রবেশী
ছদ্মবেশী
অর্ধ-দেশী
ডুবিয়ে দেবে? উঠিয়ে দেবে?
ঝরিয়ে কিংবা ফুটিয়ে দেবে?
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম!

তোমরা যারা ভাবছ মোদের
দাবড়ানিতে দাবিয়ে দেবে
চোমরানিতে ঝাঁপিয়ে দেবে
শোন
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম… !

সার বুঝেছি ভাই রে
শক্তি যে নেই বাইরে
নিজের জোরে উঠব মোরা

নিজের জোরে ছুটব মোরা
নিজের জোরে ফুটব মোরা
ডরব না কো,
দয়া কিংবা দাবড়ানিতে
আহ্লাদে বা ঘাবড়ানিতে
মরব না কো,
দমব না কো থামব না কো
সরব না কো,

শোন শোন শোন
তোমরা যারা শক্তিধারী
বক্তৃতারই
তকৃতিধারী
কোনও চালই চলবে না কো
কোনও ডালই গলবে না কো
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম।

একটু শুধু

১

তোমার অঢেল পয়সা আছে

মানছি তা

এবং আছে খুঁটির জোরও

তাও জানি,

২

হয়তো তুমি কাগজ ছাপাও

হয়তো দাপাও

হয়তো লাফাও

গলার জোরে ভুবন কাঁপাও

মানলাম,

৩

পয়সা নিয়ে সবার গাঁটের

মদের চাটের

স্যুটের ছাঁটের

দেখাও জানি নানান ঠাটের

কেরদানি,

৪

মানছি তুমি মস্ত মরদ

বাজাও সরোদ

ওড়াও গরদ

চোখ রাঙিয়ে দেখাও দরদ

বক্তৃতায়,

মানছি গো,

৫

গিলতে পার কোপ্তা কাবাব মণ্ডা প্যাঁড়াও
শাক-সবজি মাছ-মুরগী ছাগল ভেড়াও
সঙ্গে সঙ্গে গা দুলিয়ে
বুক চাপড়ে ঠোঁট ফুলিয়ে
ডুকরে ডুকরে কাঁদতে পার অন্নহীনের জন্য,
খদর পরে মোটর প্লেনে দাবড়ে বেড়াও
ধন্য তুমি ধন্য,

সব ঠিক—

৬

নগদ টাকা ব্যাঙ্কে তোমার লাখ লাখ
করবে কেন গুড় গুড় বা ঢাক ঢাক
চুটিয়ে তাই খেলছ খেল
দিচ্ছ তেল নিচ্ছ তেল
হরদম
লাগিয়ে তাক
পিটিয়ে ঢাক
ঘাঁটছ পাঁক
কর্দম
দেখছি তো,

৭

চলছ এবং চলাচ্ছ
বলছ এবং বলাচ্ছ
নূতন রকম ঠুংরিতে
নোংরা এবং হুংরীতে
ধ্বংস করে পিতৃধন
জমিয়েছ যে কী কীর্তন
হারিয়ে 'মিকি মাউস'কে
মাতিয়ে দিলে হাউসকে
দেখছি তা,
কাত করেছ পোলাও-ভরা
ডেকচিটা !

৮

দিচ্ছে সবাই হাততালি
নাই যে কারও পাত খালি !

৯

সবাই সবই জানছে তো
সবাই তবু মানছে তো
এবং কষে টানছে তো
দিনরাত,
লুসছে এবং শুষছে
তোমার মুখের মন্ত্রগুলো
তার-স্বরে ঘুষছে
ঠিক বাত !

১০

আকাশ তোমার নাইক জানা
নাই কাকলী নাইক ডানা
তবু তোমায় বলছে সবাই
পক্ষীটি
টাকার জোরে সব তঁ্যাদড়ই হচ্ছে টিট,
একটি কথা কিন্তু শোন

এক মিনিট, .
জাল ফেলেছ অনেক ঘাটে
কিন্তু কিছু ধরছ কি ?
বন্ধ করে ঘরের দ্বার
চোখটি বুজে একটি বার
একটু শুধু চিন্তা কর
করছ কী !

প্রোলিটারিয়েট কবিতা

১

ইন্দ্রকে ডাকি ব্রহ্মা কয়,
"ছি ছি হে ইয়ার, কচ্ছ কী,
সারাটা বদন মেচেতা-ময়—
দিনে দিনে তুমি হচ্ছ কী?"
"শোনো তবে ভাই চতুর্মুখ,
শিটি মেরে মেরে ফতুর বুক,
কবিতাই বুঝি লিখতে হয় ;-
বাণীর প্রসাদ কী করে পাই,
ভারতী শুনছি বেয়াড়া ভাই—
আমিষ-ভক্ত মোটেই নয়।
বুকের ভেতর জ্বলছে যা,
খাক হয়ে গেল কলজেটা—"

২

কুঞ্চিত করি আটটা চোখ
'কান্‌হি' মারিয়া ব্রহ্মা কয়,
"আপ্‌সাও কেন মিছে নাহক,
কিচ্ছু তোমার নাইক ভয়।

সত্যি যদিও বাগ্‌দেবী
সবজি এবং শাক-সেবী,
সাত্ত্বিক ভোগ কেবল চান ;

কিন্তু ভুলো না পুরন্দর,
হাঁসটি তাঁহার ধুরন্ধর—
ডুবে ডুবে তিনি গুগলি খান।”

“মাইরি বেম্‌মা বলছ কী,
গুগলি-ভক্ত গোল-চোখী ?”

৩

“গুগলির যম”—ব্রহ্মা কয়,
“ছাড়ে না কাকেও ধরলে সে,
ভেতরে ভেতরে বাণী যে নয়,
তাই বা তোমায় বললে কে ?

এমন বুদ্ধি এমন ধার—
শাক-পাতা খেয়ে সবটা তার,
এইটে আমায় বোঝাতে চাও ?

বাইরেতে আমি বুঝব তাই,
ভেতরে ভেতরে কিন্তু ভাই,
হাঁসের কাছেতে ভেট পাঠাও।

এ বুড়ো বান্দা জানে না কি ?
পর্দা থাকার মানেটা কি ?”

৪

বাহির করিয়া হলদে দাঁত
মুগ্ধ ইন্দ্র চাহিয়া রয়,
"ধরাও" বলিয়া অকস্মাৎ
কান থেকে বিড়ি ব্রহ্মা লয় ;
কয় চুপি চুপি, "না করে গোল
বারুণী পাঠাও তুটি বোতল,
পুষ্ট একটি ভেড়ার রাং,
বাণীর বীণার সাতটা তার
তুলরে দেখো না কী ঝঙ্কার—
উথলে উঠবে ভাবের গাং।"

"জানত কে এত পাঁচালি ভাই !
মাইরি বেম্মা বাঁচালি ভাই।"

হাসি, ১৩৫৭

পূজার বাজারে চাও হাসির খোরাক ?
তাহাই তো আছে দাদা বাকী সব ফাঁক
পরনেতে বস্ত্র নাই, পেটে নাই ভাত
তবু মুখে হাসি ফোটে বাহিরায় দাঁত।
যে কাণ্ড ঘটিছে ভাই সারা বিশ্বময়
তা দেখে গম্ভীর থাকা সম্ভব কি হয় ?
ধরেছে পেচক রূপ যতেক বুলবুলি,
সুপ্রশস্ত বাতায়ন হয়েছে ঘুলঘুলি,

এবং তা হয়ে খুব হয়েছে খুশীও
পাও যদি দু-একটা খাঁচায় পুষিও।
একদরে বিকাইছে রসাল মাকাল ;
ঘৃতাচী দালদাচী হয়ে করিছে নাকাল,
নপুংসক ইন্দ্র ফেরে সিনেমা-লোকেতে,
চুলেতে কলপ দিয়া কাজল চোখেতে।
হিমালয় তেয়াগিয়া মহাকাল ভুতু
পপুলারিটির লোভে দেন কাতুকুতু
গণেশের বগলেতে,—তপস্যা ভুলিয়া।
যুধিষ্ঠিরের নামে হয়েছে হুলিয়া।
নূতন অজ্ঞাতবাসে ধর্মজ এবার
হইয়াছিলেন নাকি ব্যাঙ্ক ডিরেকটার।
ছাত্র-শকটেরে টানে মাস্টার-ষাঁড়েরা,
মন্ত্রিত্ব করিছে যত গোপাল ভাঁড়েরা।
হবু গবু লজ্জাভরে রজ্জু দিয়া গলে
নাম লিখায়েছে না কি শহীদের দলে।
এ দেখেও হাসি যার না ফোটে বদনে
ঠোঁট তার ফাটিয়াছে,—হাসে মনে মনে

বিদগ্ধ পাচক

অধিকারী হয়ে যে গুণের
লাউ বেগুনের
মিলেছিল অলাবু ও বৃহতী উপাধি
(যে কথা ঘোষণা করে আজও পঞ্জিকাদি)
সে গুণে ধরেছে ঘুণ—তাই ম্লেচ্ছ আলু
বাজারেতে হইয়াছে চালু।
তাই কপি—বাঁধা কিংবা ফুল
করিতেছে বাজার মশগুল।
আলু-খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে
উক্ত চিন্তা হানা দিল সুবিদগ্ধ পাচকের মস্তিষ্ক-পাড়াতে !
বেকার-সমস্যাহত এম. এ. পাশ পাচক দুলাল,
ভুলে গেল ফুটিতেছে ডাল,
ভাবিতে লাগিল শুধু কোন্ দোষে কেন হল কাবু
বৃহতী অলাবু।
হাউ ?
ভাবিতে লাগিল যদি প্রো-বেগুন-লাউ
প্রবন্ধ লেখানো যায় ধরিয়া বিজ্ঞানী বাছা বাছা
বিজ্ঞাপিত করা যায় ভাইটামিনি সত্য চাঁছা চাঁছা
হয়তো কমানো যায় আলু আর কপির গুমোর—
চিন্তা আর এগোল না (হয়তো বা এর জন্য দায়ী কোনো
অজানা কুমোর)
সশব্দে ফাটিল হাঁড়ি, পোড়া গন্ধ ছাড়িল ডালের
প্রভু-পত্নী ছুটে এসে প্রয়োগিল যে ভাষা গালের

সে ভাষার বিশেষত্ব কোন্ বইয়ে, কোন্ পেজে,

লিখেছেন কারা

জানিত তুলাল ; কিন্তু তাহা লয়ে চিন্তা করিবার সুযোগ বেচারা

পাইল না আর

বিদায় লইতে হল কণ্ঠে পরি অর্ধ চন্দ্র-হার।

হৈরব

১

দু পেগ করিয়া পান

শেষ করি গোটা 'লেগ্-রোস্টে'

হারু ঘোষ, মরি মরি,

সত্য আবিষ্কার করি,

কভু কেঁদে কভু হেসে

কবিতা লিখিল শেষে

পাগলা-গারদে নহে, স্বকীয় প্রকোষ্ঠে।

কবিতাটি এই—

(কোনো খাদ নেই।)

২

"আবিষ্কার করেছি নির্ভুল।

মাথায় থাকিত যদি চুল

বিকায়ে বিলকুল

দেনা মোর হত না উশুল,

দেনা যে অঢেল

চুলও নাই, সব টাক—ভৃঙ্গরাজ ফেল।

জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে

ধীরে ধীরে ডুবিয়াছি ধারে

কত যে জানি না

কত মানুষের কাছে কতই যে ঋণ আছে
সে কথা ঢাকিতে চাই
নানা ভাবে নানা ধাঁচে,
মানুষ দূরের কথা পশু-পাখি ফুল-ফল
তাদেরই দাক্ষিণ্যটুকু সবার যে সম্বল
কাক চিল শকুনি গৃধিনী
তাহাদেরও কাছে আছি ঋণী
কিন্তু তা মানি না !
কেন যে জানি না !
অহঙ্কার-অন্ধকারে জ্বালাইয়া বাক্য-ফুলঝুরি
করি বাহাদুরি,
শূন্যতার সিংহাসনে করি আরোহণ
কাঁপাই গগন,
চিৎকারিয়া উঠি থাকি থাকি
যে প্রহরী নাই তারে ডাকি
—কোই হ্যায় ?
ত্রস্ত কোনো দৌবারিক ছুটে এসে
সাড়া নাহি দেয়।
যখন শিবের গীত গাওয়াটাই সমুচিত
গাই না কিছুতে,
ধান ও ঢেঁকির চিন্তা নিয়ে যায়
অনেক নীচুতে।
ধান ঢেঁকি মেলে যবে
শিব-গীত গাই তবে

ধান তো ভানি না
কিন্তু তা মানি না
কেন যে জানি না !
এলোমেলো হয়ে যায় সব ;
কেউ বলে জ্ঞানী আমি,
কেউ বলে স্নব।
কেউ বলে ধূর্ত সঙিন.
কটাক্ষে ঢাকিবে বলে পরিয়াছে চশমা রঙিন।
হতভম্ব হই,
সকরুণ কণ্ঠে কহি—কোথা তুমি, কই
কোথা তুমি পরমাত্মা,
মেলে না তাহারও পাত্তা !
দুত্তোর বলিয়া শেষে গান গাই, বাজায়ে গীটার
পাখাটা চালাই জোরে ওঠে যদি উঠুক মিটার।
মোদ্দা কথা বুঝিয়াছি তোমাদেরই একজন আমি
কারো দাদা, কারো ভাই, কারো শালা,
কাহারও বা স্বামী
করজোড়ে অনুরোধ করিতেছি তাই বারে বারে
পায়ে ঠেলে দিও না আমারে।"

৩

বাজারে গুজব জোর হারু ঘোষ বেচে গাই গোরু
এমন কি বাঁধা দিয়ে বোন বেটী জরু,
অবতীর্ণ হবে নাকি নির্বাচন-দ্বন্দ্বে !
আর উক্ত কবিতাটি ভৈরব ছন্দে
আবৃত্তি করিবে নিজে লরি-শীর্ষে হইয়া উন্মনা
কবিতা-চুম্বক নাকি আকর্ষিবে ভোট-লৌহ-কণা !

চাটুজ্যেমশাই

ঘর্ঘর শব্দে এরোপ্লেন উড়ে গেল একটা
পাড়া প্রকম্পিত করে।
চাটুজ্যেমশাই তাঁর খোলার ঘরের দাওয়ায়
তামাক খাচ্ছিলেন
থেলো হুঁকোয়।
প্লেনটার দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হেনে
পিচ ফেলে বললেন, "আপদ!"
সামনেই প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ি,
চিরকালের চক্ষুশূল।
ঠিক এই সময়ে তার থেকে আবির্ভূত হল
কর্ণশূলটাও।
গাঁকগাঁক করে রেডিওটা বেজে উঠল।
চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল চাটুজ্যের,
কুঁচকে গেল ভ্রূদুটো,
কাশির দমকটাও এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে
কাশতে কাশতে বললেন, "পাপ!"
তারপরই গলির ভিতর ঢুকল একটা মোটরকার
ইলেকট্রিক হর্ন বাজাতে বাজাতে।
চাটুজ্যে হড়াত করে বার করে ফেললেন
কফ খানিকটা।
হাঁফ ছাড়তে না ছাড়তেই
এল আর-একটা মোটর
তারপর আর-একটা।
প্রত্যেকেই উচ্চগ্রামে ইলেকট্রিক হর্ন বাজাচ্ছে।

তার পিছুপিছু ঢুকল আবার একটা ছ্যাকড়া গাড়ি,
তার ছাতে বাঁধা লাউড স্পীকার একটা,
তারস্বরে বিজ্ঞাপিত করছে
কোনো এক বিখ্যাত চলচ্চিত্রের
চমকপ্রদ উদ্‌ঘাটন-বার্তা !
চাটুজ্যেমশাই—
যিনি মহাত্মাজীর চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করেন রোজ
সেই চাটুজ্যেমশাই
অদ্ভুত কাণ্ড করলেন সেদিন একটা।
মহাত্মাজীকেই স্মরণ করলেন শ্রদ্ধাভরে।
বললেন, "ঠিকই বলেছিল লোকটা,
এই মেশিনই সর্বনাশ করবে আমাদের !"
সঙ্গে সঙ্গে
আর একটা অদ্ভুত কাণ্ডও ঘটল।
তাঁর অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে
বসে ছিলেন যে সত্যদ্রষ্টা পুরুষ,
তাঁর মানসপটে
এই ঘটনাগুলোই
রূপান্তরিত হল প্রাচীন একটা ছবিতে।
এরোপ্লেন, তেতলা বাড়ি,
রেডিও, মোটরকার
লাউড স্পীকার, সিনেমা,
সব তালগোল পাকিয়ে
রূপান্তরিত হল
বহু-উর্ধ্বে দোদুল্যমান
একগোছা আঙুরে,

আর চাটুজ্যেমশাই হয়ে গেলেন
একটা শেয়াল
আঙুরে-নিবদ্ধ-দৃষ্টি,
ঊর্ধ্বমুখী, লোভাতুর।
অন্তরবাসী এই পুরুষটির দিকে
একটা বিষ-দৃষ্টি হেনে
চাটুজ্যে বললেন
"আরে ছুত, রেখে দাও তোমার ও-সব
ঈশপী আজগুবি···হ্যাঃ—"
নাতনী ডাক দিলে ভিতর থেকে
"দাদু, গাড়ুতে জল দিয়েছি—"
চাটুজ্যে উঠে অন্দরের দিকে চলে গেলেন।

শৈব্য

থেলো-হুঁকো ছাড়িয়াছি,
ফুঁকি সিগারেট।
হুইস্কি ব্র্যাণ্ডি পেলে খাই,
গাঁজা-ভাং চলে না আমার।
বঙ্গ-গর্বে ভরা বুক,
কিন্তু দাদা, বাঙালী পোশাক
পরি না পারত-পক্ষে।
বাড়িতে পা-জামা ঢিলা
বাহিরেতে স্যুট,

সানন্দে পরিয়া থাকি ;
লুঙ্গিও বিকল্পে কভু।
এতদ্ব্যতীত,
ভণ্ডামির আবরণে মণ্ডিত হইয়া থাকি
অপূর্ব কৌশলে।
ঘৃণা করি যারে
তার সাথে কথা কই হেসে,
যাহারে উচিত মারা চড়
গড় করি তাহারেও।
কিন্তু বুঝি সব ;
অভ্রান্ত নিক্তি দিয়া সকলেরে করিয়া ওজন
অহঙ্কার-নোটবুকে যে কথাটি লিখি সুগোপনে
মোদ্দা কথা তার,
সংসারে আমিই শ্রেষ্ঠ,
পরিপক্ক খাঁটি সমঝদার
একমাত্র আমি।
আমি—আমি—আমি…!
নিজের প্রশংসা করা যেহেতু বাজারে চল নাই
থাকি তাই চুপ করে।
কিন্তু তা সত্ত্বেও
যে মুচকি হাসিটি দাদা ফুটে ওঠে ঠোঁটে
আত্মপ্রশংসারই বার্তা সে হাসিতে হয় প্রচারিত
যাহাদের কান আছে তাহারা শুনিতে পায়
যাহাদের চোখ আছে করে নিরীক্ষণ।
ইংরেজ-জাতির গর্বে ভরে আছে বুক
তাহাদেরই কথা বলি চিত্তে জাগে সুখ।

পিতামাতা নহে তারা
নহে তারা আত্মীয়-স্বজনও
এই দুঃখদায়ী সত্য ভুলিয়া থাকিতে চাই
আত্মনিন্দা-মরফিনের ইন্‌জেক্‌শন্‌ ফুটায়ে শরীরে।

ভুলেছি সুক্তের স্বাদ ;
সুস্বাদু বিলাতী খানা জোটে না কপালে।

তবু দাদা,
টেবিলের 'পরে,
হলুদের-ছোপ-লাগা চাদর বিছায়ে
কিম্ভূত-কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড-বিরচিত দোআঁশলা খানায়
তৃপ্তি পাই কথঞ্চিৎ।

ডালভাত সপাসপ খাইতে পারি না,
ফ্রাই চপ জ্যাম জেলি টুকিটাকি 'নীট' খাওয়া চাই
কিন্তু হায় এ বাজারে সে সব দুর্লভ !
আনন্দ-অমৃতে রুচি নাই
স্টেইটসম্যান পড়ি।

বুঝিতে পারি না সব তার,
আচমকা বুটের গুঁতা
কুক্ষিদেশে মাঝে মাঝে লাগে অকস্মাৎ।
তবু কিনি, তবু পড়ি তাই।

সভ্য হতে চেয়েছিনু
কিন্তু ভাগ্যদোষে
রাহুসম ঐকার একটা
গ্রাস করিয়াছে মোরে।

আড়ালে পিছনে
সকলেই বলে—ওই, ওই—!   ওই সে লোকটা
বুঝি সব
বলিতে পারি না কিছু,
আত্মনিন্দা-মরফিনের ইন্‌জেকশন্ লয়ে পুনরায়
চেষ্টা করি আপনারে ভুলিয়া থাকিতে ॥

অতএব

১

মানছি না হয় পাড়ছে গালি
রামধনুরে ভুষোর কালি,
পাথর না হয় হচ্ছে কাতর
পলিমাটির পেলবতায়,
পারছি নাকো বুঝতে শুধু
তুমি কেন নাচছ বঁধু ?
হচ্ছ কেন মুক্ত-কচ্ছ
অকারণে ওদের কথায় ?

২

রামধনুরা চিরকালই আকাশপটে উঠছে জেগে
এবং আছে ভুষোর কালি কেলে-হাঁড়ির অঙ্গে লেগে,
পাথর এবং পলিমাটি এক হবে না কোনও দিনও,
পাথরেতে শ্যাওলা হবে জন্মাবে না কোমল তৃণ।
জোলো দুধের চিরকালই ঈর্ষা হবে ক্ষীরসা দেখে
সোজা থাকবে সরল-রেখা বক্র-রেখা থাকবে বেঁকে।

৩

ঘটছে এসব চিরটা কাল
তুমি কেন হও বেসামাল,
যখন-তখন পরের কথায়
গদগদিয়ে উথলে উঠে
ফেনা ঝরাও ওষ্ঠ ভরি,
পরের মুর্গি রোস্টো করি
তোমার বলো কী লাভ দাদা,
পুড়িয়ে নিজের কয়লা ঘুঁটে ?

৪

অতএব
যথাকালে ভাত খেয়ে আপিসেতে যাও
এবং সেথায় গিয়া কাজে মন দাও
বেল যদি কোনো গাছে পেকে থাকে থাক
পেঁপে তেয়াগিয়া কভু যেও না, হে কাক।

মরাই ভালো

বাংলাদেশে মরাই ভালো
পার তো ভাই পটল তোলো !
মরলে পরে চোখ থাকে তো দেখতে পাবে অনেক লোকে
কাঁদছে ভায়া তোমার শোকে !
বেঁচে থাকতে যারা তোমায় গাল না দিয়ে জল খেত না
তোমার কোনো গুণই যাদের হৃদয়কোণে ঠাঁই পেত না
(দেখবে তারাই—হ্যাঁগো, তারাই)

টাঙিয়ে তোমার মস্ত ছবি ঝুলিয়ে তাতে দিচ্ছে মালা
উচ্ছ্বসিত বক্তৃতাতে দিচ্ছে কানে ধরিয়ে তালা।
চোখের জলে ভিজিয়ে মাটি করছে কাদা,
পদ্যে এবং প্রবন্ধেতে প্রমাণ সহ করছে গাদা
তোমার গুণের ফর্দগুলো,
বলছে হেঁকে দারুণ শীতে তুমিই ছিলে লেপের তুলো,
তুমিই ছিলে অদ্বিতীয়, তুমিই ছিলে মহান পুরুষ,
দেখবে দাদা তোমার নামে কত মুচির কত বুরুশ
সচল হল,
তাই বলছি পটল তোলো।
যতক্ষণটি আছ বেঁচে
গুটি তোমার থাকবে কেঁচে।

রঙরেজ ১৩৫৩

নব-নামাবলী নির্মিত হবে শুদ্ধ খাদিতে জানি
হৃষ্ট তাঁতিরা ভাবছে বাজার চড়বে
রঙরেজ দল সংশয়ে শুধু করছে যে কানাকানি
কোন্ রঙ দিয়ে ছাপা হবে কোন্ বাণী
কী জানি এবার কোন্ ছাপ তাতে পড়বে !
গলিতে গলিতে চলে আলোচনা চাপা
কোন্ রঙ দিয়ে নামাবলী হবে ছাপা
সমস্যা নয় সোজা—।

ত্রিবর্ণ হল সুবর্ণযোগে বিবর্ণ বিলকুল
রাম জুটলেন হারামজাদার সঙ্গে
শকুনি-গিন্নি দোলান কর্ণে অশোক-চক্র দুল ;
ওদিকে ভৃঙ্গী শানায় শিবের শূল
নৃমুণ্ডমালা দোলে শিবানীর অঙ্গে !
বাংলা শ্মশান— শুধু দূরে যায় দেখা
নব-তান্ত্রিক শবাসনে জাগে একা,
রঙ তো যায় না বোঝা !

রাম-রাজ্য ১৩৫৬

১

কাছা বলে কোঁচাকে
মোর ঠাঁই আগে কেন হবে না,
খাঁদা বলে বোঁচাকে
মোরে কেন বোঁচা সবে কবে না,
কান বলে নাককে
আমিও তোমার মতো ডাকব,
টিকি বলে টাককে
তুমি আমি দুজনেই থাকব।
টুং টাং বেজে বলে পিয়ানো
সুরেতে ময়ান চাই, দু বালতি ঘি আনো

২

টিয়া বলে শালিকে
হাঁফ ধরে সবুজের গঙ্গায়,
শিব বলে কালীকে
বদলা-বদলি করি রঙ আয়,
গোঁফ-পরা দ্রৌপদী
দাড়ি চাই বলে কেঁদে মরছে,
গজলের চৌপদী
বাইজী-ভীমরা সব ধরছে।
তেরে কেটে বেজে বলে তবলা
ওরে ডুগী, ওরে ডুগী, তুই কিছু কবলা।

৩

জোলো মোরে বলবে ?
জল ছাড়ে হুঙ্কার গাড়ুতে,
বরফরা জ্বলবে
গুড় বলে থাকব না নাড়ুতে।
আমরা তোমরা হব
তোমরা আমরা হবে দাদা গো
এই স্বাধীনতা নব—
'যা-খুশি'র সুরে হবে সাধা গো।

টিরিরিঙ বেজে ওঠে ফোন্‌টা
রাম কন—হ্যালো সীতা, ঘোড়া ধরি কোন্‌টা ?

বার্তাকুর স্বপ্ন

১

ষণ্ড-সিদ্ধ খায় যারা পিপা পিপা মদের সহিত,
অতৃপ্ত বাসনা যেথা তৃপ্তি খোঁজে রমণী চটকায়ে,
তাদের করিল কাবু ব্রহ্মচর্য এবং গো-হিত—
আজব খটকা এ !
সামু খুড়োদের দেশে বিবেকানন্দের হল জয়,
গান্ধী-ভক্ত মার্কিনেরা উপনিষদের বুলি কয়,
কালা-প্রেমে গঁদগদ কী করিয়া বলো তারা হয়,
আনন্দ লভয়ে যারা ল্যাম্প-পোস্টে নিগ্রো লটকায়ে—
আজব খটকা এ !

২

কলা-সিদ্ধ খায় যারা রাশি রাশি পান্তা সহযোগে,
অতৃপ্ত বাসনা যেথা তৃপ্তি খোঁজে বেদান্ত-গীতায়,
তাহারা হইল কাবু হুইস্কি-মার্কা ফিরিঙ্গির রোগে।—
হায় হায় হায় !
বুদ্ধ-গৌরাঙ্গের দেশে প্রেমবাণী শিখাল বাইবেল,
তান্ত্রিকের পীঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল মাইফেল,
ভেসে যায় হতমান গদি-চ্যুত সরিষার তেল
বিলাতী সুগন্ধ-স্নিগ্ধ বুদ্বুদিত সাবান-ফেনায়।—
হায় হায় হায় !

৩

বার্তাকু শুনিয়া কহে—আশা করি রহিয়াছি আমি
আঁকশি দিয়া আমারেও পাড়িবেন একদা ভূস্বামী।

লাল

হাপরের ফুঁয়ে যে কালো লোহারা হঠাৎ লাল
যে শাদা ছানারা ফুটন্ত ঘিয়ে লালচে মেরে
রস-ডুবুডুবু পানতোয়া হয়ে কাটায় কাল
আসল লালের খবর তাহারা রাখে না যে রে।

বোঝে না-ও তারা লালের বাজারে তাহারা সং
যদিও তাদের লালিমা-পালীয় অনেক ঢং
পলাশ-জবায় জাগিছে যখনঃ প্রাণের রং
মাটির স্বপন রাঙায় যখন রঙ্গনেরে

হঠাৎ-লালেরা গুদোমে তখন বন্দী হায়,
তাদের লালের মহিমা তখন ভাড়া-করা লোকে
কাগজে গায়।
দোলের হিড়িকে দলে দলে হই অনেকে লাল,
শুধু লাল নয়, ইন্দ্রধনুর মহিমাটায়
চেঁছে এনে যেন রঞ্জিত করি মাথা ও গাল,
লালালিত মন লুটোপুটি করে,—অপটু কায়।

চাবুকে চাবুকে হতেছে যাদের চামড়া লাল
যে লাল রক্তে লেখে ইতিহাস মহান কাল
সে লালের কথা জানি না আমরা পশুর পাল
রঙীন-ফানুস-বিহারী ছুলাল আমরা হায়।
হঠাৎ-লালেরা কিন্তু হায়রে ফ্যাকাশে হায়,
নব কিংশুকে নবীন সূর্য গাহে চিরকাল
লালের জয়।

চিনেছি

১

জানালা অথবা ঘুলঘুলি দিয়া বহুবার তুমি আস বা যাও
বাতাস বলিয়া ভাবি নি তোমারে কখনও ভুলে।
সন্তর্পণে নিশীথে যখন দরজা ঠেলিয়া উঁকিটি দাও
প্রেয়সী ভাবিয়া হৃদয় কখনও ওঠে নি দুলে।
তাপসের মতো চোখ বুজে থাক, যেন কী সাধু,
তবুও তোমারে ভাবি নি কখনও কবীর দাদু,
চিনি যে জাদু,
বহু দুধ মোর করিয়াছ পান ঢাকাটি তুলে।

২

বহুবার জুতা মেরেছি তোমারে—হয়েছে তাহাতে জুতারই ক্ষয়—
তুমি আস ঠিক, এসে বসে থাক পাতের কাছে,
দেখেও দেখি না, কিন্তু শেষটা বাধ্য হইয়া দেখিতে হয়,
গুটিগুটি আসি মুখটি যখন লাগাও মাছে!
ধমক অথবা চাপড় খাইয়া বস গো সরি
হয় লেলিহান ক্রোধাগ্নি-শিখা হৃদয় ভরি,
সহ্য করি,
কারণ জানি যে ভাণ্ডার-ঘরে ইঁদুর আছে।

হে বিড়াল, তুমি বিড়াল হইলে হয়তো হত না ততটা ক্ষোভ,
কিন্তু, হায়রে, মানুষ তুমি যে ভুলিতে নারি,
শুধু তাই নয় চমক-লাগানো চটক তোমার (ও বাই জোভ)
কী অনবদ্য, ওগো মনোরম হে ভেক-ধারি,
মশার ভয়েতে গরমে পচিয়া মশারি চাই,
ইঁদুরের ভয়ে তেমনি তোমারে সহিয়া যাই,
কিন্তু ভাই,
চিনেছি তোমারে ভোলাতে পার নি, হে মনোহারি।

হাসিস না

হাসির কথা ভাবাই এখন হাস্যকর
(হাসবি কি রে !)
চতুর্দিকে জ্বলছে আগুন
নাইক ঘরে পান্তা বা নুন
রুক্ষ মাথায় এখন বসে
দুঃখ করাই স্বাস্থ্যকর
(হাসছিস কি !)
হাসিস যদি অমনি সবাই করবে শুরু
কুঁচকে যত বিজ্ঞ ভুরু,
"এই যুগেতে জানিস হাসির শর্তটা কি ?
হাসি দিয়ে ভরবে পেটের গর্তটা কি ?
হাসলি যদি বল তাহলে অর্থটা কি
বিশদ করে ভাষ্য কর"
(ধরবে ছেঁকে)

"হাসির মানে নাই তো জানা একটি ছাড়া"
বলিস যদি করবে তাড়া—
"কোনো কিছুর একটি মানে
হয় না কি রে লক্ষ্মীছাড়া"
(বিশেষত এই যুগেতে)
"তেরঙ্গা, না, লাল হাসি ও?
বামী, না, ও দক্ষিণী ?
রামশিঙে, না আড় বাঁশি ও ?
পদ্মিনী, না যক্ষিণী ?
এট্‌লি হাসি ? ট্রুম্যান হাসি ? কিংবা হাসি মান্ধাতার ?
কিংবা চীনে চিয়াং হাসি ? কিংবা হাসি চাঁদ-তারার ?
একটি হাসির একটি মানে এই যুগেতে হয় না আর
নিদেন পক্ষে পাঁচ শো কর"
(সবাই তোকে করবে তাড়া)
হাসির কথা ভাবাই এখন হাস্যকর।
চিন্তা-মনিব চালায় চাবুক
তারই এখন দাস্য কর !
(হাসিস না)

বিজ্ঞানের জয়

মাংসে ডিমে হয় বাত
দুধ খেলে বেড়ে যায় কফ
মদ খাওয়া ভালো নয়
হয় তাতে লিভার খারাপ,
ঘানি-কল দুইই এক
সরিষার তেল মানে বিষ,
ঘি মানেই বাদামের তেল
লিভারের মূর্তিমান যম।
গুরুপাক ইলিশ চিতল
রুই ভেটকি সমস্ত চালানী
অশাস্ত্রীয় আঁশহীন মাছ
কিনি নাকো শিলং বা আড়,
ভিটামিন ক্যালসিয়ম্ আশে
কচি মাছ কচি শাক খাই,
খোসা-সুদ্ধ আলু, লাল চাল,
মোটা আটা বাদামী সভুষি।
ফাটা-কাপে অতি পাতলা চায়ে
দুই বেলা চিত্ত বিনোদিয়া
অনুকম্পা করি তাহাদের
এই পথে চলে না যাহারা।
জয় জয় বিজ্ঞানের জয়
বাঁচায়েছ গরিবের মান
মাছ মাংস দুধ ঘি না হলে
করিয়া দিত যে লবেজান!

তিনকড়ি-দর্শন

তিন আর তিন পাশাপাশি যতখন
তেত্রিশ হয় তারা :
গুণ করো হবে নয়,
ভাগ করলেই এক হয়ে যাবে
যোগ করলেই ছয়,
তিন থেকে তিন বিয়োগ করলে থাকবে না কিচ্ছুই—
তিনের প্রতাপ শূন্যেতে হবে হারা।

তিনের উক্ত মহিমা শুনিয়া কন তিনকড়ি দাম
আমার ব্যাপার তিনের আলোকে এতখনে বুঝিলাম।
শূন্য ঘরেতে বহিতেছিলাম বিয়োগ-ব্যথাই
তিনকুলে মোর আপনার লোক ছিল নাকো ভাই,
বন্ধ্যা গৃহিণী মানিয়া সিন্নি বাঁধিয়া ঢিল
গোপনে খুলিতে চাহিতেছিলেন নিয়তি-খিল।
এমন সময় অকস্মাৎ
হাজির হলেন ত্রিদিবনাথ।
কহিলেন মোরে, খাও তিন্তিড়ি-ঝোল।
বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন, রয়ে গেল কিছু গোল
তিন্তিড়ি মানে বাংলা তেঁতুল ছিল না জানা!
জানিবামাত্র বাজারে ছুটিয়া দিলাম হানা,
কিনিয়া ফেলিনু তেঁতুল কয়েক বোরা;
তারপর থেকে প্রত্যহ খোরা খোরা
খাই তিন্তিড়ি-ঝোল,
এবং, বন্ধু, তারপর থেকে ভরা গিন্নীর কোল।

তিনকুলে কেউ ছিল না আমার
এখন শক্ত জোটানো খাবার।
নয়-ছয় সব হইয়া গিয়াছে
বাজারে প্রচুর দেনা জমিয়াছে,
এখন কেবল চিন্তা করিছে বিমর্ষ প্রাণ-পাখি
তিন আর তিন পাশাপাশি হয়ে তেত্রিশ হবে নাকি !

নব সীতা-উদ্ধার

দশানন জানকীরে হরণ করিছে চিরকাল
শ্রীরামও উদ্ধার তাঁরে করিছেন বিবিধ উপায়ে ;
ভূর্জপত্র হলুদে ছুপায়ে
মুষ্টিবদ্ধ খাগ-লেখনীতে
একটি উপায়-গাথা শ্রীবাল্মীকি হরষিত চিতে
লিখেছেন রামায়ণে অনুষ্টুভ ছন্দে নিজ
সানন্দে পড়িছে তাহা অদ্যাবধি আচণ্ডালদ্বিজ।

২

আধুনিক যুগেতেও শ্রীরাবণ করেছে হরণ
শ্রীমতী সীতারে,
বাজিছে সে বার্তা নিত্য ম্যাণ্ডোলিনে, সেতারে, গীটারে,
ওপারে এপারে
সে বার্তা রটিয়া গেছে বিবিধ পেপারে,
বেজেছে বেতারে
বিচলিত করেছে নেতারে।
উন্মনা উদ্‌ভ্রান্ত তাঁরা দিবারাত্র রয়েছেন জাগি
স্বর্ণ কারাগারে বন্দী জানকীর উদ্ধারের লাগি।

অন্ত নাই তর্ক জল্পনার
সচিত্র বিচিত্র বহু পরিকল্পনার।
বুঝিতেছি যুদ্ধ হবে পুন
কিন্তু তার মোদ্দা কথা শুনো!

সে যুদ্ধেতে রহিবে না রাবণারি রাম ধনুর্ধর,
সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনু অথবা লক্ষ্মণ শক্তিধর,
বীরবাহু, কুম্ভকর্ণ কিংবা ইন্দ্রজিৎ,
আহত হইয়া কেহ সে যুদ্ধেতে হবেন না চিত।
অস্ত্রাঘাতে কোনো বীর হইবে না ঘাল
রক্তপাতে লাল
অথবা শোণিত-স্রাবে নীল
কারণ সে যুদ্ধের অস্ত্র পঞ্চ-শীল।

আকাশ-সমুদ্র

আকাশ তো মহাশূন্য, সমুদ্রের আছে তীর,
বলিতেন একদল চাক্ষুষী-বিজ্ঞানী
সমুদ্রের তীর নাই, আকাশে প্রচুর ভিড়,
যাঁরা বলিতেন না কি তাঁহারাও ধ্যানী

সমুদ্র আকাশ লয়ে ঘামান না মাথা যাঁরা
তাঁহারাই গরিষ্ঠ সংখ্যায়,
ঘা মারিয়া ভোটের ডঙ্কায়
তাঁরা বলেছেন যাহা
অন্যরকম তাহা।

তাঁরা বলেছেন না কি আগে চাই রামপাখি,
তারপর বক্‌রা ও বক্‌রী,
তারপর তেল, নুন, লকড়ি।
তারপর ব্যাদানি বদন
দিবারাত্রি চালাব রদন।
আকাশ-ফাকাশ কিংবা সমুদ্র-টমুদ্র লয়ে
ভাবিবার পাব বহু দিন
সর্বাগ্রে খাবার চাই এবং তা হওয়া চাই
সুপাচ্য প্রোটিন।
ছাগোন্নতি বিভাগেতে প্রবেশ করুন আসি ওই বিজ্ঞানীরা
আকাশ-সমুদ্র নয় পোল্‌ট্রি-সমস্যা লয়ে ধ্যানমগ্ন হউন ধ্যানীরা

অভিনব সংবিধানে হল বহু বিবর্তন,
প্রবর্তিত হল নব প্রথা
আকাশ বা সমুদ্রের হল না বদল কিছু
রহিল তেমনি নীল পুরাকালে ছিল তারা যথা।

নাক, উনবিংশ শতাব্দী

"সন্দেহ কোঁরো না ওহে একেলে রতন
আমাদেরই নাক ছিল নাকের মতন।,
নস্য, লোম, চশমা যেথা পাইত আদর,
ঘুঁসি, লাথি, সিক্‌নি, আতর
স্থান পেত সম-ভাবে যেথা,
যে নাকেতে কাঁদিতাম সেলাম করিয়া যেথা সেথা ;

তুলি যাহা করিতাম বাদ-প্রতিবাদ,
কুঁচকাইয়া চুলকাতাম দাদ,
ফুলাইয়া করিতাম মান,
তিল-ফুল সম নহে, ছিল যাহা খড়গ-সমান।
হাঁচিতাম উচ্চরোলে কাঁপাইয়া ছাদ,
ডাকাতাম তুলি ভীম নাদ,
যার পরে চড়ায়ে তিলক
দোমনা-যজমান-বক্ষে গাড়িতাম ভক্তির কীলক,
উপদংশ-প্রহারেও যাহা অলজ্জিত
মাজা-ভাঙা কেউটে সম ফুঁসিত গর্জিত
তোমাদের সেই নাক কই ?
থাঁদা খিন্ন কম্পমান তুলতুলে ওই
পাউডার মাখায়ে যারে রাখ
ফিন্‌ফিনে রুমালেতে ঢাক।
তাহারে কি নাক বলে বাছা ?"
এই বলি বাচস্পতি গুঁজিলেন কাছা।

সদুপদেশের প্রতিক্রিয়া

লিখেছ প্রকাণ্ড চিঠি, হে দূরবাসিনি,
নানাবিধ অসুখের দিয়াছ তালিকা,
দূর হতে চিকিৎসার হবে কি সুবিধা ?
বয়স কি ? বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী, বালিকা
নারীত্বের কোন স্তরে পৌঁছিয়াছ গিয়া
লেখ নি কিছুই তাহা ; শুনি সিমটম্‌
চিকিৎসা করিতে পারি হেন বুদ্ধি নাই,
হোমিওপ্যাথি জানি না একদম।

বুক ধড়ফড় করে ?   হতে পারে ‘করোনারি’,
বাথরুমে দিন রাত যাও বার বার ?
ইউরিনে শুগার আছে ? দেখা সেটা দরকারি,
রক্তের চাপটাও জানা দরকার।
মোর উপদেশ শুনো : যাও লেডি ডাক্তারের কাছে
পরীক্ষা করাও গিয়া আপাদমস্তক
পরীক্ষার ফলাফল জানালে আমারে,
ব্যবস্থা তখন আমি করিব যা হোক।

পাইনু ফেরত ডাকে উত্তর তাহার
অতীব সংক্ষিপ্ত আর অতি সারবান
“জানিতাম কবি তুমি পরম রসিক,
সে ভুল ভাঙিল আজি, হায় ভগবান।”

ষড়ানন্দ

১

সমালোচনা

আধুনিক জগতের যেটি ঠিক মর্ম্মবাণী
জানেন না সে কথা লেখক,
যে পথে চলিতে চান সে পথেও হায় তিনি
নহেন একক।
সে পথেতে দলে দলে কানাই বলাই চলে
চলে কত হরি ও যদুরা,
কিন্তু বলো কয়জন লাভ করে বৃন্দাবন
অথবা মথুরা !

প্রচ্ছদ ছাপাই ভালো ছবিটি আরও রসালো
মূল্যও নহে তো অধিক,
ছবিরই হইবে জয় প্রকাশক মহোদয়
তরিবেন ঠিক।

২

উক্ত সমালোচনা পড়িয়া লেখক
বিদ্যাবুদ্ধি কতটা নাই তা জানা
বিনা পয়সায় পেয়েছ কেতাবখানা
কর্ণ মলিয়া করিবে তোমারে মানা
তেমন হস্ত সম্পাদকের নাই,
তাই
দু-চার লাইনে দম্ভ করিয়া জাহির
সমালোচনাটা ছাপিয়া করেছ বাহির।
দুটো পয়সারও মুরোদ নাইকো যার
সে পাল্লা দেয় সঙ্গে মহারাজার
নূতন রকম এ কী এ কালোবাজার
সমালোচনার নামেতে হয়েছে চালু,
আলু
মুচকি হাসিয়া খেলিছে আঙুর-খেল
সম্পাদকের পায়ে দিয়া কিছু তেল।

৩

পাঠক
আরে রাম রাম
পয়সা দিয়ে এ কী কিনলাম!
এর চেয়ে চিনি-পাতা দই আধ সের
ছিল ভালো ঢের।

৪

উই আর ইঁদুরের দাবি

আমরাও বাজে বই আর কাটিব না।
ভাগবত-পুরাণেতে ধরেছে অরুচি,
মুচমুচে বই চাই সাগর-পারের
তাহাই করিব কুচি কুচি।
তাই মোরা সেন্‌সার বোর্ডে
রাখিয়াছি পণ্ডিতের দল
প্রচণ্ড বিদ্বান তারা
ডিগ্রি-কুণ্ডে করে খলবল।
কন্‌টিনেন্‌টালি মাল বাছিয়া সরস
আমাদের মুখে তাঁরা ধরিবেন সহ কিছু 'সস্‌'।

৫

কোনো তরুণীর দূরদৃষ্টি

ভবিষ্যৎ যুগে বন্ধু যেই কুলাচার
খার্ব মোরা চাখিয়া চাখিয়া
তাহার গোপন বাণী নারিলাম রাখিতে ঢাকিয়া
এলে যুগ আণবিক
সাধারণ কুলে ঠিক,
হবে না আচার
তাহারা অকূলে গিয়া হইবে নাচার।

আকাশে আঁকশি দিয়া তখন পাড়িব তারা-ফুল
স্বাতি চিত্রা রেবতীরা জবজবে হয়ে তেলে
করিবে তুলতুল,
তাই মোরা খাব চুষে চুষে
চন্দ্রলোকে যাব যবে আরোহিয়া অ্যাটম-ফানুসে।

৬

রসিক

আর কেন তবলায় তুলছিস বোল
ঝড় এসে গেল যে রে সতরঞ্চি তোল।

স্বপ্ন চূর্ণ সার

মস্তিষ্ক লইয়া হস্তে কহিনু, "বিধি নমস্তে,
চাহি না এ ফিরাইয়া লহো ;
এ জিনিস ও অঞ্চলে একেবারে নাহি চলে :
ইহা লয়ে কী করিব কহো !

মস্তিষ্ক থাকিলে অশ্রু ঝরিবে, ভিজায়ে শ্মশ্রু
(অর্থাৎ শ্মশ্রু যদি থাকে)
ক্ষোভ দ্বন্দ্ব খেদ দুঃখ নানাবিধ স্থূল সূক্ষ্ম
ঘুরাইবে রজ্জু দিয়া নাকে !

এ অঞ্চলে যার পড়তা তাই কিছু দাও কর্তা,
মস্তিষ্কটা রাখো আপাতত ;
চাহি না উৎকর্ষ কৃষ্টি ওতে হয় অনাসৃষ্টি
মর্ম হয় ক্ষত ও বিক্ষত।

হে বিধাতা মহামান্য, চাহি মোরা ধন-ধান্য
মস্তিষ্কের প্রয়োজন নাহি,
সুতরাং পরিবর্তে হে বিধাতা, এই মর্ত্যে
আটপহুরে 'সেন্টিমেণ্ট' চাহি !"

শুনিয়া আমার বাক্য বিধাতার নলিনাক্ষ
হল ক্রমে রক্তবর্ণতর,
স্ফীত-নাসা—মুক্ত-কচ্ছ "রে ফাজিল, দূরে গচ্ছ"
বলি তিনি কম্পি থরথর

শির মোর করি লক্ষ্য ছুঁড়িলেন হস্তে দক্ষ
সুপবিত্র খড়মটি তাঁর ;
স্বপন হইল চূর্ণ মনস্কাম হল পূর্ণ
বিষয় মিলিল কবিতার !

আধ্যাত্মিক খুড়ো

ফুল ফুটে ঝরে যায় দুনিয়ার রীতি
আজ যার শুরু হয় কাল তার ইতি
বিয়ে হল অগ্‌ঘানে রায়েদের মেয়ে
বিধবা সে হয়ে গেছে দেখলাম যেয়ে,
হরি ঘোষ গাইটিকে দিত খোল খুদ
বাছুরটি মারা গেল হল নাক দুধ—

এইরূপ নানা কথা আধ্যাত্মিক
ভেবে ভেবে শেষে খুড়ো করলেন ঠিক

সুদ যত বাকি আছে এই বেলা হায়
তাগাদার তাড়া দিয়ে করে নি আদায় !
সোজায় না দেয় যদি আদালতে যাই
দেখি যদি তাতে তবু তাড়াতাড়ি পাই !
তাড়াতাড়ি করা ভালো, নাই কিছু ঠিক
মায়াময় দুনিয়ায় সকলি অলীক !

গভীর নিশীথে

১

কবিতা একটা লিখিতে হইবে
ভাবিতেছি মনে মনে।
কবিতা কিন্তু দেয় না যে ধরা
পলায় যে খনে খনে।
গভীর নিশীথে জাগি বসে একা
সিগারেট পুড়ে হাতে লাগে ছ্যাঁকা
এলোমেলো ধোঁয়া ওড়ে এঁকাবেঁকা
কল্পনা জাল বোনে !
কবিতা কিন্তু দেয় না তো দেখা
পলায় যে খনে খনে।

২

উঠিতেছে হাই বুঝিতেছি ছাই
মিথ্যাই পথ-চাওয়া
বিংশ শতকে সোজা নয় খুব
কবিতার দেখা পাওয়া
যদিও নারীর সেই হাসি ঠোঁটে
সাঁঝের আসরে জুঁই বেলি ফোটে

বসন্ত এলে আজও দেখি জোটে
কোকিল মলয় হাওয়া
তবু আজকাল সোজা নয় মোটে
কবিতার দেখা পাওয়া।

৩

শুষ্ক কাঠের টেবিলে বসিয়া
হস্ত রাখিয়া মাথে
মিথ্যা কালির আঁখর সাজাই
শুষ্ক খাতার পাতে !
কবিতা নহে তো মর্ত্যের প্রিয়া
ডাকিলে পরেই তুল তুলাইয়া
হাজির হইবে সলাজ হাসিয়া
পানের ডিবাটি হাতে
পাউডারে রঙে মোহিনী সাজিয়া
কাপড়ে ও গহনাতে।

৪

গভীর নিশীথে কোন্ সে মন্ত্রে
কেমনে তাহারে ধরি
যাহার স্বপন চন্দ্র তপন
দেখে দিবা-বিভাবরী,
যাহার লাগিয়া তারায় তারায়
কত না আগুন জ্বলে নিবে যায়
ফুটে ঝরে যায় বন-বীথিকায়
কত শত মঞ্জরী,
সহসা আজিকে কী করিয়া হায়
বলো তো তাহারে ধরি।

৫

বুঝিতেছি সবই—তবুও বসিয়া
করি বাগ্‌-বিস্তার
সম্পাদক যে দিয়েছে তাগাদা
নাহি মোর নিস্তার।
জুটায়ে কমল চন্দ্র কোকিল
বজায় রাখিব ছন্দের মিল
রাত্রি ফুরায়ে যায় তিল তিল
কখন লিখিব আর
দোহাই ভারতী খোলো খোলো খিল
রুধিয়া রেখো না দ্বার।

অতি-আধুনিক

অতি-আধুনিক পিচ-ঢালা পথে, অতি-আধুনিক রবারের জুতা পায়ে,
অতি-আধুনিক কলার খোসায় চরণ পড়িতে গিয়াছিনু পিছলায়ে—
টাল সামলায়ে দাঁড়াইনু যেই, অতি-আধুনিক চকচকে কার 'কার',
অতি-আধুনিক ব্রেক কসে জোরে বাঁচাইয়া মোরে দিয়ে গেল ধিক্কার।
অতি-আধুনিক কাদাও ছিটাল অতি-আধুনিক ঔদাসীন্য ভরে
কেহ বা হাসিল, কেহ হাসিল না, উপদেশ দিল কেহ বা চটুল স্বরে।
একটু পরেই অতি-আধুনিক বন্ধুর সাথে হল মোর মোলাকাত
অতি-আধুনিক কাঁদুনি গাহিয়া অবশেষে তাঁর অতি-আধুনিক হাত
পাতিলেন তিনি ;—ধার চাই কিছু ! অতি-আধুনিক মিথ্যা বচন দিয়া
বুঝাইনু তাঁরে হাতে টাকা নাই যদিও দুঃখে ফাটিয়া যেতেছে হিয়া।

বাড়ি ফিরে এসে দেখিলাম মোর অতি-আধুনিক জীর্ণ শীর্ণ প্রিয়া
অতি-আধুনিক 'রেডিও' খুলিয়া, অতি-আধুনিক সিনেমা-মাসিক নিয়া
অতি-আধুনিক দাঁতের ব্যথাটি ভুলিতে চেষ্টা করিছেন প্রাণপণে
অভিমান ভরে কহিলেন, "যাক—এতখন পরে তবু পড়িয়াছে মনে !"
অতি-আধুনিক অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া শয়ন করিনু পাশে
'কেরিজ'-দন্ত-বেদনা-বিধুরা অতি-আধুনিকা প্রিয়ার প্রণয়-আশে।
প্রভাতে উঠিয়া মনে হল যেন রাতারাতি ফের কোনো অতি-আধুনিক
ভর করেছেন অতীব প্রকোপে একেবারে মোর নাকের ডগায় ঠিক।
প্রিয়ারে ডাকিয়া কহিনু "দেখো তো নাকের ডগায় হয়েছে কি কিছু কোনো?"
প্রিয়া কহিলেন "ওমা, এ কী এ যে টকটকে লাল ছোট্ট একটা ব্রণ !"

পুরাতন প্রসঙ্গ

"চাহো গো কমল-কলি,
কোথা মন তব, ও কমল-বালা,
এনেছি বহিয়া সঙ্গীত-মালা
গুঞ্জন অঞ্জলি,
রয়েছি দাঁড়ায়ে আকুল হৃদয়ে
বারেক ফিরিয়া চাহো গো নিদয়ে
এসেছি মুগ্ধ অলি,
ও লাবণি-ভরা তনু-গৌরব
সঞ্চরমান মধু-সৌরভ
হিয়া ওঠে চঞ্চলি,
পাগল করিয়া রূপের সুরায়
লুকায়ে রেখেছ কোনখানে হায়
মনটি কমল-কলি।"

কমল রয়েছে চাহি
উষা-রঞ্জিত সুদূর গগনে
স্বপন রচিছে যেথায় তপনে
নয়নে নিমেষ নাহি।
নিরুপায় অলিকুল
মরিয়া হইয়া সব দলে দলে
রাখিল লম্বা চুল।
ছাঁটিল গুম্ফ, গাহিল গজল,
কখনও গরম কখনও সজল!
তবুও.কমল-ফুল
চাহিয়া রহিল হায় অনিমিখে,
কনকোজ্জ্বল সূর্যের দিকে
চিত্ত কিরণাকুল!
ফ্রয়েডি-বচন প্রাণপণে শিখে
কপচায় অলিকুল।

মিথুনিকা

লিখিব অনেক ভাবি, জোটে না যে মিল
তালটারে সুতরাং করিতেছি তিল।

*

নদীজল স্রোতাবিল সমুদ্রটা লোনা
কূপমণ্ডুকের চিত্তে ইহাই সান্ত্বনা।

প্রিয়াকে বিবাহ করি বানায় 'ইস্তিরি'
যেজন সে কবি নয়, সেজন মিস্তিরি।

*

দারোগা হলেন যবে গোবর্ধন সেন
শালা তাঁর সেই সূত্রে গোঁফ রাখিলেন।

*

"এতখানি বাড়াবাড়ি মোটে ভালো নয়"
পুষ্পিতা লতারে হেরি অপুষ্পিতা কয়।

*

ফাঁকা গলি—শিশ দিনু—নীরব দুকুর
বাতায়ন খুলিল না, আসিল কুকুর।

*

বিড়াল ইঁদুরে কয়—ভয় কিরে ধন
তোদের বাঁচাব মোরা, তোরা হরিজন।

দুপুরে

মাথা খালি, খাতা খালি, যা তা খালি ভাবি অনর্থক,
মাথামুণ্ডহীন যত ছন্দোহীন কবন্ধ আবেগ ;
দূরে ডোবাটার ধারে বসে আছে দু-চারটি বক,
পশ্চিম-আকাশে আছে স্তূপাকারে খানিটা মেঘ।
সহসা দেখিনু চেয়ে, সাড়া-শব্দ নাহি ঘড়িটার,
দম দিতে ভুলিয়াছি !—উঠানেতে গজায়েছে ঘাস,
কাগজে যুদ্ধের কথা ভালো মোটে লাগে নাক আর,
পথ দিয়া চলিয়াছে পরিপূর্ণ একগাড়ি বাঁশ।

আকাশে উড়িছে ঘুড়ি, পাঁড়েজি পড়িছে রামায়ণ,
তুলসীদাসের দোঁহা পশিতেছে অলস করণে,
কন্যার বিবাহ দিব,—কিছুতেই জুটিছে না পণ,
সেই কথা মাঝে মাঝে ভাবিতেছি নানান্ ধরনে!
কীট্‌স ও শেলির কথা অনায়াসে যাইতেছে মিশে,
চাল-ডাল-ধোপা-দুধ-অসুখের সমস্যার সাথে—
'পলিসি' করেছে 'ল্যাপস্!'—বুঝি না যে শান্তি পাই কিসে,
ও বাড়ির মেয়েটিও দেখিতেছি উঠিয়াছে ছাতে।
জানালা করিয়া বন্ধ পুন আসি করিনু শয়ন,
ভাবিনু আবার মনে জানালাটা বন্ধ-করা মিছে;
উঠিয়া খুলিয়া দিয়া দেখিলাম তুলিয়া নয়ন,
ছাতের মেয়েটি নাই,—হয়তো নামিয়া গেছে নীচে।
গৃহিণী বাপের বাড়ি—হাই তুলি তিন-চার বার
প্রবন্ধ লিখিনু বসি—"বাঙালীর যৌথ কারবার।"

হেতু

গৃহিণীর আজ পেয়েছি সকালে চিঠি
পুনশ্চ দিয়ে "চুমু নিও" আছে তাতে;
ছাতের মেয়েটি হাসিয়া চেয়েছে মিঠি,
জুতোর পেরেক ঠুকিয়ে নিয়েছি প্রাতে
তবু আজ মোর মন কেন খিটিমিটি
—এমন শারদ রাতে!

বিগলিত স্নেহে শরতের চাঁদনীটি
খোঁচা-গোঁফে মোর আপনা হারায়ে লোটে,
পরমেশ মুদী ভালোই দিয়েছে ঘি-টি,
একটিও চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠে নি মোটে
হায় তবু মোর মন কেন খিটিমিটি
—রয়েছি কেন যে চটে !

যে শালীটি মোর গৃহিণীর পিঠোপিঠি
তন্বী তরুণী হাবভাবে ঠারেঁঠোরে
অচিরাৎ যিনি হইবেন এম. এ. বি. টি.
তাঁরও চিঠি আজও পেয়েছি কপাল জোরে
অথচ আমার মন কেন খিটিমিটি
—কে কহিয়া দেবে মোরে !

সহসা দুয়ারে দেখা দিল কাবুলীটি
প্রকাণ্ড দেহ, হস্তে বিশাল ছড়ি !
পোস্তু ভাষায় চোস্ত সে কাকলীটি,
শুনিবামাত্র—উঠিলাম ধড়মড়ি
নিরুপায় হয়ে চাহিতেছি মিটিমিটি
—হাতে নাই কানা কড়ি

লীলাবানের প্রতি লীলাবতী

উচ্চঞ্চু চকোরী-সম তব পত্র-কৌমুদীর আশে
বসিয়া আছিনু ক্ষিন্ন দ্বিতলের বাতায়ন-পাশে,
বাহিরে প্রখর সূর্য অন্তরেতে বিরহ-শর্বরী
রিকশা, ট্রাম, মোটর, ঘর্ঘরি
ছুটিয়া চলিতেছিল যেন কার তীব্র কশাঘাতে
হাহাকারে আর্তনাদে ক্ষুব্ধ করি সুন্দর প্রভাতে।
চতুর্দিকে ক্রন্দনের ঝড়,
তারি মাঝে বাতায়নে ধ্যানমগ্ন একান্ত অনড়
উৎকণ্ঠার দীপখানি জ্বালাইয়া অতি সাবধানে
বসেছিনু চাহি পথপানে।
সহসা পিওন-চন্দ্র সমুদিল গলিটির মোড়ে।
সমস্ত আগ্রহ মম পুঞ্জীভূত হল যেন তোড়ে
যুগ-জঙ্ঘা-পেশী 'পরে,—প্রবাহ বহিল বৈদ্যুতিক—
দীর্ঘ এক লম্ফ দিয়া ঠিক
যেমনি নামিতে যাব,—ঘোরনাদে ফস্কাইয়া পদ
দারুণ পড়িয়া গেনু, ছিন্ন হল মর্ম-কোকনদ।
আর্তকণ্ঠে ডাক দিনু ঝিরে
সে আসি তুলিল মোরে কোনোক্রমে অতি ধীরে ধীরে
আনি দিল মোটা খাম উন্মোচিয়া কপাটের খিল
চিঠি নয় কাপড়ের 'বিল'।
ত্বরিতে চলিয়া এসো, পত্র তব চাহি নাক আর
চলে এসো অবিলম্বে, জানু-অস্থি হয়েছে ফ্র্যাকচার।

চানাচুর

১

আকুলি মাধবীকুঞ্জ গিয়াছে মধুপপুঞ্জ
থেমেছে গুঞ্জন,
নয়নে নামিছে তন্দ্রা আকাশে নামিছে সন্ধ্যা
স্বপন-ভুঞ্জন !
মিলাইয়া সব ছন্দ জানালা করিয়া বন্ধ
ফেলিয়া মশারি,
শুইয়া আছিনু শ্রান্ত কাঁপাইয়া পথ-প্রান্ত
হাঁকিল পসারি :
"চাই চানাচুর খাস্তা !" শুনিয়া হল না আস্থা,
শয্যা তেয়াগিয়া
কহিনু খাঁকারি কণ্ঠ— "আরে এ যে সিতিকণ্ঠ
দেখি তো চাখিয়া—
ভালো হলে দিয়া মূল্য কিনিব, আমার তুল্য
পাবে না রসিক !"
দেখি, মুখে দেওয়া মাত্র পুলকিত হল গাত্র
খাস্তাই ঠিক।

দুঃখ হল দূর
কুড়মুড় করে চানাচুর !

২

চতুর্দিক নিস্তব্ধ নাহি কারো সাড়াশব্দ

ডাকে শুধু পেট ;

চানাচুর পাকযন্ত্রে নাহি জানি কোন মন্ত্রে

হয়েছে বুলেট !

ওষুধ দু-চারি বিন্দু খেয়েছি, কমে নি কিন্তু

জ্বলিতেছে ছাতি ;

উদর হয়েছে কুম্ভ সেথা শুম্ভ ও নিশুম্ভ

করে মাতামাতি !

একদা করিয়া উচ্চ যৌবন নাচাত পুচ্ছ

শাখে কল্পনার,

বুঝিনু কমেছে শক্তি চানাচুর ’পরে ভক্তি

চলিবে না আর !

অদৃষ্টের এ কী রঙ্গ ছাড়িয়া সকল অঙ্গ

কামড়ায় পেটে

বুঝেছি গতিক মন্দ জীবনের লোভ দ্বন্দ্ব

যাক সব কেটে !

ওরে চানাচুর

চিত্তে আর তুলিস না সুর !

এ জীবনে যশে বিত্তে আমার সকল চিত্তে

এনেছে বিক্ষোভ।

চানাচুর হোক তুচ্ছ তবু তার মুচ-মুচ্য

’পরে ছিল লোভ !

তাহারও হইল শান্তি ঘুচিল সকল ভ্রান্তি
বুঝিনু প্রচুর,
আর যা-ই খাই খাদ্য এড়াইয়া যথাসাধ্য
যাব চানাচুর !

উদরে বাজিছে শঙ্খ ! —জীবনের শেষ অঙ্ক
অভিনয়কালে
তবু বলে যাব গর্বে, মরণের মহাগর্ভে
যাবার প্রাক্কালে,
বলে যাব করি পষ্ট যদিও পেতেছি কষ্ট
এই চানাচুর •
মুচমুচে হিং-গন্ধা জীবনের বহু সন্ধ্যা
করেছে মধুর !
এই চানাচুর
বহু দুঃখ করিয়াছে দূর ।

মানবের প্রতি কুকুর

১

লাঙ্গুল কাটিয়াছ—ছাঁটিয়াছ কর্ণ
কণ্ঠ বেড়িয়া দেছ শিকলিও শক্ত,
অমান্য করিলেই কথা এক বর্ণ
চাবুকের চোটে হায় ছুটায়েছ রক্ত।
জঙ্গলে আছিলাম—মোরা অতি বন্য
সভ্যতা শিখিয়াছি তোমাদেরি জন্য,
কেঁউ কেঁউ রবে কহি 'ধন্য গো ধন্য,'
বেঁড়ে ল্যাজ নেড়ে নেড়ে আছি প্রভুভক্ত।
অমান্য করিলেই কথা এক বর্ণ
চাবুকের চোটে জানি ছুটাইবে রক্ত।

অনাহারে রাখ নাই, এক বেলা খেতে পাই—
হাড়কাঁটা মাঝে মাঝে দাও ভগ্নাংশ ;
সামান্য কুকুরের এর বেশী কিবা চাই—
হাড়েতে লেগেও থাকে মাঝে মাঝে মাংস।

২

'কেনেলের' এক কোণে দেখি বসে স্বপ্ন
কর্তিত লাঙ্গুল করি উৎক্ষিপ্ত,
কবে তুমি ডাক দেবে ভাবি হয়ে মগ্ন,
শিশ দিয়ে করিবে গো কৃতার্থ চিত্ত!

ওগো প্রভু, তব গৌরব রক্ষার্থে
কোথায় ছুটিব কবে—বাঁচাইতে আর্তে,
কার টুঁটি ছিঁড়ে তব রক্ষিব স্বার্থে,
তাহারি স্বপ্ন দেখি বসে বসে নিত্য।
কেনেলের এক কোণে তন্ময়, মগ্ন
কর্তিত লাঙ্গুল করি উৎক্ষিপ্ত !

'বাঘা', 'ভুতো', 'টম্', 'ঝুনু' বল মোরে যাহা চাও,
সাথে করে লয়ে যাও সাগরে বা শৃঙ্গে,
কখনো বা কোলে কর—কভু পিঠ চাপড়াও,
সোহাগের মধু খায় কল্পনা-ভৃঙ্গে।

৩

বন্দুকধারী তুমি মার পশু-পক্ষী—
মুখে করে তুলে এনে দিই পদপ্রান্তে,
সিন্দুকে তব টাকা আমি তার রক্ষী,
বরফের দেশে আছি 'শ্লেজ' তব টানতে !
কখনও মেডেল দাও—কভু ছাপ চিত্রে,
গুণ গাও মোরা অতি বিশ্বাসী মিত্র,
কিন্তু কী পোড়া মন হায় রে বিচিত্র—
মনেতে কত কী জাগে হায় যদি জানতে।
সিন্দুকে তব টাকা আমি তার রক্ষী,
বরফের দেশে আছি 'শ্লেজ' তব টানতে।

খেপে যাই মাঝে মাঝে কামড়াই মনিবেও—
তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে—তবু জলাতঙ্ক,
ক্ষণিকের পাগলামি ! শেষ হয়ে যায় সে-ও
একটি গুলিতে লভি ধরণীর অঙ্ক।

বিনামা

১

অয়ি জুতা, হে পাতুকা, হে বিনামা, চরণ-সঙ্গিনী
তোমারে ঘিরিয়া আজি কল্পনা যে হয়েছে রঙ্গিনী
কোরো তারে ক্ষমা
নানা ভাবে, নানা পদে, নানা ছন্দে তোমার বিহার
জানি না তো কোন বর্ণে করিব যে বর্ণনা ইহার,
অয়ি অনুপমা।

২

শত-তালি-ছিন্ন-বেশে যে দুর্ভাগা দরিদ্র-চরণে
মূর্তিমতী সেবা-রূপে জড়াইয়া আছ প্রাণপণে
কড়াগুলি চুমি
তাহারই পৃষ্ঠের 'পরে অতি উগ্র মিলিটারি বেশে
খটমটায়িত বুটে উদ্যত যে ভাবি আমি কে সে ?
দেখি এ যে তুমি।

৩

বেকার যুবক-পদে লপেটা-বেশিনি, ওগো সখি,
যে ব্যঙ্গ হাসিটি হাস মচমচি মুচকি মুচকি
রহিয়া রহিয়া
সে হাসি মধুরা হয়, হয় আরো মাদকতাময়ী
নাগরা-রূপেতে যবে মূর্ত হও তন্বীপদে, অয়ি,
মানস মোহিয়া।

প্রাক্তনী ধরনে পুন কোন আর্য-চরণ নন্দিয়া
খড়মের কাষ্ঠস্থুরে হাস্য তব উঠেছে ছন্দিয়া
ওগো সনাতনি,
খোট্টার চরণতলে তৈলসিক্ত বিগলিত স্নেহে
করিতেছ হাস্যমুখে বহুনাল-কাঁটি-বিদ্ধ-দেহে
কি কৃচ্ছ্র' সাধনই।

৫

স্প্রিংহীন, স্প্রিংদার, কিড্, ক্রোম্, সফিতা, অফিতা
ক্যাম্বিস্ বা চর্ম্মময় তব রূপ বর্ণিতে কবিতা
ছন্দ-হারা হয়
কভু পদে, কভু শিরে, কভু মর্মে মহিমা বিস্তারি
কখন কি ভাবে আছ জানি না তো নয়ন বিস্ফারি
গাহি তব জয়।

৬

বিহ্বল বসিয়া থাকি অকস্মাৎ হই সচকিত
নয়ন-সম্মুখে জাগে এ কী তব মূর্তি জুতাতীত
অনন্ত অশেষ
দেখি তুচ্ছ জুতা নহ—উচ্চতর তব আবেদন
দেশে দেশে যুগে যুগে করিতেছ সংশয় ছেদন
নিত্য নব বেশ।

৭

সমালোচকের মর্মে মূর্ত তুমি প্রবন্ধের সাজে
তিক্ত তীব্র শ্লেষ-রসে নিষ্করুণ শব্দে গন্ধে ঝাঁজে
সুতীক্ষ্ণ ভাষণ
কখনো কামান বেশে রণক্ষেত্রে উঠিছ গর্জিয়া
সন্ন্যাসীর ঔদাসীন্যে কভু যাও রাজত্ব বর্জিয়া
ত্যজি সিংহাসন।

৮

তোমার অগণ্য মূর্তি অসংখ্য তোমার পরিচয়
হিটলার মুসোলিনী নর-রূপে তুমিই কি নয়?
উদ্ধত উদ্দাম!
কি যে তব সত্য রূপ, নানা মূর্তি রয়েছ ধরিয়া,
হে বিনামা ছদ্মবেশী, কহ কহ কহ বিবরিয়া
কিবা তব নাম!

না কি

আজকাল ঘরে ঘরে যত বিড়ালের নাকে
লাথি মারিতেছে নাকি ইন্দুর,
সধবারা করিতেছে অনাহারে একাদশী
বিধবারা পরিতেছে সিন্দুর।
গণেশটি উলটায়ে নীল বর্তিকা জ্বালি
যত মাড়োয়ারী নাকি কবিতা লিখিছে খালি,
স্ত্রীর ভগিনীকে নাকি বলা চলিবে না শালী,
বিস্তৃতি ঘটিতেছে বিন্দুর!

২

লুঙ্গি ছাড়িয়া যারা ধরেছিল শ্লথ প্যাণ্ট
তাহারা ঝুঁকেছে নাকি ঘাগরায়,
মাথার মুকুট নাকি, পায়েতে পরিছে লোকে
মস্তক শোভিতেছে নাগরায়!
রুপো আর 'প্ল্যাটিনাম্' এক হয়ে গেছে নাকি,
ইতালির জয়-লাভ বোঝা গেছে সবি ফাঁকি,
মমতাজ বেগমের শোকেতে পরেশ চাকি
মূর্ছা গিয়াছে নাকি আগ্রায়।

৩

বহুটাকা বাকী রেখে বহু শত কাবুলীর
শ্রীগৌরাঙ্গ নাকি শেষটায়
সাগরে ঝাঁপায়েছিল!—প্রত্নতাত্ত্বিকেরা
টের পেয়েছেন বহু চেষ্টায়।

আর এক চণ্ডীদাস সিংভূমে আছে চাপা,
ভয় নাই তারও কথা মাসিকে হইবে ছাপা,
দলিলপত্র তার মিলিছে খুঁজিয়া ধাপা,
নাচিতেছে রামা, শ্যামা, কেষ্টায়

৪

কাউনসিলেতে নাকি থাকিবে রিজার্ভ সীট
বেঁটে, কালো, ফরসা ও লম্বার।
গদ্য-ছন্দে লিখে মুদী পাঠাইবে বিল্
চাল ডাল নুন তেল লঙ্কার।
ক্যান্ভাসারের দল ওরিয়েন্টালি ধাঁচে
আগেতে নাচিয়া নাকি কথা কহিবেন পাছে,
বিলাতি বেগুন হবে দেশী বেগুনের গাছে
কচুগাছে কাঁধি হবে রম্ভার।

সন্ধ্যায়

১

সিনেমা দেখিতে গিয়া শুকাইল চক্ষুর কণ্ঠ,
প্রাণটার কান ধরি হাজির করিল যেন ওষ্ঠে
প্রেম, খুন, গান, মদ, সিনারি ও বেশ্যার ঘণ্ট
শ্যামলী ধবলী এল চরিতে ট্যাক্সি চড়ি গোষ্ঠে!
দুষ্ট কুষ্ঠব্যাধি-গলিতা
নাচিছে শিল্প-কলা ললিতা।

জ্বলিতে লাগিল সব স্নায়ু পেশী অস্থি ও মজ্জা
আসিনু বাহিরে উঠি,—আসি পুন হারাইল চিত্ত
সারি সারি ফুটপাতে অপরূপ চিক্কণ সজ্জা
—পণ্য রমণী নহে—অগণ্য মাসিক-সাহিত্য।
অবাক স্বয়ং দেবী ভারতী
করিছেন লক্ষ্মীর আরতি !

৩

বাংলার রাজধানী আজব শহর 'কল্‌কাত্তা'
চারিদিকে এত আলো—আঁধার তবুও সূচীভেদ্য,
পদে পদে হারাইছে রাস্তা ও মনিব্যাগ আত্মা
পাত্তা মেলে না কিছু ;—ঘুচিয়া গিয়াছে সব তো !
চারিদিকে জনতা ও জনতা
আকুল করিল তনু-মন তা।

আইস—

গৃহকোণে বসে বসে ভাবিতেছে ল্যাংড়া
হিমালয়-অভিযান একেবারে ধাপ্পা
ঈশপের দাঁড়কাক ময়ূরের পুচ্ছে
পেখম তুলিয়া নাচে অপরূপ 'ট্যাঙ্গো'
রুই-কাতলার পরে খলিসা ও ট্যাংরা
বল্‌শেভি টোপ গিলে হইয়াছে খাপ্পা
বিলাত হইতে ফিরে আসি কহে উচ্চে
আধুনিক বাজারেতে মোর নামই ম্যাঙ্গো

২

শহরে গলিতে থেকে ভুগিছেন অগ্নি
অশ্বিনী-কুমারেরা বলেছেন যক্ষ্মা
পরচুলা বাঁধা দিয়া যত নক্ষত্র
ভিটামিনে ভিজাইয়া রেখেছেন টাক্‌কে
মহাদেব খুলেছেন কারবার লগ্নী
নন্দী-ভৃঙ্গী করে দলিলাদি রক্ষা
ব্রহ্মা লিখিছে বসে খালি প্রেমপত্র
এই শুনে ছি ছি করে সবে একবাক্যে ॥

৩

স্বপ্ন ধরেছে নাকি সত্যের পাঞ্জা
মিথ্যা দেখিছে তাহা বিকাশিয়া দন্ত
মোটর করিছে বসে এরোপ্লেনে নিন্দা
গো-শকট মুছাইছে বাইকের অশ্রু
দুনিয়ার যত খাজা হয়ে গেলে খাঞ্জা
রমণীর হৃদয়ের পাওয়া যাবে অন্ত
অগস্ত্যে 'গো টু হেল্' করে নাকি বিন্ধ্যা
মস্তক তুলে এবে কামাইবে শ্মশ্রু ॥

৪

গোলদীঘি সেঁচে নাকি ভরে দেবে মদ্যে
খৈয়াম ওমারের জয়ন্তী-পর্বে
দুনিয়ার সাকী তাতে সাঁতরাবে হর্ষে
কবিকুল তীরে বসি চিবাইবে ঘুগনি
এবার কবিতা যদি লেখে কেহ গদ্যে
মুসোলিনি ছুটে এসে দফা শেষ কর্বে
কংগ্রেস থেকে নাকি এবার ফি বর্ষে
সাবুদানা পাবে যত রুগ্ন ও রুগ্নী !
অতএব বলো আর বাকী কিবা রইল ?
আইস ঘুমাই তবে নাকে দিয়া তৈল ।

ছোট ছোট

১

যতদূর বুঝি আমি—চুন আর নুন
যাবতীয় প্রাণীদের করিতেছে খুন।
ওদের প্রচার বন্ধ একেবারে হোক।
—বক্তৃতায় বলিলেন মহামতি জোঁক।

২

দালানে বেঁধেছে বাসা চটক-দম্পতী,
করিতেছে নানা লীলা নাহি কোনো ক্ষতি।
নানাবিধ সমস্যায় হারাতাম হুঁশ—
পাখি না হইয়া যদি হইত মানুষ।

৩

যন্ত্রের করিছে নিন্দা অ-যন্ত্রীর দল,
বাগযন্ত্র নহে শুধু তাদের সম্বল,
ফাউন্‌টেনে লেখা হয়, ছাপা হয় প্রেসে,
বেতারে গর্জন করি ফেরে দেশে দেশে।

৪

কম্বলে ঢাকিয়া দেহ কনকনে শীতে
কহে নর—'হে বিধাতা, সকৃতজ্ঞ চিতে
অকৃত্রিম ভক্তিভরে নমি তব পায়,
ভাগ্যে দিয়াছিলে লোম ভেড়াদের গায়।'

৫

সে যুগে বিদ্যুৎ ছিল তন্বীআঁখি-কোণে
দগ্ধ হয়ে ধন্য হত সুবিদগ্ধ জনে !
এ যুগে বিদ্যুৎ সব 'বাল্‌বে' বন্দিনী,
যতেক তরুণী তাই নাসিকা-ক্রন্দিনী !

৬

চোখটা খারাপ শুনি লভিনু সন্তোষ,
তা হলে ও কিছু নয়, চক্ষুরই দোষ।
চশমা কিনিয়া কিন্তু করিলাম ভুল,
সত্যই পাকিয়াছে গৃহিণীর চুল !

৭

সুরাপায়ী হইলেই হয় না খৈয়াম ;
জারজ অনেক আছে, কই সত্যকাম ?
চার্বাক হয় না শুধু হইলে নাস্তিক
কয়লা মাত্রেই সখা হীরা নয় ঠিক।

৮

ক্ষুধার্ত বসিয়া আছি, রহিয়াছে তাকে
আম, লিচু, আনারস, সুসজ্জিত থাকে
আপেল, আঙুর, কলা, আতা, বেল, পেঁপে
সমস্ত মাটির কিন্তু ! বসে আছি খেপে।

৯

শুনিয়াছি একবার ঠকেছিল পিসি
বাজার হইতে যবে কিনেছিল মিসি।
আয়না খুলিয়া পিসি চমকায়ে ওঠে
ভুলিয়াই গিয়াছিল দাঁত নাই মোটে।

১০

প্রেয়সীরে বল যদি পাশের বালিশ
চকিতে চটিয়া যাবে প্রেমের পালিশ।
শুদ্ধভাষে জেনো ভাই মুগ্ধ রন তিনি
সুতরাং বলো তাঁরে পার্শ্ব-সঙ্গিনী।

১১

জানি না শ্রীচৈতন্যের চৈতন্য হইয়াছে কি না
নেহারিয়া নেড়া-নেড়ি পাল,
জ্ঞাত নহি গৌতমের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতেছে কি না
বৌদ্ধ সৈন্য হেঁরি আজকাল ;
প্রগতি-পুঙ্গব হেরি স্বর্গবাসে শ্রীরামমোহন
জানি না গেছেন কি না খেপে—
জানি শুধু গান্ধী-ক্যাপ মহাত্মারে করে নি পাগল,
অতিকষ্টে রয়েছেন চেপে।

১২

ঘোড়া খায় হিমসিম
এ খবর সাঁচ্চা,
কিছুতে হয় না ডিম
হয় খালি বাচ্চা
অথচ বাজারময়
ঘোড়ার ডিমেরই জয় !
চিন্তিত ঘোড়া কয়,
'এ আপদ আচ্ছা !
যতই চেষ্টা করি হয় খালি বাচ্চা !'

সে

চেনো নাকি তারে তুমি ? চেনে তারে সকলেই
ছুনিয়ার বহু কিছু আছে তার দখলেই।
নামটা গেলাম ভুলে—(মেমারি যে কিসে হয়) !
ডক্‌টর স্যানিয়াল্ তার আপন পিসে হয়।
মাস্‌তুতো ভাই তার নামজাদা ক্রিকেটার
মাতুলেরা লাখপতি—বিখ্যাত ঠিকেদার।
শালারা ব্যারিস্‌টার—নয় সে অকিঞ্চন
আপন ভায়রাভাই ডি. এস্. পি. তিনজন।
শ্বশুরেরা সব ভাই দল আই. সি. এসের
বৌদিদি, শালী, বোন আছে এম. এ. বি. এ. ঢের।
নিজের কিন্তু তার ডিগ্‌রির মোহ নাই
ঘরে বসে করে থাকে জ্ঞান-গাভী-দোহনাই।
প্রত্যেক বিষয়েই সু-শাণিত মত তার
তুলনাই মেলা ভার সে বিছাবত্তার
রেডিও, সিনেমা, ছবি, সঙ্গীত, বিজ্ঞান,
সকল বিষয়ে তার আছে ঠিক ঠিক জ্ঞান।
সাহিত্য নিয়ে তার শোন নি কি লেক্‌চার ?
কথার সে কি গাঁথুনি যেন ঠিক রেক্‌তার।
প্যাশনের কোলে তার আলো যবে ঝলকায়
অধরের ফাঁকে ফাঁকে হাসিটুকু চলকায়
অতি মিহি আদ্দির—অতি-ঝোলা আস্তিন
ছুলাইয়া ছুলাইয়া আওড়ায় রাস্কিন
সকলের অন্তরে খেলে যায় হরষন
সুন্দর ছোকরা সে অতি প্রিয়-দরশন।
চলনে, বলনে, ভাবে করে দেয় খুশ দিল
মাঝে মাঝে ধার চায় এইটে যা মুশকিল।

যে কোনো অলিগলিতে

অমুক বড় তমুক ছোট আহা হা তুমি বোঝ না—
(বিজ্ঞ-ভাবে নাড়িয়া মাথা চলিছে সমালোচনা)
গরম যারে দেখিছ আজ কখন সে যে জুড়োবে,
টিঁকিয়া যাবে কে মহাজন, কে অভাজন ফুরোবে,
মর্কটেরি ছদ্ম-বেশে শিব কোথায় লুকানো,
ফুটিয়া ওঠা উচিত কার, কার উচিত শুকানো,
হালকা যারে ভাবিছ তুমি আসলে সে যে কী ভারী,
জানিতে চাও ?—চলিয়া যাও, তৃষ্ণা এসো নিবারি
দেখিয়া এসো সব-সাগর-পারঙ্গম গুণীরে
ওষ্ঠে হাসি, হস্তে তুড়ি, বাক্যবাণ তূণীরে—
ভয়েতে যার লাট-বেলাট মুহুর্মুহু মরিছে
বাদশা-পীর রাজা-উজির সদাই থরথরিছে !
লালকে নীল, নীলকে শাদা, শাদাকে বলি বেগুনি
কর্ণ মলি বর্ণ-বোধ শিখায় সবে যে গুণী
দেখিয়া এসো তাহারে তুমি,—কিন্তু বেশী কাছেতে
যেও না ভাই, ঝলসি যাবে—গনগনানো আঁচেতে !
ঠিকানা চাও ? কী দরকার ? বর্তমান এ কলিতে
খুঁজিলে তারে পাবেই পাবে যে কোনো অলি-গলিতে

রাম-যাদব-সতু-বঙ্কিম-মণ্টু-চণ্ডী-বংশী-রবীন সেন-
নন্দ এবং রামের পত্নী—

(ক)

রামের পত্নী যবে যাদবের গণ্ডেতে
অঙ্কিল শঙ্কিত চুম্বন
সতুর হাঁপানি-রোগ হল সেই দণ্ডেতে
বঙ্কিম বিষণ্ণ উন্মন।
সম্মুখে খাড়া করি শাস্ত্র-শিখণ্ডী
যুদ্ধ করিল শুরু মণ্টু ও চণ্ডী,
সুখ পেল বংশী
ক্রমাগত টিন টিন সিগারেট ধ্বংসি।
প্রবীণ রবীন সেন হাঁচি কন, 'হেঁচ্চ,
খবরটা পাকা কি না সেইটে বিবেচ্য।'
কহিলেন নন্দ,
'ছেড়েছে কিন্তু বেড়ে ফোড়নের গন্ধ।'
টাকমাথা পেটমোটা মনভরা শান্তি
রাম যান আপিসেতে প্রসন্ন কান্তি।

(খ)

রামের পত্নী যবে কমনীয় কণ্ঠেতে
লাগাইল রজ্জুর বন্ধন,
বহিল অশ্রু-নদী বঙ্কিম-গণ্ডেতে
যাদবও করিল কিছু ক্রন্দন।
সতুর হাঁপানি গিয়ে হল ফের অর্শ
মণ্টুর টিকি হল, চণ্ডীর হর্ষ।
সিগারেট—বংশী
সিগারেট তেয়াগিল নস্যে প্রশংসি।
প্রবীন রবীন্দ্র সেন কহিলেন—'দেখ্ তো
মিছিমিছি করে গেল সকলকে ত্যক্ত।'
নন্দের দন্ত
যা কহিল নাই তার আরম্ভ অন্ত।
রামবাবু টাক ভুঁড়ি মনভরা শান্তি
পুনরায় বর-বেশে হল নব-কান্তি।

নানাছন্দে দ্বাদশ পরিস্থিতি*

১

হঠাৎ কেন পটাৎ করে পদ্য লিখি লম্বা ?
হাস্যটুকুর ভাষ্য করি মুগ্ধ মহানন্দে ?
মুটকি, ভুঁদো, সুটকি, কুঁদো, উর্বশী বা রম্ভা
একটা কিছু জুটলে পরে উথলে উঠি ছন্দে ?
অবাক্ লাগে—সত্যি,
লজ্জা নামক বস্তু দেহে নেই বুঝি এক রত্তি !
মুখটি কারো, নাকটি কারো, কারো চোখের দৃষ্টি
কথা-বলার ভঙ্গী কারো বড্ড লাগে মিষ্টি
তন্বী কেহ, বঙ্কি কেহ, ঘটায় অনাসৃষ্টি
হোমরা চোমরা ভোমরা ভোলায় নানান রকম গন্ধে !
কদম, বেলা, চম্পা—
ডাকছে তবু হচ্ছে মনে করছে অনুকম্পা !

২

মনে পড়ে তারে
একাকিনী বসে ছিল জানালার ধারে !
শরতের আতপ্ত কিরণ
সর্বাঙ্গে সৃজিতেছিল স্বপন হিরণ।

* যে দরদী যুবকটির মনোভাব এই কবিতাগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে তাহার নাম আমি গোপন রাখিতে বাধ্য, কারণ তাহার নাম আমি জানি না।

নয়নেতে ছিল না নিমেষ
স্রস্ত বাস—মুক্ত বেণী—আলুথালু বেশ।
আত্মহারা সমস্ত পাশরি
অম্বরে শুনিতেছিল মুগ্ধ কার অন্তর-বাঁশরী
দূর হতে চুপে চুপে দেখেছিনু তারে
দাঁড়াইয়া আলিসার ধারে।

৩

ধূ ধূ মাঠ চারিদিকে দাঁড়াইয়া ছিলাম একেলা
অস্ত-রাগ-রক্ত-নভে ম্রিয়মাণ গোধূলির বেলা।
বিসর্পিত রেল-পথ চলে গেছে যেন রে উদাসী
শব্দ হল! ফিরে দেখি—আসে ট্রেন বাজাইয়া বাঁশি।
ঊর্ধ্ব-শ্বাসে চলে গেল—চকিতে দেখিনু আঁখি তুলি
বাতায়নে বসে আছে!—চিত্ত মোর উঠিল আকুলি।

৪

চলে 'বাস' ঠমকি ঠমকি
ছিনু আমি ওধারের 'সীটে'
অকস্মাৎ উঠিনু চমকি
শাড়ি কার ঠেকিতেছে পিঠে।
দেখিলাম গ্রীবাটি বাঁকায়ে
দেখিলাম মানে ডুবিলাম
মোর পানে আছে সে তাকায়ে
হরষেতে আঁখি মুদিলাম।
শাড়িটুকু ঠেকে আছে পিঠে
কিছু নয়—তবু কত মিঠে!

৫

লাইব্রেরিতে———
মনে নেই ?
সেই যে সেদিন ফোর্থ পিরিয়ডে !
ঝুঁকেছিলে তুমি কী একটা কেতাবের ওপর
তোমার আনত দেহখানির দিকে চেয়ে চেয়ে
শেষে আমিও ঝুঁকলাম।
বস্তুত—না ঝুঁকে উপায় ছিল না আমার !
কিন্তু ওই পর্যন্তই—
ঝুঁকেই রয়ে গেলাম—
বাক্যি বেরুল না আর মুখ দিয়ে !
চেয়ে রইলাম খালি ফ্যালফ্যাল করে—
দেখে তুমি হাসলে একটু
কী সুন্দর মিষ্টি হাসি তোমার
ঠিক লেমন্ ড্রপ্‌স্ যেন !

৬

লোকজন চারিদিকে রীতিমত ভিড় তো
তারি মাঝে অন্তর-সেতারের মীড় তো
রণিয়া তুলিল ঠিক—সুর পড়ে ঠিকরি
অথচ চলিয়া গেলে—মুশকিল কী করি !
ফস করে চলে গেলে তুলে দিয়ে ঢেউ যে
এ-কথা কাহারে বলি বুঝিবে না কেউ যে।

৭

গৌর বর-হস্তে ঠোঙা মুচমুচে ডালমুট তাতে

কাজল-পরা উজল তব নয়ন ছুটি চঞ্চলি

সিনেমা থেকে বাহির হলে—আমিও ছিনু ফুটপাথে

জান কি সখি সেদিন গেছ কেমনে মোর মন ছলি !

করিনু 'ফলো' কিছুটা দূর—নামিল পোড়া বৃষ্টি যে

ভিজিয়া হনু গোবর সম ছাড়ি নি তব সঙ্গ তো

ঝাপটা লেগে ঝাপসা হল দুটি আঁখির দৃষ্টি যে

ট্যাক্সি চড়ি চলিয়া গেলে—অসঙ্গত রঙ্গ তো !

৮

বর্ষণ-মুখর আজি শ্রাবণ-শর্বরী

ঘন কালো মেদুর আকাশ

কেতকী-কদম্ব-বনে উঠিছে মর্মরি

কার দীর্ঘশ্বাস।

অদেহী আমিই যেন বরষার নিবিড় আঁধারে

চলিয়াছি আনমনে একা একা কার অভিসারে ;

কোথায় দেখেছি তারে ? ট্রামে ? ট্রেনে ? লেকের কিনারে ?

অথবা সে 'বাস্'।

কেতকী-কদম্ব-বনে উঠিছে মর্মরি

কার দীর্ঘশ্বাস।

৯

সূর্য তখন পাটে

দেখেছিনু তোরে সেদিন সজনি

মোহন মধুর ঠাটে।

জানি না সেদিন কি তিথি পাঁজিতে

এসেছিলে তুমি বাসন মাজিতে,

ইমন রাগিণী ভাঁজিতে ভাঁজিতে
গিয়েছিনু আমি ঘাটে।
ঘোমটা টানিয়া দিয়েছিলে তুমি
মোহন মধুর ঠাটে

১০

মাপ করুন
এবার
চাঁছা ছোলা গদ্য কবিতায় সাফ কথা বলতে চাই দু-চারটে !
দেখুন
তেপান্তরের মাঠ
ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী
পক্ষীরাজ ঘোড়া
ঘুমন্ত রাজকন্যা
সব জানা আছে মশাই—
অর্থাৎ নিমতলাও চিনি—কাশী মিত্তিরও চিনি,
মরে আছি এই যা দুঃখ।
রাজকন্যার কথা শুনবেন ?
দুঃখের কথা আর কত বলি মশাই !
সেকালের রাজকন্যাদের
সোনার কাঠি রুপোর কাঠিতেই চলত—
একালের রাজকন্যাদের প্ল্যাটিনামের কাঠি চাই—
তা না হলে মুখ গোঁজ করে বসে থাককে—
হ্যাঁ—হ্যাঁ—মশাই—প্ল্যাটিনাম !
মীনা-করা হলেই ভালো হয় !

অথচ
আধুনিক রাজপুত্রদের ট্যাঁক গড়ের মাঠ,
ধূ ধূ করছে।
সুতরাং করবে কী?
বিঁড়ি ফুঁকছে
আর প্রেমের কবিতা লিখছে!

১১

পরিপূর্ণ একখানি চড়
জানি তুমি মেরেছিলে গালে
বুকে তবু তুলেছিলে ঝড়
ভুলিব না তাহা কোনো কালে।

১২

বিচ্ছু সবাই বিচ্ছু—
পাঁজরা-খানা-ঝাঁজরা-করা বিষম কারো চোখ কি
মর্মখানি মাড়িয়ে দিয়ে গেলেন কোনো লক্ষ্মী—
ঠুকরে দিয়ে উধাও কোনো বিম্বাধরা পক্ষী—
দ্বিগুণ আগুন জ্বালিয়ে গেলেন
কেউ না করে কিচ্ছু!
বিচ্ছু সবাই বিচ্ছু!

প্রচেষ্টা, আশা ও বাণী

প্রচেষ্টা

১

দুটি বঙ্কিম উৎসুক অধর,
বেগবান, অনাহত, একাগ্র !
আরও দুটি—
কাছাকাছি হয় তারা ক্রমশ
ব্যবধান কমে আসে আস্তে ।
বেগ দুর্দমনীয় !
আরও কাছে—আরও—আরও
সংঘাত !
নিদারুণ, নিষ্করুণ—হিংস্র ।
ঈথর-সমুদ্রে
ভীষণ তরঙ্গাকুল হয়ে ওঠে নিশ্চয়ই—
শব্দ হয় কিন্তু—ছোট্ট
মিষ্টি !

২

শাওন মেঘেতে আজি বাজে পিয়ানো
নয়ন ভরিয়া কেন চাহনি আনো !
উতলা পুরবী বায়ে জলের ছিটে
লাগিছে আজিকে সখি বড় যে মিঠে
বাঁকিয়া বেণীটি তব পড়েছে পিঠে
পোষা সাপ জিয়ানো ।

বাদল মেতেছে আজি নীপের বনে
ঝিমঝিম রিমঝিম কি বরিষণে
এমন প্রভাতে সখি আমার মনে
ওগো, বলো কী আনো।

৩

জ্বেলেছি বাতি আহা কী নীল
ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আহা যে 'নিল্'
সাগর নীল, আকাশ নীল
নীল তোমার চোখ
সেই জোরেই চাঙ্গা দিল
সেই জোরেই ছন্দ মিল
সেই জোরেই এই নিখিল
চমৎকার হোক!

৪

কাহারে করিব ভয়?
মৃত্যু মোরে দিয়েছে অভয়।
আসিবে সে একদিন পরম লগনে
ছিন্ন করি সর্ব জটিলতা।
বিলুপ্ত করিয়া মোর সকল কলুষ,
নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া অস্তিত্ব আমার,
মুক্তি দিবে মোরে।
হয়ে যাব শেষ!
তারপর?
তারপর কিছু নাই।

বজ্রকণ্ঠে মহাকাল দিতেছে আশ্বাস
অমোঘ সে আশ্বাস-বচন
শুনিতেছে প্রতিক্ষণে শোণিতের প্রতি কণিকাটি।
কাহারে করিব ভয় ?

৫

ক্ষমা করো—
আমার সুকৃতি, দুষ্কৃতি,
পাপ-পুণ্য,
পতন-উত্থান,
তার জন্য আমিই দায়ী !
তার ফলভোগ করব আমিই
তুমি শুধু শুধু চটে মন খারাপ করে থেকো না
আমায় ক্ষমা করো !
তোমার ভালোর জন্যেই বলছি
ক্ষমা করো !
চিঠির উত্তর দাও।

আশা

হলই বা ছোট—
তবু সে বাণী, বহন করে আনে তো !
দুখের বাণী, সুখের বাণী,
শোকের বাণী অন্তর্লোকের বাণী।
ছোট হলেও তাকে তুচ্ছ করবে কে ?
একদিন আরও ছোট ছিল।

ক্রমশ বাড়ছে
আকারেও—দামেও।
এক, দুই, আজকাল তিন
হয়তো আরও বাড়বে!
বাড়ুক!
বাড়া তো উচিতই
যদিও হাঁস নয়, পদ্মও নয়—
তবুও বাণী-বাহক
মেঘদূতের সগোত্র—ওই পোস্টকার্ড

বাণী

"চৌবাচ্চার জল নিয়ে আমার কারবার,
হঠাৎ মাঝ-সমুদ্রে ফেলে দিলে পারি কি?
হাঁপিয়ে পড়ব যে!
অমন লম্বা লম্বা চিঠি লিখো না বাপু তুমি!
আমার ভারি ভয় করে।
এমন কিছু কর যা জানি, চিনি, বুঝি,
যা রয় সয়।
এ সব কী?
সেই নাকই তো দেখাবে শেষ পর্যন্ত,
অত ঘুরিয়ে দেখাবার দরকার কী?
ভালো লাগে না আমার!"

চতুষ্কিকা

১

বিদ্যুৎ-শায়ক যেন—ঝকমকি উঠে ঝলসিয়া
শাণিত ভ্রূ-ভঙ্গিখানি! বিদীর্ণ করিল মোর হিয়া।
কী মধুর বিদারণ—পরিপূর্ণ কী পরম সুখ,
বিক্ষত বিধ্বস্ত হিয়া পুনরায় আঘাত-উন্মুখ!

২

বেসেছি তোমারে ভালো, বুঝি না—কেন যে কর রোষ,
এসেছি সমীপে তব, কহো সখি, কিবা তাহে দোষ!
যুক্তি কিছু নাহি জানি, ভাষা নাহি আসে রসনায়
চুম্বক করিলে রাগ হতবাক্ লৌহ অসহায়!

৩

নীরব রয়েছ কেন? দেখিতেছি অধরের তীরে
লজ্জারুণ হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিছে ধীরে ধীরে।
আনমিত নয়নেতে পড়িতেছে উপচিয়া যাহা
একবার, হে নিদয়ে, ভাষায় বল না কেন তাহা!

৪

অন্তরে জ্বলিছে অগ্নি, বাহিরেতে আছ নির্বিকার,
নয়নে কহিছ যাহা, রসনায় কর না স্বীকার।
তোমার অসীম শক্তি শোভন হইত হলে কম,—
কামানের কী গৌরব মশকেরে করিয়া জখম।

হস্তী-প্রশস্তি

মুখখানি ঢলঢলে, চোখ দুটি সুন্দর।
মিলের খাতিরে নয় সত্যই কুন্দর
মতো তার দাঁতগুলি,—দেখে হয় তৃপ্তি
চোখে মুখে সলজ্জ বুদ্ধির দীপ্তি।
সংবৃত শাড়ি তবু সামলায় শতবার,
চোখে মুখে পড়ে চুল সরায় সে যতবার,
ঘন ঘন কনকনে অবাধ্য কঙ্কণ,
না-বলা কথার ভারে অধরের কম্পন
সুন্দর লাগে ভারি—সবটাই মিষ্টি,
আনমিত নয়নের সচকিত দৃষ্টি !

আর নয় ! থামা যাক—এ প্রয়াস ছন্দের
হাত দিয়া হাতি দেখা অসহায় অন্ধের।
হাতির কর্ণে যবে ঠেকে তার হস্ত
"হাতি কি কুলোর মতো ?" ভাবে কানা ত্রস্ত।
পায়েতে ঠেকিলে হাত কানা ভাবে, "হস্তী
হয়তো থামের মতো !" লাগে অস্বস্তি।
তারপর ফোঁস করে ওঠে যবে শুণ্ড
অসহায় অন্ধের ঘুরে যায় মুণ্ড।
সুতরাং থামিলাম। হে রূপসী তন্বী,
হয়তো বরফ তুমি, হয়তো বা বহ্নি !

সত্যই ?

তুলেছে তোমার দাঁত অরসিক কোনো দন্তবিদ্ ?
সত্যই সাঁড়াশি দিয়া সবলে করেছে উৎপাটন ?
দন্তহীনা তরুণী যে নিতান্তই নগণ্য উদ্ভিদ্
এই তথ্য তার কাছে করে নাই কেহ উদ্ঘাটন !

গোলাপেরে নিষ্কণ্টক করি যারা করে সংস্কার
বৈজ্ঞানিক প্রেরণায় লঙ্কার ঝালত্ব করে দূর,
আমি কবি, দূর হতে তাহাদের করি নমস্কার
কণ্টকবিলাসী আমি ঝালে ঝাঁজে লোভ যে প্রচুর।

দংশন করিবে কিসে ?   কিসে বল করিবে চর্বণ ?
মরিয়া অনেক মুণ্ড প্রতীক্ষা যে করিছে সাগ্রহে !
নকল দন্তের জোরে সফল কি হবে, কহো, রণ ?
অতি পক্ব খুলিগুলি মোটেই যে অমজবুত নহে।

কায়াহীন ছায়ালোকে অশরীরী যে কবিত্ব-ভূত
মায়াময় মিথ্যা দিয়া নানা ধোঁয়া করিছে সৃজন
শুনো না তাহার কথা, জুয়াচোর সে অতি অদ্ভুত
যে পথে লইয়া যাবে ফাঁকা তাহা—নিতান্ত বিজন।

ফণী হবে ফণাহীন, দন্তহীন হইবে দন্তুর,
বিজ্ঞানী অসুর শেষে গানেরও কাড়িবে নাকি সুর ?

বসন্ত

শ্রাবণের মেঘ কহে, পিপাসায় চিত্ত দহে,
দাও বন্ধু, এক বিন্দু জল,
এসেন্সের করে দর চম্পক, যূথী, টগর
গন্ধরাজ, গোলাপ, কমল।
সন্ধ্যা-উষা রুজ মাখে, খদ্যোতের টর্চ কাঁখে,
বজ্র খোঁজে লাউড স্পীকার,
পাউডার ঘষে চাঁদে, প্রজাপতি নানা ছাঁদে
পরে শাড়ি ব্লাউস নিকার।
জ্ঞানশূন্য দিগ্বিদিক নকল করিছে পিক
গ্রামোফোন-সঙ্গীতের সুর,
প্রেমের প্রেরণা লাগি চখা-চখী আছে জাগি
সিনেমায় আঁখি-স্বপ্নাতুর।
হইবারে তেজীয়ান সূর্য করে সুরাপান
প্রভঞ্জন ভাঁজিছে মুদ্গর।
মহাকাশ মুক্তি-তরে ধ্যান-মগ্ন রুদ্ধ ঘরে
ভূমা-লাভ না হলে দুষ্কর।
যুবতী কাঁদিয়া মরে, যুবকের পায়ে ধরে
কহে, মোরে আলিঙ্গন করো.
পুষ্পধনু পঞ্চশরে মোদক-জর্জর করে,
শঙ্কর জপিছে—হর হর।
সত্যের নিকটে ঋণী কল্পনা সে ভিখারিণী
খগেশ্বর খপোত-লোলুপ
মোটর না হলে হায় মনোরথ নাহি ধায়
মহাকাল মৃত্যু-ভয়ে চুপ।

নেতার উক্তি

ড্রয়িং-রুমে

মূল্য আমার আছে কি না আছে, কে করিবে বলো নির্ধারণ ?
মর-মানুষের মূল্য লইয়া কেনই বা এত শিরঃপীড়া !
জনতার মন করেছি হরণ, মুগ্ধ জনতা মোর চারণ—
বাহাদুরি নাই ? শুষ্ক কথায় ভিজাই কেমন শক্ত চিঁড়া !
মূল্য আমার থাক না থাক,
চিরকাল ধরে রেডিও কাগজে বাজিছে, বাজিবে আমারি ঢাক।

২

যাহা বলি, তার গভীর অর্থ এখনও বন্ধু বোঝ নি নাকি ?
আপেল আঙুরে নিন্দা করিয়া চুম্বন করি কুমড়ো কদু,
বুলবুল শ্যামা তাড়াইয়া দিয়া পুষিয়াছিলাম ছাতারে পাখি,
তাহাও তাড়াব, মশা ছারপোকা চাহে আধুনিক রামা ও যদু।
আসল অর্থ কথার নয়,
আসল অর্থ ব্যাঙ্কেতে থাকে, দুনিয়া জুড়িয়া যাহার জয়।

৩

সেকেলে-মার্কা বিবেকের সখা, কী বলে এখনও দোহাই দাও ?
নতুন রকম নানান বিবেক ছেয়েছে বাজার, ভরেছে গোলা,
নাৎসি, জাপানী, খদরি, ফ্যাসিস্ত, লাঙল, কাস্তে—যা খুশি চাও,
তোমার বিবেক, আমার বিবেক ? শিকায় সে-সব থাকুক তোলা !
এবার বন্ধু কুম্ভীপাক,
কাকের পালক চুরি করে করে ময়ূরেরা সব সাজিছে কাক।

ভীমসেন

চলিতেছে গদাযুদ্ধ : পরাক্রান্ত বীর ভীমসেন
রক্তচক্ষু, স্ফীতনাসা, তুঙ্গশির, ভীষণবদন
হুহুঙ্কারি উচ্চকণ্ঠে দুর্যোধনে ডাকি কহিলেন,
'রে দুরাত্মা, আজ তোরে পাঠাইব শমনসদন,
সাধ্য থাকে রোধ কর।'

সচকিত গান্ধারী-কুমার
বাঁচাইল কোনোক্রমে শির।

'সাধ আছে সমরের ?'
দন্ত কড়মড়ি ভীম হানিলেন গদা পুনর্বার।
সে আঘাতও, কী আশ্চর্য, দুর্যোধন রোধিলেন ফের !
ক্ষুব্ধ হল ভীম-গুম্ফ !—বৃকোদরে অপমান হেন ?
সহসা তুলিয়া গদা উল্লম্ফিয়া ছাড়ি অট্টনাদ
মহাক্রোধে ক্ষিপ্ত ভীম করিলেন গদা-বৃষ্টি যেন।
পেটে পিঠে বুকে মুখে—রহিল না কোনোখানে বাদ।
'কী মুশকিল, যাত্রা এটা, কী আপদ, ওরে শোন শোন'—
আর্তকণ্ঠে নিবেদিল ভূপতিত ভীত দুর্যোধন।

কাই-কুতু

১

কাই বলে, ওরে কুতু ভাই,
সেদিন তুলিয়াছিনু হাই
মুখ-ভঙ্গি সহকারে তুড়ি দিয়া বারে বারে
শব্দ করি বিচিত্র রকম,
ভেবেছিনু মাগী মদ্দ হাসিয়া হইবে হদ্দ,
একেবারে হইবে জখম।
কিন্তু চেয়ে দেখি ভাই, কারো মুখে হাসি নাই,
গুম হয়ে বসে আছে সবে!
কুতু বলে, শোনো বলি তবে—

২

ঈষৎ হাসিয়া কয় কুতু
আমিও ফেলিয়াছিনু থুতু
দন্তের ফাঁক দিয়া রসনাটি ঝুলাইয়া
কায়দা করি গলা খাঁকারিয়া,
ভেবেছিনু, হাসাইব, রস-স্রোতে ভাসাইব
ছেলে-বুড়া সকলের হিয়া।
কিন্তু কিছু ভাসিল না— কোনো ব্যাটা হাসিল না,
—হাঁ হাঁ, তুমি ধরিয়াছ ঠিক,
ছুনিয়াটা অতি বেরসিক।

৩

কাই কয়, উপায় কী তবে,
আমাদের কিবা দশা হবে ?
হাসিতে চাহে না কেউ, অথচ রসের ঢেউ
চিত্ত ভরি নিত্য উথলায়,
একাকী রসের বোঝা বহন করা কি সোজা ?
বলো ভাই, করি কী উপায় ?
কুতু কয়, ওরে কাই, আয় তবে তুজনাই
এক সাথে করি আক্রমণ,
কী করিব ভালো করে শোন।

৪

সকলেই অতি ঠ্যাঁটা, সহজেতে কোনো ব্যাটা
হাসিবে না জানি ইহা স্থির,
হাসি যদি খুবই পায় তুষ্টামি করিয়া হায়
মুখ টিপে রহিবে গম্ভীর।
তা বলে কি দেব ছেড়ে ? ধরিতে হইবে তেড়ে,
বিপর্যস্ত করিব বগল,
অন্তত হাসিবে মুচকি না হাসিলে—আছে কুঁচকি
কণ্ঠ কুক্ষি করিব দখল।
কাই বলে, ওরে কুতু ভাই,
নাই তোর কোনো তুলনাই।

এবারেও

এবারেও আসিতেছে পূজা ;
আসিছেন মহিষমর্দিনী দশভুজা
সন্দেহ নাহিক তায়।
প্রতি পঞ্জিকায়
স্পষ্টাক্ষরে শুভ-বার্তা লেখা
জগন্মাতা দেবী তাঁর বাৎসরিক দেখা
এবারও দিবেন আসি দীন ভক্ত-জনে।
স-ঝাঁপি স-পদ্ম লক্ষ্মী রীতিমত রত্ন-আভরণে
সাজিয়া প্রসন্ন হাস্যে রহিবেন পাশে
এবারেও ভক্তদের আশে।
রহিবেন বাণী
বঙ্কিম-ঠামেতে ধরি সনাতন সেই বীণাখানি।
কৌমার্য-ব্রতী
দৈত্য-নিসূদন বীর দেব-সেনাপতি
গুম্ফে চাড়া দিয়া
কোঁচা দোলাইয়া
প্রতিবারকার মতো এবারেও সুবেশ ধরিয়া
আসিবেন ময়ূরে চড়িয়া।
সিদ্ধিদাতা শ্রীগণেশ—অতি-পূজ্য দেবতা হিন্দুর—
হাঁ, তিনিও,—স-ইন্দুর
আসিবেন স-কদলীবধূ।

রামা শামা যত্নু
নিঃসন্দেহ সকলেই আসিতেছে পূজা
শক্তির প্রতীক দশভুজা
নির্ঘাত আসিতেছেন দশ-হস্তে বহি প্রহরণ।
কুম্ভকারগণ
প্রাণপণে জুটাইয়া মৃত্তিকা ও খড়
নানা ছাঁদে গড়িতেছে নানাবিধ মুণ্ড ও ধড়।
পূজার বাজার ভীত চিন্তিত কবির
কুঞ্চিত ললাটরেখা হতেছে গভীর।

পরম্পরা

রাগে হই দিশাহারা—
ভাবি নিজে মরি
আর সহ্য হয় না কো আত্মহত্যা করি।
সঙ্গে সঙ্গে ভাবি ফের
চাবকাই ধরি
আপাদমস্তক ওকে—সব দোষ ওরই।
......
বিবেক বারণ করে'।
......
আপনা সম্বরি
তাহারে হেরিতে থাকি ক্রুদ্ধ চক্ষু ভরি।
......
ধৈর্যচ্যুতি ঘটে ফের।
......
জিহ্বায় ঘর্ঘরি
ছুটে আসে ভাষা-ট্যাঙ্ক ;
হই থরথরি
স্ফীতনাসা মুক্তকচ্ছ।
মর্মেরে বিদরি
শব্দ-শেল গর্জি ওঠে শূন্যেরে জর্জরি।
......
ক্লান্ত হই।
......

ক্ষণ পরে এলায়ে কবরী
সেও গিয়া ছাতে বসে :
পাড়ে জ্বলে জরি।

......

অস্তাচল 'পরি
মার্তণ্ড ঢলিয়া পড়ে।

......

নিরীক্ষণ করি।

......

অপরূপ ছন্দে যেন ঝামেলা-ঝামরী
রচে নব তন্ত্র-কাব্য।

......

মহাত্মারে স্মরি
রহি মৌন,
হিংসা-হীন
জিঘাংসা-পাশরি।

......

আশ্চর্য ফল হয়।

......

আসিলে শর্বরী
গদগদ কণ্ঠে কহি তুমি প্রাণেশ্বরী।'

তপোভঙ্গ

ছন্দ-মিলের বন্ধন পীড়িত করেছে প্রাণকে—
বন্ধন-মুক্ত হতে চাই।
তারি তপস্যা করছি।
দুঃসহ তপস্যা!
পুরাতন ছন্দ-মিলের নির্মম শৃঙ্খলে
বাঁধা আছে আমার কবি-মন।
উদার আকাশে অবাধ ভাবে উড়তে চায় কল্পনা-বিহঙ্গম,
অসীম সমুদ্রে নিরুদ্দেশ যাত্রায় ভেসে যেতে চায়
ভাবের তরণীখানি,
পারে না।
মিল এসে পথ-রোধ করে,
ছন্দ এসে বলে, নিয়ম মেনে চলতে হবে।
কল্পনা-বিহঙ্গমের পক্ষ আসে অবশ হয়ে
পরিচিত ঘাটের পরিচিত কিনারায় বাঁধা পড়ে ভাব-তরীখানি
প্রাচীন প্রথার সনাতন নিয়ম মেনে
ছন্দ-মিলের নোঙর-নিগড়ে।
কিন্তু এ নিগড় ছিন্ন করতে হবে
ছেদন করতে হবে মিল-মায়া-পাশ!
—এই পর্যন্ত অবলীলা-ক্রমে লিখে ফেলেছিলাম
এমন সময় কে যেন এসে হাত চেপে ধরলে,
লেখনীর গতি হল বন্ধ।
প্রশ্ন করলাম—কে তুমি?

"আমি পুরাতন ছন্দ!"
কলহাস্যে লুটিয়ে পড়ে সে আবার শুরু করলে

আমি পুরাতন ছন্দ,
গহন নিশীথে তারার মেলায়
ভেসে যাই আমি মেঘের ভেলায়
কমলের বুকে প্রভাত-বেলায়
আমি সুমধুর গন্ধ।

কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জন করি
বন-মর্মরে উঠি যে গুমরি
কল্লোলিনীর কল্লোল ভরি
বহে মোর মহানন্দ।

বললাম—তোমায় তো চিনি আমি!
চিনি বই কি!
এতকাল তোমারই বন্ধনে যে বন্দী ছিলাম!
মধুর সে বন্ধন—
স্বপ্নময় সে দাসত্ব—
স্বীকার করছি।
কিন্তু তবু সে বন্ধন খুলতে চাই
ভুলতে চাই সে সব।
আমায় আর তুমি ভুলিও না,
মুক্তি দাও।
খঞ্জন-নয়ন দুটি তার
চঞ্চল হয়ে উঠল।
রাগে, অনুরাগে, না কৌতুকে?
জানি না।

আরক্তিম কপোল থেকে অলকগুলি সরিয়ে
বিম্বাধরের ফাঁকে কুন্দ দন্তের শোভা ছড়িয়ে
সে বলতে লাগল,
আমি শুনতে লাগলাম বিহ্বল হয়ে—

একদিন তব কাব্য-কাননে
নিবিড় বরষাকালে
মনের ময়ুর উঠিত নাচিয়া
আমারই নূপুর-তালে।
সে কথা ভুলিতে পার কি কখনও
মোর কাঁকনের সেই কন-কন!
বিজলী ঝলক সেই ঘন ঘন
মেদুর মেঘের জালে—
একদিন তব কাব্য-কাননে
নিবিড় বরষাকালে।
কহো কবি কহো, ভুলিবে কি তুমি
সে মধু শারদ নিশি—
জ্যোছনায়, গানে, স্বপনে, সোহাগে
টলমল দশ দিশি।
আনন্দ-ঘন ছন্দে ও মিলে
সে দিন যে সুধা তুমি বিতরিলে
আকাশে বাতাসে গগনের নীলে
আজও তা রয়েছে মিশি।
কহো কবি কহো, ভুলিবে কি তুমি
সে মধু শারদ নিশি।

তার সেই স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে
আকম্পিত কণ্ঠস্বরে
ভুজঙ্গায়িত বেণী-বিক্ষোভে

বিলোল কটাক্ষের মাদকতায়
আত্মহারা হয়ে গেলাম আমি।
বললাম—
"অয়ি মোহিনী, মুক্তি দাও, মুক্তি দাও
আর প্রলুব্ধ কোরো না।
তোমার মোহন বন্ধনে আর বেঁধে রেখো না আমায়!"
বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল তার মুখে
নয়নের দৃষ্টি হয়ে এল সকরুণ, বাষ্পাকুল—

বলতে লাগল—

মরি গো মরি,
তোমার বাঁশির সুর
কে নিল হরি।
আজও আকুল অলি
পড়ে মুকুলে ঢলি
শিমুল, পলাশ, জবা খেলিছে হোলি
ওই কানন ভরি।
ঝর্না নামিয়া আসে
উপল-পথে
বসন্ত আসে তার
কুসুম-রথে
সুর-মহোৎসবে
ওই মেতেছে সবে
তোমারই বাঁশিটি শুধু বেসুরা রবে?
আমি দেখি কী করি!
রাখালেরা মাঠে মাঠে
করিছে খেলা

আরক্তিম কপোল থেকে অলকগুলি সরিয়ে
বিম্বাধরের ফাঁকে কুন্দ দন্তের শোভা ছড়িয়ে
সে বলতে লাগল,
আমি শুনতে লাগলাম বিহ্বল হয়ে—

একদিন তব কাব্য-কাননে
নিবিড় বরষাকালে
মনের ময়ূর উঠিত নাচিয়া
আমারই নূপুর-তালে।
সে কথা ভুলিতে পার কি কখনও
মোর কাঁকনের সেই কন-কন!
বিজলী ঝলক সেই ঘন ঘন
মেদুর মেঘের জালে—
একদিন তব কাব্য-কাননে
নিবিড় বরষাকালে।
কহো কবি কহো, ভুলিবে কি তুমি
সে মধু শারদ নিশি—
জ্যোছনায়, গানে, স্বপনে, সোহাগে
টলমল দশ দিশি।
আনন্দ-ঘন ছন্দে ও মিলে
সে দিন যে সুধা তুমি বিতরিলে
আকাশে বাতাসে গগনের নীলে
আজও তা রয়েছে মিশি।
কহো কবি কহো, ভুলিবে কি তুমি
সে মধু শারদ নিশি।

তার সেই স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে
আকম্পিত কণ্ঠস্বরে
ভুজঙ্গায়িত বেণী-বিক্ষোভে

বিলোল কটাক্ষের মাদকতায়
আত্মহারা হয়ে গেলাম আমি।
বললাম—
"অয়ি মোহিনী, মুক্তি দাও, মুক্তি দাও
আর প্রলুব্ধ কোরো না।
তোমার মোহন বন্ধনে আর বেঁধে রেখো না আমায়
বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল তার মুখে
নয়নের দৃষ্টি হয়ে এল সকরুণ, বাষ্পাকুল—

বলতে লাগল—

মরি গো মরি,
তোমার বাঁশির সুর
কে নিল হরি।
আজও আকুল অলি
পড়ে মুকুলে ঢলি
শিমুল, পলাশ, জবা খেলিছে হোলি
ওই কানন ভরি।
ঝর্না নামিয়া আসে
উপল-পথে
বসন্ত আসে তার
কুসুম-রথে
সুর-মহোৎসবে
ওই মেতেছে সবে
তোমারই বাঁশিটি শুধু বেসুরা রবে?
আমি দেখি কী করি!
রাখালেরা মাঠে মাঠে
করিছে খেলা

বধূরা চলেছে ঘাটে
সাঁঝের বেলা
ওগো আনত আঁখে
সেই কলস কাঁখে
সেই ঝুমকো-লতার শোভা পথের বাঁকে—
তাতে কি মঞ্জরী।

সন্ধ্যা ঘিরিয়া আজও
আঁধার নামে
জ্যোৎস্না তমালতলে
থমকি থামে
ওগো পুরানো মোহে
আজও কি সমারোহে
চাহিছে পরস্পরে প্রণয়ী দোঁহে
সারা হৃদয় ভরি।
মরি গো মরি,
তোমার বাঁশির সুর
কে নিল হরি।

সমস্ত অন্তর উৎসারিত হয়ে উঠল আমার,
রোমাঞ্চিত হলাম।
তপস্যা-লোলুপ বিবেক বলতে লাগল দৃঢ়স্বরে-
'না ; নিজেকে হারিয়ে ফেললে চলবে না !
অপ্সরীর আবির্ভাব তো হবেই।
এই তো পরীক্ষা !
যুগে যুগে এই রকম হয়ে এসেছে।'
নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে বললাম—
'তোমার সেবা তো বহুকাল করেছি, দেবি,
এবার ছুটি দাও।

সীমার পূজারী ছিলাম
এবার অসীম আমায় ডাক দিয়েছে
বিদায় চাই।'
তার মুখখানি সহসা গম্ভীর হয়ে এল
নয়ন-পল্লবে নেমে এল মেঘ-মেদুর বর্ষার নিবিড় শোভা
প্রশান্ত, সজল-স্নিগ্ধ।

জলদ-গম্ভীর স্বরে সে বলে উঠল—

বিদায়ের ছলে তুমি সঙ্গীতেরে করিবে লঙ্ঘন ?
পার কি লঙ্ঘিতে ?
অনবদ্য কণ্ঠে তব শেষ সুধা কর গো বণ্টন
অপূর্ব ভঙ্গিতে !
/
অন্তিম কাকলী-ছন্দে কাব্য-কুঞ্জ উঠুক মুঞ্জরি,
আসন্ন বিচ্ছেদ-শোকে অলিকুল কাঁদুক গুঞ্জরি,
কবিতা সুন্দরী
ছন্দোময় ক্রন্দনেতে আকুলিয়া তুলুক অম্বর,
গম্ভীর শোকের ছন্দে পূর্ণ হোক সবার অন্তর
বিচিত্র সঙ্গীতে !

তারপর হঠাৎ তার আঁখিপল্লব থেকে
ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল—একরাশি মুক্তা
অশ্রুবিন্দুর মালা।
অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম আমি !
কাঁদছে ?
হ্যাঁ, কাঁদছেই তো !
জিজ্ঞাসা করলাম—'কাঁদছ তুমি ?'

নির্বাক হয়ে বসে রইল সে।
আমি দেখতে লাগলাম—
তার অশ্রুর বিন্দুগুলি অপূর্ব ধারায়
ঝর্না হয়ে বয়ে চলেছে।
ঝর্না ক্রমশ হল নদী
নদী—মহানদী—
শেষে দেখি বিশাল সমুদ্র
অতল—অগাধ—অপার,
অশ্রু-সাগর।
সেই অশ্রু-সাগরের বেলাভূমিতে একা বসে আছি;
আর কেউ নেই!
সেই মায়াবিনী কোথা?
কোথা গেল সে?
দেখতে দেখতে সেই অশ্রু-সাগরে একটি দ্বীপ জাগল
অদ্ভুত সে আবির্ভাব।
সর্বাঙ্গে তার মরকত-দ্যুতি
অপূর্ব শ্যামলশ্রী
চতুর্দিকে চন্দনের বন
পুষ্পভারনম্র লতাকুঞ্জ
স্বর্ণ-কিরণে চতুর্দিক উদ্ভাসিত।
হঠাৎ চন্দনের বন থেকে বেরিয়ে এল সে।
লীলায়িত তার দেহলতাখানি
নৃত্যমুখর হয়ে উঠেছে তার চরণের নূপুরগুলি
পীবর বক্ষের কাঁচুলিতে লাগছে যৌবনের তরঙ্গ-ভঙ্গ,
আবেশমুগ্ধ নয়নভঙ্গিমা,
নীল ওড়নাখানি দখিন হাওয়ায় দুলছে।

নৃত্যচটুল শিঞ্জিনীতে অপূর্ব ছন্দে বাজতে লাগল

চন্দন গন্ধ ঘন

কল্পনা কোথা হতে বহিয়া আনিল রে

চঞ্চল পরান মন।

কোন্ স্বপ্ন-কুঞ্জ-তরু-শাখে

আজি উন্মন বিহঙ্গ ডাকে

ও কে অসীম শূন্য ভরি আঁকে

কার ক্রন্দন-ছন্দ, শোন।

তপ্ত তপন খরতাপে

পুষ্পিতা বল্লরী কাঁপে

চঞ্চল পরান মন।

আজি মধু ফাল্গুন মাহে

অন্ধ কামনা কারে চাহে

চঞ্চল পরান মন।

কোন্ সার্থক সুন্দর মায়া

আজি অন্তরে লভিছে রে কায়া

ওই অম্বর ভরি আলো-ছায়া

কেন মন্থরে সঞ্চরিছে—

চঞ্চল পরান মন।

মোর বিশ্ব নিঃস্ব করি কারে

আজি নন্দিব ছন্দের হারে,

একি অপরূপ আনন্দ ধারে

মম অন্তর সন্তরিছে

চঞ্চল পরান মন।

আমি আর পারলাম না,

পারলাম না থাকতে ;

শিরায় শিরায় সুরার স্রোত বইতে লাগল

তপোভঙ্গ হল আমার।

বলে উঠলাম—

ভেঙেছে ভুল—ভেঙেছে ভুল—কাছেতে এসো সুন্দরি
মুগ্ধ তব সঙ্গীতের ছন্দে যে
চটুল দুটি চরণ ঘেরি গয়ান ফেরে গুঞ্জরি
উতলা অলি পাগল মধু গন্ধে যে !

একসঙ্গে যেন হাজার ঝাড়-লণ্ঠন ভেঙে পড়ল
পাথরের মেঝেতে—
অপূর্ব সে কলহাস্য !
চেয়ে দেখি—কেউ নেই,
সাগর নেই—দ্বীপ নেই—সে নেই।
একা আমি বসে আছি
সামনে কাঠের টেবিল
হাতে ফাউনটেন্ পেন
বেকুবের মতো !

অবহেলে

গোখরো, কেউটে, বোড়া, করেৎ
জমিয়ে রেখেছে আসর।
হেলে বেচারা কলকে পায় না কিছুতেই।
শেষে
মনের দুঃখে সে
এমন দেশে গেল সেখানে সাপ নেই।
অর্থাৎ
'নিস্তরু-পাদপ দেশে' হাজির হল
হেলে-এরণ্ড!
গিয়েই এক তরুণীর দর্শনলাভ!
লিকলিকে রঙচঙে হেলেকে দেখে
মুগ্ধা তরুণী তার সঙ্গিনীর গা টিপে বললে,
—দেখ ভাই দেখ! কী মিষ্টি দেখতে!
বাস্—কেল্লা ফতে!
পপুলার হয়ে উঠল হেলে মেয়ে-মহলে।
গোখরো, কেউটে, বোড়া, করেৎ যদি দেখত হেলের কাণ্ড
মরে যেত লজ্জায়।
পপুলার হেলে সকলের গলায় গলায় ফিরতে লাগল;
কারণ সে পপুলার হল সাপ-রূপে নয়,
হার-রূপে।

আকাশ-বাণী

রাত্রিকালে নিজের নির্জন কক্ষটিতে কবি বসিয়া আছেন এবং তন্ময় হইয়া উন্মুক্ত দ্বারের পানে চাহিয়া গদগদকণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছেন—

বুনো হাঁসের পাখার শব্দ,
এঞ্জিনের ধোঁয়া,
মিলের নল,
নরম চুল,
মোহন মেকুর,
কচি টিয়া,
ঝুনো ক্যাপিটালিস্ট,
ডিগ্রী,
বিজ্ঞাপন,
পিটুনিয়ার শুকনো পাপড়ি,
জিরাফের বাচ্চা,
রাস্পবেরি রঙের ব্লাউজ,
অল-ইণ্ডিয়া রেডিও,
উপদংশের উপাখ্যান,
"চলে যায়, চলে যায়, চলে আয়
সরে আসছে, সরে আসছে, সরে আসছে—"
এই ধরনের নেকু-নেকু কথা ;
মেঘের গুঁড়ো,
কপনির টুকরো,
পাউডারের কৌটোর ঢাকনি,
শ্যাওলা,
নানা রকম জিনিস সাজিয়ে বসে আছি ;

রীতিমত নিদিধ্যাসন চলেছে
স্বাস্থ্য
নৈতস্বিক
আধরিক,
উৎপাটনও করে রেখেছি নানা রঙের ঘাস
তোমার আশায়।
তুমি আসবে বলে
সেজেছি
হাবাগোবা,
খামখেয়ালী অন্যমনস্ক কবি।
চলতি ট্রামের কোণে বসে বসে
রহস্যময় ভঙ্গিতে চুলকে চলেছি
জান-হয়রান-কারী দক্রুটিকে।
পিপীলিকা দেখছে গণ্ডারের স্বপ্ন,
বাছুর বাঘের।
সিংহনাদ ছাড়ছে
প্লীহাস্থিত এল. ডি. বডিজ।
বাপের পয়সা
শ্বশুরের প্রভাব
স্ত্রীর কোমর-দোলানি,
হোমরা-চোমরাদের পিঠ-চাপড়ানি,
চকচকে কাগজ,
ভালো ছাপা —
এতগুলি জিনিসের সম্মিলিত চাপে
সরস্বতী পিতৃনাম স্মরণ করে
চ্যাপটা হয়ে

স্থান দিয়েছেন সাহিত্যিক সমাজে।
এইবার তুমি শুধু এসো
সাইকেলে, মোটরে অথবা এরোপ্লেনে,
হেঁটে অথবা হামাগুড়ি দিয়ে,
যেমন ভাবে খুশি তোমার এসো।
একটি শুধু অনুরোধ
ঘোড়ার গাড়িতে এসো না তুমি।
দুটো মদ্দা ঘোড়ায় টেনে আনছে তোমাকে
এ চিন্তাও অসহ্য।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

আয় আয়, ওরে আয় তুই,
দেখে যা কত কী রেখেছি তোর জন্যে!
আয় লক্ষ্মীটি,
আয়, আয়, আয়,
আঃ, আঃ, আঃ,
চ্‌চ্‌, চ্‌চ্‌, চ্‌চ্‌!

ঝড়ের মতো বেগে একটি মোটা মেয়ে প্রবেশ করিল। ভীষণ মোটা, গিনিপিগের মতো মুখ, জালার মতো দেহ—একটা বিরাট বাঁধাকপি যেন মানবী-মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। গলার খাঁজে খাঁজে পাউডার জমিয়া আছে। ছোট হাতার ব্লাউজ পরিয়া আছে বলিয়া বগলের খাঁজও দেখা যাইতেছে, সেখানেও পাউডার। জমকালো লাল রঙের একখানা শাড়ি পরিয়াছে। আসিয়াই অঙ্গভঙ্গিসহকারে নৃত্য শুরু করিয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে গান।—

আমি অরূপাগ্নির অচিন হলকা
কল্পনা-শালে ললিত কলকা

অলক দুলায়ে চপল পলকা
নাচিব রাত্রি দিন।
আমি নাচিব নাচিব নাচিব—
হিল্লোল তুলি সকল অঙ্গে
নট-রাজ-কৃপা যাচিব।
আমি তুলিব তুফান, ভুলিব বিধান,
খুলিব বন্ধ, লভিব বিতান,
ওগো কবি, তুমি তোলো গীতিতান,
বাজাও ম্যাণ্ডলিন।
আমি অলক দুলায়ে চপল পলকা
নাচিব রাত্রি দিন।

হতভম্ব কবি নির্বাক হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল। মেয়েটি কিন্তু থামে না, সর্প-নৃত্য, ঝম্প-নৃত্য, নকুল-নৃত্য, বকুল-নৃত্য, হস্তী-নৃত্য, উষ্ট্র-নৃত্য, ওরিয়েণ্টাল-নৃত্য, অক্‌সিডেণ্টাল-নৃত্য, জাভা-নৃত্য, বালী-নৃত্য, পোয়ে-নৃত্য, কথাকলি-নৃত্য, ব্রতচারী নৃত্য—একে একে নানা রকম নাচ সে নাচিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে কবির ধৈর্যের সীমা অতিক্রান্ত হইতেই তিনি একটি বিড়ি ধরাইলেন এবং উঠিয়া জানালার নিকট গিয়া ধূম-উদ্গিরণ করিতে লাগিলেন। মোটা মেয়েটি ইহা দেখিয়া নাচ থামাইল, তাহার পর কপালের ঘাম মুছিয়া কবির দিকে নিষ্পলক নেত্রে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। কয়েক সেকেণ্ড কাটিয়া গেল। তাহার পর সে অকস্মাৎ কোমর বাঁকাইয়া, দুই হাত কবির দিকে প্রসারিত করিয়া নানারূপ মুদ্রা প্রদর্শন করিতে করিতে নাকি সুরে পুনরায় গান গাহিয়া উঠিল—

বিদায় বিদায় বিদায় গো—
চলিনু আপন পথে
জানি মোরে লয়ে লিখিবে কবিতা,

কী লিখিবে জানি, জানি গো সবি তা
পথ ভুলে আমি, এসেছিনু মিতা,
ভুলো না তা কোনোমতে।
বিদায় বিদায় বিদায় গো—
চলিনু আপন পথে।

চলিয়া গেল। কবি বিড়িটিতে শেষ টান দিয়া সেটি ফেলিয়া দিলেন এবং আসিয়া স্বস্থানে বসিলেন। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া পুনরায় আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

হে সুন্দরি,
এ তো তোমার রূপ নয়,
এই বিভীষিকার জন্যেই কি আমার তপস্যা!
কোথায় সেই তুমি,
যে তোমাকে দেখেছি পারিসের সালোনে,
ইটালির গণ্ডোলায়,
ভূস্বর্গের ভাসমান নিকুঞ্জে,
খাদ্য-পানীয়-পুষ্প-পরিবেষ্টিত
বর্ণ-বিচ্ছুরিত
হোটেলের আবেষ্টনীতে,
উপন্যাসে,
কাব্যে,
স্বপ্নে।
রবীন্দ্রনাথ যার কাছে হার মেনেছেন,
কীট্‌স যার ভয়ে মরে বেঁচেছেন,
যার প্রত্যাশায়
আদর্শবাদী শেলী
জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ভিজতেন,

ব্রাউনিং দাড়িতে আঙুল চালাতেন,
হাম্‌সুন মাটি কোপাতেন,
টলস্টয় সাইবেরিয়া দৌড়তেন,
কোথায় সেই তুমি !
নিখুঁত কালি-পোরা দামী ফাউন্টেন পেন উদ্যত করে
কল্পনা করছি তোমার যে অনবদ্য মাধুরী,
কালিমা-কলঙ্কিত করতে চাইছি যে অকলঙ্কিতাকে,
উপমা-সীমাবদ্ধ করতে চাইছি যে অসীমা শ্রীকে,
বাণী-শৃঙ্খলিতা করতে চাইছি অবর্ণনীয়াকে—

সহসা আকাশ-বাণী হইল—

সাবধান সাবধান,
পথভ্রষ্ট হয়েছ।
সত্যিকার কবিতা হয়ে যাচ্ছে—
সাবধান !
অরিজিনালিটি দেখাও,
নতুবা কল্‌কে পাবে না।

সচকিত কবি আকাশের পানে চাহিলেন। তাহার পর ক্ষুব্ধকণ্ঠে পুনরায় শুরু করিলেন—

হয়তো তাই।
পুরানো সাবেক চালে তোমায় ডাকছি বলে
আসছ না তুমি হয়তো।
পিপুলগাছে বসে বসে
কাঠবেড়ালির মতো ল্যাজ তুলে
ধ্যানী পেচকের দৃষ্টি নিয়ে
আল্‌হাম্‌ব্রার কচুপাতায় শিহরণ তুলে
কুলেগুার আবছায়ায় বসে

যূথচারী গর্দভের গিটকিরিদার আবেগে
শুকিয়ে-পড়া করমচা-পাতার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে
রক্তগোধিকাপুচ্ছতাড়িত মধুকুপীর লাঞ্ছনা দেখতে দেখতে
টিকিনের বালিশে মাথা রেখে
সামুদ্রিক সর্পের স্বপ্ন দেখতে দেখতে
যদি ডাকতাম তোমায়
হয়তো তুমি আসতে।
বেশ,
তেমনই করেই ডাকছি তোমায়—
ওগো, এসো তুমি,
বিদ্যুৎ-টেলিস্কোপের দোহাই,
ডাইনামিক শামুকের দোহাই,
থরথরর দোহাই,
মাংসপিণ্ডের দোহাই,
চূর্ণ চাঁদের দোহাই,
গর্ভবতী ছুছুন্দরীর দোহাই,
নীল শাড়ি, লাল সায়া, বেগনি ব্লাউজ,
পাঁশুটে পাজামা,
সকলের দোহাই—
দয়া করো,
একবার এসো তুমি
ডিমের খোলা মাড়িয়ে মাড়িয়ে।

হঠাৎ আর-একটি মেয়ে প্রবেশ করিল। এটি লিকলিকে রোগা। হাত-পা কাঠিকাঠি, গালের হাড় উঁচু, গলার সাঁকি দেখা যাইতেছে। ক্ষুধার্ত কোটরগত চক্ষু। চক্ষুতে কাজল, ঠোঁটে রুজ, গালে ক্রীম। দৃশ্যমান সর্ব অঙ্গে পাউডার। পরিধানে হাওয়াই শাড়ি এবং সেইজন্যই

বোঝা যাইতেছে যে, একটি নীল জরিদার কাঁচুলি সহযোগে দুইটি ছোট ছোট বালিশ বুকে বাঁধা আছে। বক্ষোদেশ অস্বাভাবিক রকম উন্নত দেখাইতেছে। এ মেয়েটিও আসিয়া নাচগান শুরু করিল।—

আমারি লাগিয়া আহা নিশি কাটালে,
চেটে চেটে কাটা ঠোঁট আরও ফাটালে!
হে মোর প্রিয়,
মোরে ডাকিয়া নিও
বাদুড়ে চড়িয়া যবে যাবে নাটালে।

চটকে ঘটক করি
মিলন-রাতি,
কাটাব তোমারি সাথে
দরদী সাথী।

হে মোর প্রিয়,
মোরে কিনিয়া দিও
কমলা কানাড়ী শাড়ি পোপোকাটালে।

পনসে তুলিব দোঁহে
ফানুসী ছাঁদে,
মাকালে নাকাল করি
ফেলিব ফাঁদে।

হে মোর প্রিয়,
চুপি চুপি চলিও
জানাজানি হয়ে যাবে বেশি ঘাঁটালে!
আমারি লাগিয়া আহা নিশি কাটালে!

এই গানটি গাহিতে গাহিতে কাঁকড়ার মতো হাত-পা নাড়িতে নাড়িতে মেয়েটি ক্রমাগত নাচিতে লাগিল। হঠাৎ কবি ক্ষেপিয়া উঠিলেন। বলিলেন—

চাই না, চাই না, চাই না তোমাকে
তুমি বিষাক্ত,
তুমি লোভী,
তুমি কুৎসিত,
তুমি সাংঘাতিক,
তুমি যাচ্ছেতাই,
তুমি বাজে।

মেয়েটি ভয়ে প্রস্থান করিল। কবি কিন্তু বলিয়া চলিলেন—

আমি চাই উর্বশী, মিনার্ভা, জুনো,
ক্লিওপেট্রা বিয়াত্রিচে।
কোথায় গেল
কুচবরন কন্যা
মেঘবরন চুল,
হেনা বকুল চম্পা মালতীর দল,
ফুটফুটে চেহারা
টুকটুকে রঙ
টানা-টানা চোখ
চোখের দৃষ্টি
কারো মদির, কারো মধুর, কারো স্বপ্নালু,
মুখের মিষ্টি হাসি
কারো নরম, কারো বক্র, কারো তীক্ষ্ণ,
তন্বী সুঠাম দেহ—
কোথায় তারা?

পুনরায় আকাশ-বাণী হইল—
তাদের সব ভদ্রঘরে বিয়ে হয়ে গেছে
যাদের এখনও হয় নি
শিগগিরই হবে।
যে দুটি নমুনা পাঠানো হল,
তোমার মতো হাবাতের উপযুক্ত
এ ছাড়া বাজারে আর মাল নেই।

সাংখ্য *

প্রথমেই জানিয়ে দিতে চাই জোর গলায় স্পষ্ট করে,
কপিল-প্রণীত সাংখ্য এটা নয়।
তাতে লজ্জিত হবারও কারণ নেই,
যেহেতু আমি কপিল নই, নকুলেশ।
কপিল মুনি এ সম্বন্ধে কী বলে গেছেন,
তাও আমার অজ্ঞাত,
ও-সব আলোচনা করবার অবসরই পাই নি জীবনে।
আমার জ্ঞান কৃষিতত্ত্ববিষয়ক,
সে তত্ত্ব আহরণ করতে অবশ্য হলধর হতে হয় নি,

[করতালি]

যেতে হয় নি মাঠে।
যেতে হয়েছিল আমেরিকায়—
ডলার এবং পেট্রলের দেশে।

* বিখ্যাত কৃষিতত্ত্ববিদ নকুলেশ লস্করের বক্তৃতা

ডলারি ধাঁচে, পেট্রলি কেতায়, বৈদ্যুতিক আবহাওয়ায়
যে কৃষিতত্ত্ব আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি,
তা এদেশে কাজে লাগল না।
আপনারা কেউ ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন না সে বিষয়ে,
কৃষিচর্চামূলক চাকরিও জুটল না একটা।
সুতরাং
অকৃষক-সুলভ রীতিতে
সচিত্র বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয় আমাকে
মাঠে, মঞ্চে, কাগজে।
বস্তুত, বর্তমানে এই আমার পেশা।
'মারাঠা জাতির অভ্যুদয়',
'বাংলা সাহিত্যে আদিরস',
'ফুসফুসের বিকার',
'হিলিয়মের প্রক্রিয়া',
নানা বিষয়ে নানা বক্তৃতা করেছি আমি জনতার ফরমাশে
ঈশ্বর বক্তৃ দিয়েছেন একটা—
বলতে পারি অনর্গল।
আজ ফরমাশ এসেছে,
সাংখ্য বিষয়ে বলতে হবে কিছু।
বলব।
কিন্তু প্রথমেই বলে রাখছি,
এ বক্তব্য আমারই বক্তব্য ;
কপিলের সঙ্গে যদি কিছু মিল হয়,
ধন্য হবে কপিল।
মিল যদি না হয়,
ধন্য হব আমি।

চিত্রিতও করলাম বক্তব্যকে।
কারণ
অচিত্র কোনো কিছু বর্তমান যুগে অচল,
দেশলাই-বাক্স থেকে মহাভারত পর্যন্ত
সব সচিত্র হওয়া চাই।

[হাতঘড়ি দেখিলেন]

সংখ্যা থেকেই সাংখ্য।
এবং সে সংখ্যা স্থির নয়।
নিদারুণ অস্থৈর্যে
অনিবার্য গতিতে সে চলেছে অসংখ্যের পানে।
পাচ্ছে এবং হারাচ্ছে আপনাকে,
দৃষ্ট হচ্ছে অদৃষ্ট,
অদৃষ্ট দৃষ্টির সীমানায় আসছে।
সূক্ষ্ম স্থূলে এবং স্থূল সূক্ষ্মে পরিবর্তিত হয়ে ভাবছে,
পরিণত হলাম।
অবাঙ্‌মানসগোচর বাক্যের সাহায্যে বিজ্ঞাপিত করছেন নিজেকে
আলোর মতো স্বচ্ছ যিনি,
মিস্টিসিজ্‌মের ভান করে তিনি হচ্ছেন বিশিষ্ট।
বাক্যবাগীশ হচ্ছেন গম্ভীর,
লিরিক এপিক,
এক বহু।
একের চেহারা দেখেছেন কখনও ?

তার নাক মুখ চোখ সব আছে।
সে চেয়ে আছে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পানে,
সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি তার আশাবাদীর দৃষ্টি।

মুখে হাসি—
অট্ট নয়, স্মিত,
আশঙ্কার চেয়ে আশারই আমেজ বেশি তাতে।
একমেবাদ্বিতীয়ম্ ?
হয়তো।
আমার কিন্তু মনে হয়, অদ্বিতীয় হবার শখ নেই ওর।
ওর চোখের দৃষ্টির সে ভাষা নয়।
আপনি দেখেন নি সে দৃষ্টি ?
শোনেন নি সে ভাষা ?
খুবই স্বাভাবিক।
শুনতে চান ? দেখতে চান ?
ফিট করুন তা হলে মাইক্রোফোন কল্পনার কক্লিয়ায়,
লাগান দূরবীন মনশ্চক্ষের রেটিনায়,

[করতালি]

দেখবেন সব সংখ্যাই মূর্তিমান।

দুইকে চেনেন ?
দুই মনে হলেই যুগল কিছু একটা ভাবা অভ্যেস হয়ে গেছে।
দুই কিন্তু একক।
নাক,
ভীষণদর্শন নাক একটা।
সেই নাকের পেছনে
ঈষদ্দৃষ্ট ডট-ডট-ডটায়িত যে আভাস,
সেই মালিক,
সেই নাচাচ্ছে দুইকে,
অর্থাৎ নাককে।

নাক অবশ্য নানা রকম—
কুঞ্চিত, সন্নত, উদ্যত, অপ্রস্তুত,
কিন্তু সর্বদাই সে নৃত্যপ্রবণ,
এবং নাচাচ্ছে তাকে ওই অদৃশ্য ডট ডট ডট।
লিবিডো বলতে চান তাকে ?
আপত্তি করব না,
কারণ আপত্তি করবার মতো মালমশলা নেই হাতের কাছে।
বুঝতে পারছেন না ?

[সভায় কলরব]

ওই আপনাদের লোচন, নয়ন, অক্ষি, চক্ষু—
(বাজে জিনিসটার কি নামাবলীই বানিয়েছেন আপনারা !)
উপড়ে ফেলুন ওটাকে।
তা দিন
মনের ওপর
অন্ধকারে
একমনে।
নীরবে
সঙ্গোপনে
কুস্তি করুন
নিজের বাজে সংস্কারগুলোর সঙ্গে।
দেখতে পাবেন অদৃশ্য জগৎ।
হয়তো তা অবর্ণনীয়,
হয়তো অকথ্য,
কিন্তু অনন্যসাধারণ নিশ্চয়ই।

[ঘন ঘন করতালি]

দেখতে পাবেন,
সভ্যতার বেধড়ক চাপে
তিন বেচারা প্রায় বে-ধড়।
মুণ্ড-সম্বল হয়ে বেঁচে আছে খালি।
দেহটি লিকলিকে সরু, বাঁকা,
মুণ্ডটিকে ভিড়ের মধ্যে উঁচিয়ে রেখেছে বলেই ওর খাতির।
তা না হলে অনায়াসে ওটাকে ফেলে দেওয়া চলত
ওয়েস্ট-পেপার-বাস্কেটে কিংবা পিঁজরাপোলে।
কিন্তু মুণ্ডধর বলে
শুধু যে ও সার্থক তা নয়,
ও অলংকৃত, অহংকৃত, আলিঙ্গিত।

[হিয়ার হিয়ার]

হয়তো অনাগত ভবিষ্যযুগে
দেহহীন মুণ্ড
বিজ্ঞানের জাদুমন্ত্রে
জনতার সমুদ্রে
আপনিই ভেসে থাকতে পারবে।
কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে,
ততদিন উপেক্ষণীয় নয়
ওই লিকলিকে দেহটা।
লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচাটাকে যেমন খাতির করি,
মুণ্ডের খাতিরেও তেমনই সম্মান করতে হবে
মুণ্ডবাহক দেহকে।

[হাতঘড়ি দেখিলেন]

তিনের তিন দিক নয়,
নানা দিক আছে।

ত্রিনয়ন না হয়েও তা দেখতে পাচ্ছি।
আমি শুধু একটা দিক নিয়ে সামান্য কিছু বললাম।
বাকি সংখ্যাগুলোরও নানা দিক আছে ;
প্রত্যেকেরই কিন্তু
একটা দিক নিয়ে আলোচনা করব।
কারণ সময়াভাব।

আঙ্কিকেলে বুড়ো—চার।—
গুটিশুটি, জবুথবু, তালগোল-পাকানো, কিম্ভূতকিমাকার।
কিন্তু ভীষণ প্রভাব—
চতুর্মুখে, চতুর্বেদে, চতুর্বর্গে, চতুর্বর্ণে, চতুর্যুগে।

[করতালি]

চতুরঙ্গে চরমে উঠে
চার অধ্যায়ে এলিয়ে পড়েছে,
চার-ইয়ারী কথায় ফোড়ন দিয়ে
ঢুঁ মারছে চতুর্থ পক্ষে।
রঙ্গ করছে চৌরঙ্গীতে,
চাপা পড়ছে চৌমাথায়,
মরছে না তবুও।
তালগোল পাকিয়ে টিকে যাচ্ছে ক্রমাগত।
চার্চে, চার্বাকে, (এমন কি চার্জেও)
চারের চার।
তাই সম্ভবত বড় বড় রুই-কাতলা গিলেছে টোপ
এবং রূপান্তরিত হয়েছে অবলীলাক্রমে
ঝোলে ঝালে অম্বলে,
কোপ্তা কাবাব কাটলেটে।

[ঘড়ি দেখিলেন]

পাঁচের ঐশ্বর্যও অতুল
পঞ্চবাণ, পঞ্চমুখ, পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চনদ,
পঞ্চকন্যা, পঞ্চভূত, পঞ্চপাণ্ডব।
কিন্তু মুখ ওর প্রসন্ন নয়।
ও যেন ক্রমাগত ভাবছে,
কেন ও এক নয়, দুই নয়, তিন নয়, চার নয়,
কেন ও ছয় নয়, সাত নয়, আট নয়, নয় নয়,
কেন ও পাঁচ ছাড়া আর কিছু নয়!
মুখ বেঁকিয়ে ভাবছে তাই।
তাই কি?
হয়তো ও কিছুই ভাবছে না,
ওই ওর রূপ।
কোনো ক্রূরমনা গাণিতিকের
বিরক্ত মুহূর্তের সৃষ্টি ও;
কিংবা হয়তো তাও নয়,
হয়তো ও সুদর্শন,
আমাদেরই দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্কিম।
কিংবা হয়তো ওটা ওর দুরারোগ্য মৌখিক পক্ষাঘাত
কিংবা হয়তো—
আর নয়, থামতে হল।
কিংবা দুর্যোধনের পরামর্শে
পাঁচ-পাঞ্চালীর বস্ত্রহরণ করতে পারবে না
কোনো দার্শনিক-দুঃশাসন।
বিচিত্র-সম্ভাবনা শ্রীকৃষ্ণ তার সহায়,
ক্রমাগত বেরিয়ে পড়বে নব নব আচ্ছাদন।

পলাণ্ডুকে নগ্ন করতে পেরেছে কেউ কি ?

[সভায় পিন-ড্রপ নীরবতা]

সুতরাং পাঁচ-প্রসঙ্গে পূর্ণচ্ছেদ টেনে
ছয়-প্রসঙ্গে আসতে অনুমতি দিন আমাকে।

[কপালের ঘাম মুছিলেন ও হাতঘড়ি দেখিলেন]

ছয় সংখ্যাটি
আমার ব্যক্তিগত বিক্ষোভে বিক্ষত।
ও আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করে নি,
আমিও করব না।
ওর সম্বন্ধে মধুর কিছু বলতে পারব না।
ষড়ানন অথবা ষড়্‌দর্শনের অবতারণা করে
বাড়াতে পারতাম আমি ছয়ের মাহাত্ম্য,
কিন্তু পারলাম না।
লেখনী রাজী নয়।
ছয় সংখ্যার ওপর কোনো রকম রঙ চড়াতে ইচ্ছুক নয় সে
তেরো নয়, ছয় রোল-নম্বর ছিল,
তবু ফেল করেছি ম্যাট্রিক,
ষষ্ঠরাশি অর্থাৎ কন্যারাশিতে জন্ম আমার,
জীবন দুর্দশায় কাটছে,
বিয়ে করেছি ছয়ই জ্যৈষ্ঠ,
উৎপাদন করেছি ছয়টি কন্যা,
আমি চাকরি পাই নি,
ছকড়ি পেয়েছে।

সুতরাং যতই না বাহ্যচক্ষু নিমীলন করে
যত আবেগেই না মনের ওপর তা দিই,
ষড়্ দর্শন, ষড়্ ঋতু, ষড়ানন, যতই না আবৃত্তি করি,
লেখনী পাদমেকম্ ন গচ্ছতি,
রসনা নীরস হয়ে উঠছে,
কল্পনার মুখে ভ্রূভঙ্গি।
সুতরাং ছয়ের প্রতি সুবিচার করতে পারব না আমি।
আমি ছাড়া পৃথিবীতে আরও সমঝদার লোক আছে-
ওইটুকুই ছয়ের ভরসা,
আমারও।

ছয়ের পরেই সাত,
সুতরাং সাতকেও দেখি ছাতার বাঁটে,
সাপের ফণায়।
লম্বগ্রীব বৃহন্মুণ্ড ব্যাপার বলে মনে হয়।
ছয়ের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী,
কিন্তু পাঁচের সঙ্গে মিলে দল পাকায়।—
সপ্তরথীতে ছিল।
সপ্ত সমুদ্র ?
বাজে কথা।
সমুদ্র সংখ্যাতীত, অভৌগোলিক বিস্তৃতি।
সংখ্যা দিয়ে সমুদ্রকে বাঁধতে চায় যে ভৌগোলিক,
সে রাম-ভৌগোলিক।
কিছুদিন পরে হয়তো বলবে
কিংবা বলেছে,
আকাশ একুশটা।

তার মস্তিষ্কে
সাত-সাততে উনপঞ্চাশের হাওয়া বইছে।
সাত ভাই চম্পা ?
চম্পাকে চিনি,
খুবই মাখামাখি আছে তার সঙ্গে,

[সকলে উদগ্রীব হইয়া উঠিলেন]

কেচ্ছাটা তাই চেপে গেলাম,
তা না হলে রসকথা শোনাতে পারতাম কিছু।
সপ্তর্ষির কীর্তিও জানি—
বাঙালীর বাচ্চা আমি,
কিছু অবিদিত নেই আমার।
ব্রহ্মার মানসপুত্র বলেই জ্বলজ্বল করছেন,
কেরানির ঘরে জন্মালে ফ্যা ফ্যা করতেন।
ছুটি উদরান্নের জন্য
অমন ঢের পুলহ-পুলস্ত্য-বশিষ্ঠ-অঙ্গিরার দল
কাছা সামলাতে সামলাতে কেড্‌স পায়ে দিয়ে
ঘর্মাক্ত কলেবরে
খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি নিয়ে
গুঁতোগুঁতি করছে
রাধাবাজারে, খেংরাপটিতে, ক্লাইভ স্ট্রীটে
সাতের প্রসঙ্গে সাত কাহন শুনতে পাবেন,
যান যদি কোনো কৃত-সপ্তপদী ব্যক্তির কাছে,
অর্থাৎ যার উদ্বাহ সম্পন্ন হয়েছে,
কিন্তু উদ্বন্ধন বাকি।
তবু কিন্তু সাতকে যৎসামান্য শ্রদ্ধা করি এ-সব সত্ত্বেও
কারণ ও ছয় নয়।

আর্টের কথা বলতে বাধছে।
ওকে স্বপ্নে দেখেছি সেদিন।
অদ্ভুত রকম বীভৎস স্বপ্ন।
কোনো বিজ্ঞ জ্যোতিষী হয়তো
সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করতে পারবেন এর।
কিন্তু আমি ভাবছি, কী দেখলাম সেদিন?
অষ্টরম্ভা নয়,
আটটা আর্ত বেরাল-ছানা
পথ হারিয়ে কাঁদছে।
কিন্তু সহসা থেমেও গেল তাদের ক্রন্দন,
দেখতে দেখতে নিঃশেষ হয়ে গেল তারা।
রৌদ্রদগ্ধ আকাশ থেকে
নেমে এল তীক্ষ্ণনখচঞ্চু আটটা শ্যেন,
নিমেষে নিয়ে গেল তাদের ছোঁ মেরে তুলে।
হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।
মনে হল, ফিক-ফিক করে কে যেন হাসছে!
ফিরে চেয়ে দেখি, আমার চিরশত্রু ছয়।
ভোল বদলে সিক্স হয়েছে,
হাসছে ফিক-ফিক করে।
রাগ হল ভয়ানক,
একটা বাখারি পড়ে ছিল কাছে,
দিলাম সেটা ছুঁড়ে,
বিঁধল সেটা গিয়ে সিক্সের বুকে,
চট করে হয়ে গেল বাংলা আট।
দেখতে দেখতে সিক্সের ভুঁড়িতে গজাল চোখ,
মানুষের নয়, বেরালের।

গজাল গোঁফ,
ফুটে উঠল তীব্র দৃষ্টি,
সিক্তশ্মশ্রুকণী মার্জারের শিকার-লোলুপতা।
ভেঙে গেল ঘুম আতঙ্কে।
চোখ বুজেই শুয়ে শুয়ে আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম,
ভগবান,
বিংশোত্তরীতে যার রাহুর দশা,
অষ্টোত্তরীতে তার কী ?
ছয়কন্যা-প্রসবিনী সাধ্বী পত্নী ধমক দিয়ে উঠলেন,
মশারিটা ভালো করে গুঁজে দাও ওদিকে।
চোখ খুলে দেখলাম, ছারপোকা মারছেন তিনি
বিছানায় বসে বসে।
গুঁজে দিলাম।
সুতরাং
আর্টের সম্বন্ধে আমার ধারণাও
ঘোরালো রকম ঘোলাটে।
অষ্টধাতুর আংটি পরে
অষ্টবসুর ধ্যান করলে পরিষ্কার হবে হয়তো।
হয় যদি,
জানাব আপনাদের।
রসনা আমার অক্লান্ত,
ছাপাখানা অবাধ,
কাগজ কালি কলম জুটবেই।
সুযোগ পেলেই
কথার মিকি-মাউস
বেঁটে হয়ে, চৌকস হয়ে

লীলায়িত হবে ক্রমাগত,
বস্তুত, না হওয়াটাই আশ্চর্য এ যুগে।

[হাতঘড়ি দেখিলেন]

এইবার, নয়।
একটা কথা বিস্মৃত হলে চলবে না—
নয় 'নয়' নয়।
ও রীতিমত আছে।
অস্বীকার্য-রকম স্থূল ওর স্থিতি।
তিনই যেন তিরিক্ষে হয়ে দুমড়েছে নিজের দেহটা।
কিন্তু ধারাপাতের বচন ওটা,
আসলে ওর তিরিক্ষে ভাব নয়।'
কেমন যেন একটা আড়ি-পাতা ভাব।
ও আড়ি পেতেছে সেই বাসরঘরের বন্ধ দ্বারে,
যেখানে ওর প্রবেশ নিষেধ,
যেখানে ও একটুর জন্যে ঢুকতে পায় নি,
যেখানে চিরন্তন এক মিলেছে শাশ্বত শূন্যে।
লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখছে যুগল-মিলন।
ও যুগল-মিলনটাই দেখছে,
যুগল-বিরহটা দেখতে পাচ্ছে না।
দেখতে পাচ্ছে না যে, চক্ষুষ্মান এক হয়েছে দৃষ্টিহারা
এবং নিশ্চক্ষু শূন্যকে খুঁজছে উলটো দিকে মুখ করে।

[নাটকীয় ভঙ্গিতে Exit। শ্রোতারা কিছুক্ষণ হতভম্ব থাকিয়া সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া করতালি দিলেন।]

আধুনিকার পত্র

ইন্টার-ক্লাসের কামরায় আমি এবং আর-একজন রোগাগোছের যুবক পাশাপাশি দুইটি বেঞ্চে শুইয়া ছিলাম। কামরায় আর তৃতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল না। সহযাত্রী ভদ্রলোক মুখচোরা প্রকৃতির মানুষ বলিয়া তাঁহার সহিত আলাপ জমাইতে পারি নাই। লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তিনি এলিয়ট-প্রণীত একখানি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন এবং তাঁহার পকেট হইতে 'লিলিপুট' নামক মাসিক পত্রিকাটি উঁকি দিতেছে। শেষরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোক নামিয়া গিয়াছেন। গাড়ির মেঝেতে খামে-মোড়া এই চিঠিখানি পড়িয়া আছে। ঠিকানা এবং চিঠিতে যে নামে সম্বোধন করা ছিল, অপ্রয়োজনবোধে তাহা প্রকাশ করিলাম না। চিঠিখানিতে একটা সার্বজনীনতা আছে বলিয়া তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। মহিলার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

হে কবি,
তোমারই অনুকরণে
আজ তোমাকে সম্বোধন করছি
অমিল কবিতার গদ্যছন্দে।
আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি
এর মিলহীন সাবলীলতা দেখে ;
কিছু বাধে না সত্যি,
কোথাও আটকায় না।
তুমি অতি-আধুনিক কবি,
চমকপ্রদ অতি-আধুনিকতার স্যুট পরে,
একদিন সম্মোহিত করেছিলে আমাকে।

প্রথম প্রথম সত্যিই সম্মোহিত হয়েছিলাম,
কিন্তু এখন আর স্বীকার করতে বাধা নেই যে,
বরাবর আমাকে ভোলাতে পার নি তুমি।
শেষাশেষি মুগ্ধ হবার ভান করতাম।
কারণ,
আমার লক্ষ্য ছিল
তোমাকে গেঁথে তোলা।
এই ধীবরবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছিল
নিতান্ত জৈবিক কারণে,
এবং অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়েছিল
নিতান্ত ছন্নছাড়া সমাজে বাস করি বলে।

গেঁথে যখন তুললাম,
তখন দেখা গেল,
তুমি হাঙরও নও, কুমিরও নও,
অক্টোপাসও নও, হাইড্রাও নও,
এমন কি রুই-কাতলাও নও,
তুমি সনাতন পুঁটি।
সস্তা সাধারণ বঁড়শির-মুখে-গাঁথা কেঁচোটার
লোভ সামলাতে পার নি,
গপ করে গিলে ফেলেছ।
শফরী যতক্ষণ জলের তলায় ফরফর করছিল,
মস্ত একটা কিছু ভেবেছিলাম তাকে।
বাগাড়ম্বর করছিলে যতদিন দূর থেকে,
স্পন্দিত হৃদয়ে
ততদিন মুগ্ধ হচ্ছিলাম।

জীবনের ক্ষেত্রে মুখোমুখি যেদিন প্রত্যক্ষ করলাম,
সেইদিনই বুঝলাম,
তুমি কবিও নও,
আধুনিকও নও,
এমন কি পুরোপুরি মানুষই নও।
পুরোপুরি মানুষ হলে ভাবনা ছিল না,
পুরোপুরি মানুষেরাই
যুগে যুগে বহন করেছে
আধুনিকতার বিজয়-বৈজয়ন্তী।
সে শক্তিমান,
নিজের জোরে চলে,
নিজের জোরে বলে।
গগনস্পর্শী তার ললাট,
বিধানের পর্বত উলটে দেবার মতো তার শক্তি।
মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণবন্ত অমর সে,
নিজেকে জানে।
কাউকে ভয় করে না,
মৃত্যুকেও না।

তেল-চিটচিটে
ক্যাম্প-চেয়ারে ঠেস দিয়ে
ছারপোকার কামড় এবং সস্তা সিগারেট খেতে খেতে
তোমার মতো
ধার-করা আধুনিকতার বুলি যারা কপচায় না,
তাদের প্রতি
ভারী অনুকম্পা তোমার,

তোমাকে কেউ পোঁছে না বলে
পপুলারিটির প্রতি অসীম তোমার তাচ্ছিল্য।
'চীপ পপুলারিটি' তুমি চাও না—
আঙুরলুব্ধ শেয়ালটার কথা মনে পড়ে।
আগে অনেকবার বলব ভেবেছি,
কিন্তু চক্ষুলজ্জার জন্যে পারি নি ;
এখন বলছি শোনো—
পপুলার জিনিসমাত্রেই খেলো নয়।
আগুন, জল, সূর্য, চন্দ্র—
এরা সবাই পপুলার।
এরা সনাতন এবং চির-আধুনিক।
প্রতিভাবান লেখকরাও তাই।
তোমার প্রতিভা নেই বলেই কদর নেই—
এ কথাটা ভুলো না।

আচ্ছা,
তুমি যে 'আধুনিক' 'আধুনিক' বলে
যেখানে সেখানে নিজেকে জাহির করে বেড়াও,
বুঝিয়ে দিতে পার আমায়,
কিসে তুমি আধুনিক ?
কবিতা লেখবার ছুতোয়
কতকগুলো অদ্ভুত কথার সাহায্যে
অর্থহীন হেঁয়ালি-বানানোর নাম আধুনিকতা ?
ন্যাকামি করাটা আধুনিকতা ?
পরের লেখা চুরি করাটা আধুনিকতা ?
তোমাকে অনেকবার বলতে শুনেছি—

চাঁদ, কোকিল, ফুল, মলয়, সন্ধ্যা, ঊষা,
সাবেক কালের এ-সব জিনিস
আধুনিক কবিতায় অচল।
এই যন্ত্রপ্রধান বিজ্ঞানের যুগে
মোটর, এঞ্জিন,
মিল, রেডিও,
ফোন, সিনেমা,
ইলেক্‌ট্রিসিটি, অ্যামুনিশন,
পিচের গন্ধ,
পেট্রলের গন্ধ,
ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, ইউবোট, মাইন,
অবচেতন মনের নিগূঢ় নোংরামি,
নানারকম ইজ্‌মের প্যাঁচ —
আধুনিক কবিতার মালমসলা এরাই।
সাহিত্য যখন জীবনের দর্পণ,
তখন এই সব আধুনিক জিনিস
আধুনিক সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হওয়া চাই।
কিন্তু
একটা কথা মনে পড়ে ভারী হাসি পাচ্ছে আমার।
আমাকে প্রথম যেদিন প্রণয় নিবেদন করেছিলে,
কোনো রকম উদ্ভট আধুনিকতা তো লক্ষ্য করি নি।
সাবেক ভাবে,
সাবেক ভাষায়,
সমীরস্নিগ্ধ বাসন্তী-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায়
নিতান্ত সেকেলে ধরনেই তো
ব্যক্ত করেছিলে নিজেকে।

তোমার আধুনিকতার প্রতীক
বাদুড়, শকুনি,
ফায়ারব্রিগেড,
কাক, ক্যাক্টাস
কিছুই তো আমদানি কর নি সেদিন।
সেদিন তোমার মুখচ্ছবি দেখে
যে উপমাটা মনে হয়েছিল,
তা 'ক্রিস্‌প বিস্‌কিট্‌' নয়,
আশকে পিঠে।

মানলাম না হয়,
আধুনিক কাব্যে আধুনিক জীবনের ছাপ থাকা চাই
কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে,
সে ছাপ দেবার সামর্থ্য তোমার আছে কি?
তোমার জীবন-দর্পণে
আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি
একান্ত সত্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি?
আধুনিক বিজ্ঞান তোমার জীবনে
এমন ওতপ্রোতভাবে মিশেছে কি,
যার জোরে
তোমার লেখায় তার প্রভাব
স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতে পারে?
আধুনিক বিজ্ঞানকে হজম করতে পেরেছ তুমি?
মিছে কথা।
তোমার
ডাল ভাত কামিজ কাপড় জোটাবার সামর্থ্য নেই,

চাকরির জন্যে
হন্যে কুকুরের মতো
আপিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াও তুমি,
তোমার বাপ মা ভাই বোন
মাসী পিসী খুড়ো জ্যাঠা—
যে সমাজের অন্তস্তলে তোমার মূল,
সেই সমাজ
হাজারো রকম কুসংস্কারের তাড়নায়
হাজারো দরগায় মাথা কুটে বেড়াচ্ছে অহরহ ;
তুমি নিজেও
নির্লজ্জের মতো
যখন যে দলে সুবিধে সেই দলে ভিড়ে যাচ্ছ,
তুমি নিজেকে বল আধুনিক ?
তুমি পাড় বিজ্ঞানের দোহাই ?
বিজ্ঞানের সঙ্গে কতটুকু পরিচয় আছে ?
কটা মোটর, ফোন, রেডিও আছে তোমার ?
কটা যন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখ ?
তুমি
আবিষ্কারকও নও,
মালিকও নও !
তুমি বড় জোর কোনো কারখানার কেরানি হতে পার
রেডিও, টেলিফোন, ইলেক্‌ট্রিসিটি
ব্যবহার কর হয়তো,
কিন্তু ও-সব তোমার জীবনের বহিরঙ্গ।
না থাকলেও তোমার জীবন অচল হয় না,
যেমন হয় ওদের দেশে।

ওদের দেশে
জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞান একান্তভাবে অঙ্গীভূত,
ওদের আধুনিক কবিতায় তাই এ-সবের উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী।
ওরা যুদ্ধ করেছে,
যুদ্ধে মরেছে।
যন্ত্র-দানবের সঙ্গে ওদের সত্যিকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে।
তাই ওদেশের আধুনিক কবিতায়
যন্ত্রসভ্যতার ছাপ সাজে।
তাই বলে তোমার কবিতাতেও সাজবে?
ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, ইউবোট, জেপেলিন
কটা দেখেছ তুমি?
পটকার আওয়াজ শুনলে হৃৎকম্প হয় তোমার।
ফাসিজ্‌ম্‌, নাৎসিজ্‌ম্‌, কমিউনিজ্‌ম্‌,
সমস্তই তো তোমার ধার-করা বুলি—
তোতা-ইজ্‌ম্‌!
তোমার জীবনের সঙ্গে এদের সম্পর্ক কী?
তোমার বাপ-পিতামহরা যেমন আওড়াতেন
মনু, পরাশর, রঘুনন্দন,
তুমিও তেমনি আওড়াচ্ছ
লেনিন, হিটলার, এলিয়ট, এজ্‌রা পাউণ্ড।
যাদের জীবনের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্ক,
তারা এ-সব নিয়ে কবিতা লিখুক;
তাদের লেখনীতে এ-সব মানাবে।
কিন্তু তুমি—
চচ্চড়ি-খেকো মাদুলি-বাঁধা জাত-কেরানী তুমি,
তুমি এ-সব লিখতে গিয়ে

হাস্যাস্পদ হও কেন ?
সচেতন মনের সবখানি খবর রাখতে পার না,
অবচেতন মনের ডেঁপোমি করতে যাও কোন্ সাহসে ?

অবৈধ প্রণয় নিয়ে মাতামাতি করাটাও
একটা আধুনিক ফ্যাশান।
আধুনিকরা চাঁদ ফুল মলয়ের মতো
এটাকেও ত্যাগ করে না কেন, বুঝি না।
প্রণয়-ব্যাপারে পরকীয়া তত্ত্বটা তো সেকেলে জিনিস,
সব দেশেই চিরকাল আছে।
এদেশে আরও বেশি করে আছে,
তার কারণ
এখানে এখনও
কুল গোত্র কুষ্ঠি মিলিয়ে,
রূপের পরীক্ষা নিয়ে,
পণের টাকা বাজিয়ে বিয়ে হওয়াটাই সনাতন নিয়ম।
এদেশে অবৈধ প্রণয় তো অনিবার্য প্রতিক্রিয়া,
অতিশয় স্বাভাবিক।
এ প্রতিক্রিয়ার ফলে কিন্তু হচ্ছে কী ?
আর যাই হোক,
সমাজ সংস্কৃত হচ্ছে না।
লেক ভরে উঠল।
আর ভরে উঠল খবরের কাগজের পাতা—
আফিঙ, কেরোসিন, গুণ্ডা, গলায় দড়ি।
এ-সব কাহিনীর অন্তর্নিহিত মর্মন্তুদ সত্যটা না এঁকে
যে ধরনের শৌখিন ফানুস-মার্কা

অবৈধ প্রণয়ের ছবি এঁকেছ তুমি,
তা পড়লে হাসি পায়।
ইসাডোরা ডান্‌কান এখনও জন্মায় নি এ দেশে;
খেঁদি-বুঁচি-বগি-বিন্দিরই মেলা এখানে এখনও।
রেসারেক্‌শন লেখবার যোগ্যতাই বা আছে কজনার?
জীবন দিয়ে এ-সব যোগ্যতা অর্জন করতে হয়।
কটা অবৈধ প্রণয় করবার তাকত রাখ তুমি?
আমার মতো
অতি সাধারণ একটা মেয়ের সঙ্গে
আলতো আলতো ভাবে প্রণয় করতে গিয়েই তো
কাত হয়ে পড়েছ।
এদিক ওদিক চাইতে চাইতে
লুকিয়ে-চুরিয়ে
প্রেমের ছুতোয় মেয়েদের অপমান করে
যে ভীরু নপুংসকের দল,
হঠাৎ সেদিন আবিষ্কার করলাম,
তুমিও তাদের একজন।
একটা কথা শুনে রাখো,
মেয়েদের যারা সম্মান করতে জানে না,
তারা কখনও মেয়েদের প্রেমাস্পদ হতে পারে না,
তারা মানুষ নয়—পশু।
পশুর লালসা গর্বের জিনিস নয়।

আমার সর্বাঙ্গ ঘিনঘিন করছে।
ছি ছি ছি ছি—
তুমি কবি,

তুমি আধুনিক,
যে দেশের আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে
অলিতে-গলিতে
তোমার মতো আধুনিক গিজগিজ করছে,
সে দেশের মেয়েরা
সত্যিই হতভাগিনী !
মৃত্যুই তাদের একমাত্র ত্রাণকর্তা।

ভয় নেই,
আত্মহত্যা করব না।
ও-সব নাটুকেপনা করবার মতো
আত্মবিস্মৃতি নেই আমার
সামান্য পুঁটিমাছ ঘেঁটে
হাতে যে আঁশটে গন্ধ হয়েছে,
সাবান দিলেই তা উঠে যাবে।
তোমাকে এ চিঠি লিখছি,
হে অতি-আধুনিক কবি,
তোমাকে জানিয়ে দেবার জন্যে স্পষ্ট করে যে,
তোমার স্বরূপ চিনেছি আমি।
মিনতি করছি,
আধুনিক কথাটাকে কলঙ্কিত কোরো না আর।
সব আধুনিক কবিদের চিনি না আমি,
সুতরাং
সকলকে ধিক্কার দেওয়ার অধিকার নেই আমার।
যদি তাঁদের মধ্যে কোনো খাঁটি আধুনিক থাকেন,
জ্যোতির্ময় সবিতার মতো একদিন না একদিন

তাঁর প্রদীপ্ত আবির্ভাব ঘটবেই।
তিনি ভুল করতে পারেন,
ভণ্ডামি করবেন না।
কথার ফুলঝুরি কেটে নয়,
জীবন জ্বালিয়ে আধুনিকতার আলোকোৎসব করবেন তিনি,
যেমন করেছিলেন
মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
কিন্তু তোমাকে চিনেছি আমি,
তোমার মেকি আধুনিকতার ভেলকি দেখিয়ে
আর ভোলাতে পারবে না আমাকে।
শুধু আমাকে কেন,
কাউকেই পারবে না।
এটা নিঃসন্দেহে বুঝেছি
তুমি কবিতা লেখ
কবি বলে নয়,
বেকার বলে।
আধুনিকতার ছদ্মবেশে
সস্তা কৃতিত্ব অর্জন করতে চাও,
বিদেশী লেখকদের ব্যর্থ অনুকরণকারী
নকলনবিশ তুমি।
কাছাকে দ্বিধাবিভক্ত ক'রে
কাবুলী স্যাণ্ডাল পায়ে দিলেই
যদি শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ কাবুলী হওয়া যেত,
তা হলে আর ভাবনা ছিল কী!
তোমার ওই বাক্যের খিচুড়ির মধ্যে
যে যে ক্ষোভ মূর্ত হয়ে ওঠে,

তা আদর্শবাদীর আকুলতা নয়,
তা পরশ্রীকাতরতার কুৎসিত কাতরানি।
ভালো একটা চাকরি জুটলেই সব থেমে যাবে
তেল ও তুলি নিয়ে
সেই চেষ্টাই করো।
আমার কাছে আর এস না,
মুখদর্শন করতে চাই না তোমার।

পরশুরামের শেষ উক্তি—

(একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিবার পর)

অনেক কিছু বলছিস তো,—দেখছি এবং যাচ্ছি সবই শুনে—
হাত পা নেড়ে নানান চালে অঙ্গভঙ্গি করিস নানান রকম,
কিচ্ছু তবু বলব নাকো, বাণগুলি সব রাখছি পুরে তূণে,
আর যা করি আঘাত হেনে করব নাকো আর পোকাদের জখম,
কুঠার দিয়ে মাছি কিংবা গদাঘাতে মারি না মৎকুণে,
যত ইচ্ছে ঘুরে ফিরে যতই খুশি করে যা বক্‌বকম !

যুদ্ধ করে করব খাতির রণাঙ্গণে কই সে মহারথী ?
অস্ত্র হবে সম্মানিত—অস্ত্রী হবে ধন্য যারে হেনে,
লম্ফঝম্প যতই না কর,—জানি আমি জীর্ণ তোরা অতি,
হাড়গুলো সব গোনা যাবে পাঞ্জাবিটা ফেললে খুলে টেনে,
একটি চড়ে মৃত্যু হবে,—তোদের তাতে হবে তো সদ্গতি—
আমি কিন্তু কী আক্কেলে আঘাত করি সকল কথা জেনে !

আগে আগে চটে যেতাম, অনেক ঠেকে শিখেছি ভাই আমি,
তোদের পিঠের চেয়ে আমার জুতো জোড়া অনেক বেশী দামী।